যোগেশ

সামাজিক নাটক।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রণীত।

কলিকাতা,
১০০।১ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট
বাল্মীকি যন্ত্রে
শ্রীবিশ্বনাথ নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
সন ১২৯৭ সাল।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

উৎসর্গ।

"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমংতপঃ ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতা ॥"

যাঁহাকে প্রীত করিতে পারিলে

সর্ব্বদেবতা তুষ্ট হন,

আমার

সেই

স্বর্গীয়

পিতৃদেবের শ্রীচরণ উদ্দেশে

যোগেশ

আন্তরিক ভক্তি সহকারে

অর্পিত হইল।

শ্রীসুরেন্দ্র

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

হরেন্দ্রনারায়ণ	...	জমীদার।
যোগেশ	...	প্রথম পক্ষের পুত্র।
সুকুমার	...	দ্বিতীয় পক্ষের পুত্র।
রামজীবন	...	হরেন্দ্রনারায়ণের ভূতপূর্ব্ব গমস্তা।
নশীরাম	...	হরেন্দ্রনারায়ণের প্রজা।
রামলোচন	...	নশীরামের অনুগত ভৃত্য।

ডিঃ পুলীশ, কনেষ্টবল, পাহারওয়ালা, ভৃত্য, জেলডাক্তার, মাতলগণ, সুকুমারের সঙ্গীগণ পাওনাদার, ছদ্মবেশী পুরুষ ইত্যাদি।

স্ত্রী।

বিরজা	...	হরেন্দ্রনারায়ণের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী।
লীলা	...	যোগেশের স্ত্রী।
বিভা	...	সুকুমারের স্ত্রী।

দাসী (ধাইমা), দাসী, বেশ্যাদয়, স্ত্রীলোক ইত্যাদ।

যোগেশ।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

ভাঙ্গাঘর।

সুকুমার ও তিনজন লোক।

সুকুমার। গাড্ডেল কার?

১ম ল। আমার।

২য় ল। আরম্ভ কর। (তাস দিতে আরম্ভ।)

সুকুমার। চলে?

১ম ল। না।

৩য় ল। আমার চলে।

২য় ল। তোমার ক খানা?

সুকুমার। আর দু-খানা।

৩য় ল। আমারও দু-খানা।

১ম ল। আর চলে?

সুকুমার। না।

৩য় ল। তিন শ।

২য় ল। আচ্ছা তার উপর দু'শ।

সুকুমার। আচ্ছা আমার বাকি সব।

৩য় ল। আচ্ছা।

২য় ল। পচাও।

৩য় ল। এই দেখ, (তাস নিক্ষেপ,) আমার মাছ হয়েছে, তাই খেলাচ্ছিলুম। টাকা গুলো দে।

সুকুমার। এবার আমি মাউ। দাও গাড্ডেল। টাকা কিছু দেনা ভাই! হ্যাণ্ড নোট দিচ্চি।

১ম ল। আজ রেস্ত কি ছিল?

সুকুমার। বেশী নয়, হাজার, সব গেছে।

১ম ল। আচ্ছা দেব, কত চাই, শ সাতেক?

সুকুমার। তা হলেই হবে, তবে আরম্ভ করি?

১ম ল। তা আর বলতে।

২য় ল। আমার চলে।

৩য় ল। আমারও তাই।

সুকুমার। আমারও চলে।

১ম ল। ছ শ।

২য় ল। তার উপর পঞ্চাশ।

সুকুমার। আমার বাকি।

১ম ল। পচাও।

২য় ল। এই দেখ, (তাস নিক্ষেপ)

সুকুমার। এই দেখ, (তাস নিক্ষেপ) দে বাবা টাকা দে, অনেক টাকা দেনা।

১ম ল। আজ আবার হবে?

সুকুমার। তার আর সন্দেহ আছে; আজ পড়্‌তা পড়েছে, সকাল বেলা থেকে চারবার জিতিচি।

দুইজন পাওনাদারের প্রবেশ।

১ম পাওনা। সুকুমার, টাকা দেবে কি না বলে দাও; রোজ রোজ আমরা আর হাঁট্‌তে পারিনি। একদিন ঠিক করে বলে দাও, সেইদিন আস্‌বো। রোজ, আজ নয় কাল, বল্‌তে লজ্জা হয় না। কি বলবো, তুমি বড় লোকের ছেলে তাই এখনও মান রেখে বল্‌চি কিন্তু আর থাকে না।

২য় পা। যে জুয়াচোর, তার আবার মান কি? টাকা পাওনা আছে, আদায় করে নেব; বড় লোক ছোট লোক মনে কোল্লে টাকা আদায় করা হয় না। যে টাকা দেয় না, যার মানের ভয় নাই, সে আবার বড় লোক কিসে? সুকুমার! টাকা দেবে কিনা বলে দাও। নিজে যেমন জুয়াচোর, তেম্‌নি জুয়াচুরি খেলাও শিখেছে।

সুকুমার। ভাই! রাগ কচ্চ কেন? টাকা দেব বৈকি; দুদিন দেরি কর।

১ম পা। অনেক দুদিন দেখিচি, আরও কত দুদিন দেখাবে?

২য় পা। মিষ্টি কথায় বড় কাজ হচ্চে না। টাকা চাই।

১ম পা। ভাল, আর দুদিন দেখ্‌বো, তার পর খরচা জমা দেব। তোমার বাপ জান্‌তে পাল্লেই টাকা আদায় হবে।

২য় পা। জুয়াচোরের কিছুই ঠিক নাই ; ওর আগাগোড়াই জুয়াচুরি। তুমি ভাই ওদের চেন না। একবার ওর ভাইকে বল্‌বো ; সে দেয় ভাল, না হয় নালিশ করবো। টাকা পাই ভাল, না হয় জেলে দেব।

প্রস্থান।

সুকুমার। তোমরা রাগ কচ্চ কেন ভাই! টাকা দেব।

১ম পা। দেব তা আমি জানি, আমরা মলে, না তুমি মলে ?

১ম ল। তবে আজ আর হবে না।

সুকুমার। এখন নয়, খানিক পরে।

১ম পা। আর কেন লোক ঠকাবে। জুয়াচুরি বেশ শিখেছ তা—আমরাই বল্‌চি।

সুকুমার। রাগ করিসনে ভাই, টাকা নিয়েচি, দেব না একি হতে পারে, নালিশ করতে ওকে বারণ করিস্‌।

১ম পা। আমার কথা ও শুন্‌বে কেন ?

সুকুমার। তুমি বুঝিয়ে বল্লে ও শুন্‌বে।

১ম পা। কথায় কি দেনা মিটে।

সুকুমার। ভাই! ওকে বুঝিয়ে বলিস ; আমাকে বাঁচাস্‌।

২য় ল। আবার খেলা হবে, এখন চলো।

১ম ল। চল।

সুকুমার ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

সুকুমার। কি করি, এ রকম ত আর সহ্য হয় না; এখন দেনা শোধবার উপায় কি? বাবা জান্‌তে পাল্লে আর রক্ষা নাই। এই খেলা ভিন্ন আমারও আর গতি নাই। দেখি কি হয়।

প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

পড়িবার ঘর

যোগেশ।

যোগেশ। নগা! ছোট বাবুকে একবার ডেকে দে ত।

নেপথ্যে। যে আজ্ঞে।

যোগেশ। আমি কি উপায়ে সুকুমারকে এই ভয়ানক কার্য্য হতে বিরত কর্ত্তে পারবো বুঝতে পাচ্চিনি। এরূপ লোকের সর্ব্বনাশ কল্লে কতশত পরিবার অনাথা হবে, উদরান্নের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে বেড়াবে. আর আমাদের আজীবন ঘৃণা কত্তে থাকবে, তা বলা যায় না। একে এই জঘন্য খেলা, তাতে আবার প্রতারণা, উঃ কি ভয়ানক কথা! আমি কতদিন মনে করেছিলাম সুকুমারকে বুঝিয়ে বল্‌বো; যদি সে আমার কথা না শোনে, আমি তার পায়ে ধরে বুঝাব; তাতেও কি সুকুমার শুন্‌বে না, তাতেও কি সে বুঝবে না। সুকুমার অবোধ নহে, অবশ্য বুঝবে,—কিন্তু যদি না বুঝে, তা হলে উপায়? বাবা এ কথা শুন্‌লে অত্যন্ত দুঃখিত হবেন; তাঁর যে স্বভাব, তিনি শুন্‌লে আমাদের কপালে কি আছে তা বলা যায় না।

সুকুমারের প্রবেশ।

সুকুমার। আপনি কি আমায় ডেকেছেন?

যোগেশ। হাঁ।

সুকুমার। কেন!

যোগশ। কোন বিশেষ প্রয়োজন আছে।

সুকুমার। বলুন।

যোগেশ। আমার একটী কথা রাখবে?

সুকুমার। আপনার আজ্ঞা কবে অবহেলা করেছি?

যোগেশ। ভাই! কতদিন হ'ল তোমাকে একটী কথা বল্‌বো মনে করেছিলাম, কিন্তু বল্‌তে সাহস পাই নাই, পাছে তুমি আমার কথা না রাখ।

সুকুমার। আপনি আমার জ্যেষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃ-তুল্য, আপনাকে কেন অবজ্ঞা করবো?

যোগেশ। ভাই! তোমায় মিনতি করে বল্‌চি, অসৎ সঙ্গ ত্যাগ কর, তোমার ও লক্ষ্মীছাড়া খেলা ত্যাগ কর। তোমার নাম, পিতার সম্মান, বংশের মর্য্যাদা রক্ষা কর। দেখ, বাবা আমাদের লেখা পড়া শেখাবার জন্য কল্‌কেতায় পাঠিয়ে দিয়েছেন; সেই জন্য প্রতিমাসে কত অর্থব্যয় কচ্চেন; মনে মনে কত আশা কচ্চেন। বল দেখি ভাই! যদি আমরা লেখা পড়া না শিখে, অসৎসঙ্গে চরিত্রদোষে লিপ্ত হয়ে, পিতার সম্মান, বংশের মর্য্যাদা নষ্ট কত্তে থাকি, তা হ'লে পিতা মাতার মনে কত দুঃখ হবে?

সুকুমার। আপনি যা বল্‌ছেন সত্য। দেখুন, সংসারে

মান মর্য্যাদা কদিনের জন্য, যতদিন এইরূপ আমোদে কেটে যায় তত দিনই ভাল।

যোগেশ। ছিঃ ছিঃ, ভাই! ও আমোদ নহে, ও অতি জঘন্য খেলা, ও খেলা ত্যাগ কর।

সুকুমার। ও খেলা ত্যাগ করবার আর উপায় নাই।

যোগেশ। উপায় নাই কেন ভাই?

সুকুমার। আমি এখন দেনায় ডুবে গেছি, এই দেনার জন্য, আমি লেখাপড়া ত্যাগ করে এই খেলার আশ্রয় নিয়েছি।

যোগেশ। সে কি ভাই?

সুকুমার। আপনাকে বল্‌তে কি, বাবা প্রতি মাসে যে অর্থ পাঠিয়ে দিতেন, তাতে আমার কুলাত না; আমি আপনাকে লুকিয়ে, বাবাকে লুকিয়ে মাকে পত্র লিখতাম।

যোগেশ। তার পর, তার পর!

সুকুমার। মা, বাবাকে লুকিয়ে, আপনাকে লুকিয়ে যে টাকা পাঠিয়ে দিতেন, তাতেও আমার কুলাত না, তাই—

যোগেশ। ভাই! সেই টাকা সংকুলানের জন্যই কি তুমি এই লক্ষ্মীছাড়া খেলার আশ্রয় নিয়েছ? সুকুমার! ভাই! চুপ করে রহিলে যে?

সুকুমার। আপনাকে ত আমি সবই বলেছি।

যোগেশ। সুকুমার! আমি তোমাকে সহোদরের ন্যায় ভালবাসি, তাই তোমাকে এত যত্ন করি, যদি তোমার টাকার বিশেষ প্রয়োজন হয়েছিল, আগে আমাকে কেন বল নাই ভাই?

সুকুমার। তা হ'লে আমার বিশেষ উপকার হত না, এই আমার স্থির বিশ্বাস।

যোগেশ। কেন ভাই! বাবা প্রতিমাসে যে টাকা পাঠান, তুমি তাহা সমস্ত নাও, তাতে তোমার দেনা পরিশোধ কর, আমার কিছুমাত্র দরকার নাই। যদি আমায় ভিক্ষা করে জীবনধারণ কত্তে হয়, আমি তাতেও স্বীকার আছি; কিন্তু তোমায় মিনতি করে বল্‌চি, তুমি ও জঘন্য খেলা ত্যাগ কর; আর অসতের সঙ্গ নিও না।

সুকুমার। যদি তাতে আমার দেনা পরিশোধ হ'ত, তা হ'লে এত দিন বোধ হয় তাই কত্তেম; আমার ঋণ সে সামান্য অর্থের দ্বারা পরিশোধ হবার নহে।

যোগেশ। যদি তাতেও না হয়, আমি অন্য উপায় স্থির করেছি।

সুকুমার। আর কি করবেন?

যোগেশ। আমি তোমার জন্য কর্জ্জ কত্তেও প্রস্তুত আছি।

সুকুমার। যদি তাতেও না হয়?

যোগেশ। তাতে অকৃতকার্য্য হলে যতদিন তোমার দেনা পরিশোধ না হয় তত দিন আমি ভিক্ষা করবো।

সুকুমার। আপনি বিদ্বান্, বুদ্ধিমান, বলুন দেখি ভিক্ষা করে জগতে কে কবে দেনা পরিশোধ কত্তে পেরেছে?

যোগেশ। ভিক্ষার কারণ বল্লে বোধ হয় সহজেই কৃতকার্য্য হ'তে পারবো।

সুকুমার। আপনি জগৎ দেখেন নাই, তাই এ কথা

বলচেন। ভিক্ষায় দেনা শোধ হওয়া দূরে থাক, দু-বেলা দু-মুঠো আহার জুটাও ভার।

যোগেশ। তোমার অনুমান যদি সত্যই হয়, আমি তোমার জন্য দেহ বিক্রয় কর্ত্তে প্রস্তুত আছি।

সুকুমার। আপনার ন্যায় সুখী লোককে কে নিতে স্বীকার করবে?

যোগেশ। ভাই! যাতে স্বীকার করে সে ভার আমার।

সুকুমার। আপনি আমায় আর অনুরোধ করবেন না, আমি যে পথ গ্রহণ করেছি, সে পথ হ'তে অন্য পথে যাবার সাধ্য আর আমার নাই। আর বিশেষ যত দিন আমোদে কেটে যায় ততদিনই ভাল।

যোগেশ। তবে কি ভাই! তুমি ও জঘন্য খেলা ত্যাগ করবে না?

সুকুমার। যদি দেনা শোধ না হয়, তবে কিরূপে ত্যাগ করবো?

যোগেশ। সে কি ভাই!

সুকুমার। আমার কথা, আগে দেনা শোধ, তারপর খেলা ত্যাগ। আপনি যে সকল উপায় বল্লেন, তাতে কখনই কৃতকার্য্য হ'ব না।

যোগেশ। আমি বাবার পায়ে ধরে বলবো।

সুকুমার। সর্ব্বনাশ! আপনাকে মিনতি করে বলচি এ কথা বাবাকে শুনাবেন না। বাবা শুন্‌লে আমার কি দশা হ'বে তাই ভেবে আমাকে ক্ষমা করুন—আমি আপনার পায়ে ধরে বল্‌চি, আমায় ত্যাগ করুন।

যোগেশ। সে জন্য চিন্তা করো না।

সুকুমার। আপনি কি বাবার স্বভাব ভুলে গিয়েছেন?

যোগেশ। তিনি আমার কথায় বিশ্বাস করবেন।

সুকুমার। আমি তা জানি, তিনি আপনার কথা বিশ্বাস করেন, কিন্তু—

যোগেশ। কিন্তু কি?

সুকুমার। কিন্তু এবার আমার মনে হচ্চে, তিনি এ কথা শুন্‌তে পেলে আমার জীবন ধারণ করা দুরূহ হবে।

যোগেশ। সে কি ভাই!

সুকুমার। বাপ মার কাছে হেয় হওয়া অপেক্ষা জীবন ত্যাগ করাই উচিত।

যোগেশ। ভাই! ও কল্পনা ত্যাগ কর, দেখ বিমাতার তুমিই সর্ব্বস্ব, তোমার মুখ চেয়ে তিনি সকল শোক ভুলেছেন।

সুকুমার। আপনি আর আমায় আজ্ঞা করবেন না।

যোগেশ। আমি আজ্ঞা করি নাই, তোমাকে অনুরোধ কচ্চি—ও খেলা ত্যাগ কর।

সুকুমার। আমি দেনা শোধবার এক প্রকার উপায় করেছি, যদি কৃতকার্য্য হই কাল থেকে আপনার আদেশ পালন করবো।

যোগেশ। কি উপায়ে?

সুকুমার। এই খেলায়।

যোগেশ। সুকুমার! ও আশা ত্যাগ কর, ও খেলার নাম পর্য্যন্তও ত্যাগ কর; সে দিন, তোমাদের ভাঙ্গাঘরে আলো জ্বল্‌ছে দেখে আমার মনে হ'ল তুমি কোন কাজে

ব্যস্ত আছ, তাই সেই দিকে গেলাম, দেখলাম, তুমি খেলায় উন্মত্ত হয়েছ, আর সেই নীচ খেলায় প্রতারণা করে একজনের সর্ব্বস্ব গ্রহণ করেও তুমি খেলা ত্যাগ কর নাই; তার পরবার কাপড় খানিও পর্য্যন্ত পণ করে পুনরায় খেলা আরম্ভ করেছ; তা দেখে আমি যে কি পর্য্যন্ত দুঃখিত হয়েছিলাম, তা আর তোমায় কি বলবো। সেই চিন্তা আমাকে সমস্ত রাত্রি বিশ্রাম কত্তে দেয় নাই, তোমাকে বলতে কি, সমস্ত রাত্রি ক্রমাগত দুই চোক দিয়ে জল পড়েছে, আর মনে হয়েছে আমাদের দ্বারা, যদি বংশের মর্য্যাদা কিঞ্চিৎমাত্রও ম্লান হয়, তা হ'লে আমাদের জীবন ধারণই বৃথা। ভাই! আমি তোমার জ্যেষ্ঠ, জ্যেষ্ঠের কথা রাখ, ও খেলা ত্যাগ কর।

রামকানাইয়ের প্রবেশ।

রামকা। বলি ও সুকুমার বাবু! আমাকে টাহা দেবা না। ভালমানসের কাল না; তোমাকার দরকারের সময় টাহা দিলাম, এহন টাহা দেবার নাম না; টাহা দিয়ে কি চোর হয়েছি না?

সুকুমার। টাকা পাবে বৈ কি?

যোগেশ। কিসের টাকা সুকুমার?

সুকুমার। আমার দেনা।

রামকা। খেলার সময় ধার নিইছে; হ্যাণ্ড নোট দিইছে এই দ্যাহেন?

(হ্যাণ্ডনোট প্রদান।)

যোগেশ। (হ্যাণ্ডনোট পাঠ করিয়া।) (স্বগতঃ) তাইত ছয় হাজার টাকা। (প্রকাশ্যে) এ টাকা পাবেন বৈ কি?

রামকা। মশয়ও কি জুয়াচুরি শিখেছেন না?

সুকুমার। রামকানাই বাবু! রাগ করো না, টাকা শীঘ্রই দেব।

রামকা। দ্যাবো নয়, দ্যাও, না দ্যাও পত্র পাবা, তহন ঠেকবা।

সুকুমার। রামকানাই বাবু! তোমার টাকা আমি রাখবো না।

রামকা। তা জান্‌চি, যখন জেলে যাবা তখন দ্যাবা ভালর কেহ না।

যোগেশ। (স্বগতঃ) হায়! যে বংশে রাজা হরেন্দ্র নারায়ণের জন্ম সেই বংশের এই অপমান? আমার সম্মুখেই আমাকে জুয়াচোর বল্লে; কি ভয়ানক! এর টাকা যেরূপে পারি পরিশোধ কত্তে হবে।

সুকুমার। যাও রামকানাই বাবু! আজ যাও, আমি আজ কালের ভেতর তোমার টাকা শোধ করবো।

রামকা। আচ্ছা আজ চল্লাম, দুদিন দ্যাখবো তার-পর বোঝবো।

প্রস্থান।

যোগেশ। সুকুমার! তোমাকে মিনতি করে বল্‌চি ও খেলা ত্যাগ কর, ঐ খেলার জন্য আজ আমরা অপমানিত হ'লেম।

সুকুমার। যদি আমার দেনা শোধ করেন, আমি আপনার আজ্ঞা পালন করব।

যোগেশ। কাল রাত্রে নগেন্দ্রের যত অর্থ গ্রহণ করেছে তা ফিরিয়ে দেবে ?

সুকুমার। তা আমি পারবো না; তা হ'লে আমি নিত্য এইরূপ অপমান হব।

যোগেশ। সুকুমার! বিমাতার জন্য নহে, পিতার জন্য নহে, যে বংশ মর্য্যাদার জন্য আমরা এতদূর সম্মানিত হয়েছি, সেই বংশ-মর্য্যাদার জন্য, তোমায় মিনতি করে বল্‌চি, তুমি নগেন্দ্রের সমস্ত অর্থ ফিরিয়ে দাও; আমি যেরূপে পারি তোমার সমস্ত দেনা শোধ করবো।

সুকুমার। আপনার আজ্ঞায় আমি এ খেলা ত্যাগ কত্তে পারি, অসৎসঙ্গ ত্যাগ কত্তে পারি, কিন্তু যে টাকা আমি গ্রহণ করেছি তা আর আমি ফিরে দিতে পারি না। তাতে আমোদ হবে না, বড় ভাবনা হবে, সকল আমোদ নষ্ট হবে।

যোগেশ। কেন ?

সুকুমার। তা হ'লে আমার দেনা শোধ হ'বে না, দেনা শোধ না হলে, সব আমোদ চিন্তায় মিশিয়ে যাবে, আমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত হ'বে। দেনার জন্য আমায় জেলে যেতে হবে, বাবা জানতে পারবেন।

যোগেশ। তোমার কত টাকার প্রয়োজন ?

সুকুমার। আপাততঃ দশ হাজার টাকা।

যোগেশ। দশ হাজার! কবে প্রয়োজন ?

সুকুমার। দু দিন পরে।

যোগেশ। তাই হবে; আমি কর্জ্জ করবো।

সুকুমার। কর্জ্জ দেবে কে? বাবা জান্‌তে পারবেন।

যোগেশ। রামজীবনের নিকটে কর্জ্জ নব, তাহলে কেউ জান্‌তে পারবে না।

সুকুমার। রামজীবন কে?

যোগেশ। রামজীবন পূর্ব্বে আমাদের গমস্তা ছিল, কাল রামজীবনকে আমি একখানা চিটি দেব, তা দেখ্‌লেই সে তোমাকে দশ হাজার টাকা দেবে, তুমি সেই টাকায় তোমার দেনা শোধ করো।

সুকুমার। যদি রামজীবনের নিকট অত টাকা না থাকে?

যোগেশ। সে যেরূপে পারে যোগাড় করে দেবে, বিশেষ তোমার পরিচয় পেলে সে যথা সাধ্য চেষ্টা করবে। তোমার বিপদ দেখে আমি কখন নিশ্চিন্ত থাকবো না।

সুকুমার। রামজীবনকে কি লিখবেন?

যোগেশ। কর্জ্জের জন্য যা প্রয়োজন।—আমি এক খানা হ্যাণ্ডনোটে সই করে দেব; যে টাকা দেবে তুমি তার নামটা কেবল তাতে লিখে দিও।

সুকুমার। আপনি আমার জ্যেষ্ঠ; যাতে আমি জীবিত থাকুতে পারি তার উপায় করুন।

যোগেশ। সুকুমার! ভ্রাতৃস্নেহ যে কি পদার্থ তা তুমি এখনও বুঝতে পার নাই। যদি কখন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হয়ে জন্মগ্রহণ কর, তা হ'লে বুঝতে পারবে কনিষ্টের বিপদে

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রাণ কতদূর ব্যাকুল হয়। এখন চল শয়ন করবে।

সুকুমার। চলুন।

উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

উদ্যান মধ্যস্থ বাপীতট।

রামজীবন।

রামজীবন। জমীদারী অপেক্ষা তেজারতি ভাল; জমীদারীতে নানা প্রকার ব্যাঘাত, মিথ্যা প্রতারণা অঙ্গের ভূষণ না কল্লে জমীদারী রক্ষা করা দায়; সততা করে ত অনেক দেখলাম, অনেক বিষয় নষ্ট কল্লেম, এখন কি প্রতারণা করবো—না না তা হ'বে না। যে গুরুর দীক্ষা পেয়ে এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েছি, সেই গুরুর উপদেশ, অর্থের জন্য নষ্ট করবো; তা কখনই হ'বে না। গরীব প্রজা পীড়ন করে অর্থ গ্রহণ করবো; আশ্রিত ব্যক্তির উপর অর্থের জন্য অত্যচার করবো—না আমি তা পারবো না। আমি জমীদারী বিক্রয় করবো সেও ভাল, সামান্য অর্থের লোভে আমি কখন মিথ্যাবাদী, প্রতারক হ'তে পারবো না, দীন দুঃখীদের পীড়ন কত্তে পারবো না। আমার সুখের জন্য এত গুলো প্রজাকে কষ্ট দেব, তা কখনই হ'বে না। অর্থের লোভ বড় ভয়ানক, যদি সেই লোভে পড়ে প্রতারক হই তা হ'লে আমার গুরুর নামে কলঙ্ক

হ'বে। রাজা হরেন্দ্রনারায়ণ শুন্‌লে দুঃখীত হবেন। আমি রাজা হরেন্দ্রনারায়ণের নামে কখনই কলঙ্ক দিতে পারবো না। আমি জমীদারী বিক্রয় করবো।

সুকুমারের প্রবেশ।

সুকুমার। আসুন। আপনার নাম রামজীবন ঘোষ?

রামজীবন। কেন? কি প্রয়োজন বলুন?

সুকুমার। বিশেষ প্রয়োজন আছে।

রামজীবন। আমারই নাম রামজীবন ঘোষ।

সুকুমার। আমি রাজা হরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের পুত্র।

রামজীবন। আসুন, আসুন। কি প্রয়োজন বলুন।

সুকুমার। প্রয়োজন আপনার সহায়তা।

রামজীবন। আমি দরিদ্র, আমি আপনাদের অন্নে প্রতিপালিত, আপনি জমীদারপুত্র, আপনি আমার সহায়তা প্রার্থনা করেন!

সুকুমার। রামজীবন, বুদ্ধিমান ব্যক্তি জগতে কে কবে আপনাকে মহৎ জ্ঞান করেছে? তুমি মহৎ ব্যক্তি, তা না হ'লে আমি তোমার আশ্রয় পাবার অভিলাষী হব কেন?

রামজীবন। আমি আপনাদের দাস, এই দেহ আপনাদের অন্নে পরিপুষ্ট হয়েছে। বলুন আমায় কি কত্তে হবে?

সুকুমার। রামজীবন, বিশ বৎসর আমোদ করে দিন কাটিয়েছি, বিপদের ছায়াও কখন দেখি নাই। কিন্তু আজ আমি বিপন্ন। বিপন্নকে সাহায্য করে প্রকৃত বন্ধুর কার্য্য কর।

রামজীবন। বলুন কিরূপে আপনার সহায়তা কত্তে

পারি ; যদি রামজীনের দ্বারা সে কার্য্য সম্পন্ন হ’তে পারে রামজীবন সাধ্য মতে তার চেষ্টা করবে।

সুকুমার। এই পত্র পাঠ কর।

রামজীবন। (পত্র পাঠ করিয়া) প্রভু! ক্ষমা করুন, এ পত্রে আপনার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দশ হাজার টাকা-কর্জ্জ চেয়েছেন। রামজীবনকে দাস বিবেচনা করে ক্ষমা করবেন। আপনাদের অন্নে প্রতিপালিত হয়ে, মাত্র ১০।১২ হাজার টাকা সংগ্রহ করেছি, কিন্তু অদৃষ্ট ক্রমে তাও অন্য রূপে আবদ্ধ হয়ে আছে ; এক্ষণে আমার নগদ পাঁচ শত টাকা ভিন্ন আর নাই ; যদি তাতে আপনার কোন উপকার হয় আমি এখনি তা দিতে স্বীকার আছি।

সুকুমার। না রামজীবন, পাঁচশত টাকায় আমার কোন উপকার হ’বে না।

রামজীবন। এ টাকা কবে প্রয়োজন হ’বে?

সুকুমার। কেন?

রামজীবন। আমার সর্ব্বস্য বিক্রয় বা বন্ধক দিলে যদি আপনাদের এই বিপদের সময় উপকার হয়, আমি তাতেও প্রস্তুত আছি। তাই জিজ্ঞাসা কচ্ছিলাম এখনও সময় আছে কিনা?

সুকুমার। রামজীবন! তার সময় আর নাই—কালই আমার টাকার প্রয়োজন।

রামজীবন। সমস্ত টাকা?

সুকুমার। হাঁ।

রামজীবন। আপনার জ্যেষ্ঠ আরও লিখেছেন, যদি

আমি সক্ষম না হই, তা হ'লে কোন রূপে যোগাড় করে দিতে। কিন্তু এ সময়ে নগদ দশ হাজার টাকা একেবারে দেয় এমন লোক নশীরাম ভিন্ন আর নাই।

সুকুমার। নশীরাম! নশীরাম! নশীরাম কে?

রামজীবন। নশীরাম বড় ধনী—কিন্তু সে আপনাদের পিতৃশত্রু। পিতৃশত্রুর নিকট প্রার্থী হলে আপনাদের গৌরবের খর্ব্ব হবে।

সুকুমার। রামজীবন! তুমিই বল দেখি গৌরব অপেক্ষা প্রাণ শ্রেষ্ঠ কি না? যদি এই অর্থ আজ আমি সংগ্রহ কত্তে না পারি তা হ'লে কাল সুকুমার নাম জগতে আর কেহ শুন্‌তে পাবে না। আমি প্রাণকে গৌরব অপেক্ষা বড় বিবেচনা করি, যদি একদিন পিতৃশত্রুর পদানত হয়ে জীবন রক্ষা কত্তে পারি, তা হলে আমি তাও স্বীকার কত্তে প্রস্তুত আছি।

রামজীবন। ছিঃ ছিঃ ছিঃ বলেন কি? শত্রুর পদানত হওয়া অপেক্ষা জীবন ত্যাগ করাই শ্রেয়।

সুকুমার। রামজীবন! তুমি জান না, আমি জীবন ত্যাগ কল্লে, দাদার মতে বংশমর্য্যাদা, পিতার সম্মান, আমার নিজের নাম বজায় থাকে না। যাতে এই সকল বজায় থাকে তার চেষ্টা আগে আবশ্যক।

রামজীবন। আপনি বলেন কি?—পিতৃশত্রুর পদানত হ'বেন?

সুকুমার। রামজীবন! এই টাকার জন্য আমি কোন

কষ্ট পেতাম না, কিন্তু বংশ মর্য্যাদা রক্ষার জন্য আমাকে খেলা ত্যাগ করে এই বিপদ গ্রস্থ হতে হয়েছে।

রামজীবন। এ বিপদ ক্ষণস্থায়ী; কিন্তু আপনার খেলা যথার্থই আপনাদের বংশের মান সম্ভ্রম সংহারক।

সুকুমার। (স্বগতঃ) এখন কি উপায়ে আমার ঋণ পরিশোধ করবো? যখন নশীরাম ভিন্ন আর কাহারও নিকট টাকা পাওয়ার সম্ভাবনা নাই, তখন সেই খানেই যাওয়া আবশ্যক। নশীরাম পিতৃ শত্রু, পিতৃশত্রুর পদানত হ'লে কার্য্য সহজেই সিদ্ধ হ'বে—কিন্তু তাই বা কিরূপে স্বীকার করি। অবনত মস্তকে শত্রুর পাদুকা বহন করা অপেক্ষা মৃত্যুই আমার শ্রেয়। না না, দেনা যেরূপে পারি পারিশোধ করবো, কিন্তু দাদার বংশ মর্য্যাদা কিরূপে রক্ষা হয় তাও আমি দেখবো। (প্রকাশ্যে) রামজীবন! আমায় নশীরামের নিকট নিয়ে চল। আমি তাহারই নিকট কর্জ্জ করবো।

রামজীবন। আপনি আমার প্রভুপুত্র, প্রভু! দাসের এই অনুরোধ রক্ষা করুন, নশীরামের নিকট প্রার্থী হবেন না। সে আপনাকে সমস্ত টাকা দেবে বটে, কিন্তু সে যে প্রকৃতির লোক—

সুকুমার। রামজীবন! আমি বংশমর্য্যাদা রক্ষার জন্য জীবনের মমতা ত্যাগ করেছি, তাই নশীরামের নিকট রাজা হরেন্দ্রনারায়ণের পুত্র যাচক হয়ে দাঁড়াতে স্বীকার করেছে।

রামজীবন। রাম! রাম! ধনকুবের ধনের ভিক্ষা করবে?

সুকুমার। আজ আমি পথের ভিকারী—ভিক্ষা ভিন্ন ভিক্ষুকের অন্য উপায় কি আছে?

রামজীবন। প্রভু! ক্ষমা করুন, আমি আপনাদের অন্নে প্রতিপালিত,অপনাদের যাহাতে অগৌরব হয়,রামজীবন প্রাণ থাকতে সে কার্য্যে কেমন করে সহায়তা করবে?

সুকুমার। সত্য, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি ভৃত্যের সম্মুখে প্রভু দেহ ত্যাগ কল্লে কি ভৃত্য তা দেখিতে সক্ষম হ'বে? দেখ রামজীবন! যদি আজ কোন প্রকারে অর্থ সংগ্রহ কত্তে না পারি—তা হ'লে নিশ্চয়ই এ দেহ আজই ত্যাগ করবো। তুমি ধার্ম্মিক, প্রভুবধের কারণ কেন হ'বে?

রামজীবন। প্রভু! সুকুমার,রাজা হরেন্দ্রনারায়ণের পুত্র, আমার অন্নদাতার পুত্র! দাসের অনুরোধ রক্ষা করুন, নশী-রামের নিকট যাবেন না; যদি দুই দিন কাল বিলম্ব করেন, আমি আমার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করে প্রভু সেবায় নিযুক্ত কত্তে অঙ্গীকার কল্লেম। দুই দিন কাল বিলম্ব করুন, নশী-রামের নিকট হাত পাতবেন না।

সুকুমার। রামজীবন! যদি তুমি আমার এই অনুরোধ রক্ষা না কর,তোমার সম্মুখেই তোমার অন্নদাতার পুত্র জীবন বিসর্জ্জন করবে। রামজীবন! তোমাকে মিনতি করে বল্‌চি আর আমাকে বাধা দিও না, আর এ দগ্ধ হৃদয়কে দগ্ধ কত্তে চেষ্টা করো না। দেখ, বাবা যদি আমার এই ঋণের কথা শুনেন, তা হ'লে আমার জীবন ধারণ করা দুরুহ হবে। আমি পিতার কু-সন্তান।

রামজীবন। প্রভু! আমায় রক্ষা করুন।

সুকুমার। তোমার অন্নদাতার পুত্রের জীবন রক্ষা কর।

রামজীবন। যাহার অন্নে জীবন ধারণ করেছি, তার অনিষ্ট কেমন করে করবো? আপনি নশীরামকে জানেন না, তাই তার কাছে যেতে স্বীকার কর্চ্চেন? নশীরাম চোর, নশীরাম বিশ্বাসঘাতক, নশীরাম দস্যু। কি করবো নশী-রাম আমায় টাকা কর্জ্জ দেবে না, তা হ'লে আমিই তার কাছে যেতাম।

সুকুমার। রামজীবন! রামজীবন! তোমার পায়ে পড়ি আমায় রক্ষা কর।

রামজীবন। ছিঃ ছিঃ ছিঃ বলেন কি? (স্বগতঃ) এখন কি করি; নশীরাম আমাকে কোন মতেই টাকা দেবে না, আমার যাওয়া মিথ্যা। না না, আমিই যাব, নশীরামের পায়ে ধরে কর্জ্জ চাব; আমার সমস্ত সম্পত্তি লিখেদেব. তাতেও কি স্বীকার করবে না; তবু সুকুমারকে তার কাছে যাচক হয়ে দাঁড়াতে দেব না। (প্রকাশ্যে।) চলুন আমি নশীরামের নিকট কর্জ্জ করবো।

সুকুমার। নশীরাম টাকা দিতে স্বীকার হবে?

রামজীবন। অনুনয়ে দেবতাও সন্তুষ্ট হয় নশীরাম কি হবে না?

সুকুমার। নশীরাম দেবতা না পিশাচ?

রামজীবন। নশীরাম পিশাচের অধম। চল যাই।

উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

ভগ্নগৃহস্থ একটি কক্ষ।

একজন স্ত্রীলোকের কেশ ধারণ করিয়া নশীরামের প্রবেশ।

নশীরাম। রাক্ষসি! এখনও তোর হৃদয় পেলাম না; দেখি এইবার সম্মত হও কিনা?

স্ত্রীলো। বিধবার সহায় ঈশ্বর, বৈধব্য দশার সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে বল দিয়াছেন; দস্যুর অত্যাচারে সে বল কখনই নষ্ট হবে না।

নশীরাম। কি পাপিয়সি! আমি দস্যু! (পদাঘাত)

স্ত্রীলো। ভগবান! স্ত্রীলোককে বিধবা করবার পূর্ব্বেই তাহাদের রূপযৌবন হরণ করনা কেন? তা হ'লে আজ এ যন্ত্রণা সহ্য কত্তে হত না। ভগবান! আমায় রক্ষা কর, আমার মতি স্থির করে দাও, আমার হৃদয়ে বল দাও।

নশীরাম। এখনও বল, তুই সম্মত হ'লে আমার সমস্ত সম্পত্তি তোকে দেব।

স্ত্রীলো। নশীরাম! তুমি যত ইচ্ছা অত্যাচার কর কিছুতেই আমার মন অন্যরূপ হবে না। আমার দেহ মন আমার নয়, আমার স্বামীর; আমার স্বামী স্বর্গে, তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আমার দেহ মনও স্বর্গে গিয়েছে, এ কায়া কেবল আমার, সেই কায়াকে কি অর্থের প্রলোভনে ভোলাবে? অর্থে কি কায়া ভোলে?

নশীরাম। এখনও সেই কথা।

স্ত্রীলো। আমাকে মেরে ফেল, শরীর খণ্ড খণ্ড করে ফেল, তাহলেও এর অপেক্ষা অধিক আশা করোনা?

নশীরাম। আজ আর তোর নিস্তার নাই। আজ রাত্রেই তোর—

(কেশত্যাগ)

স্ত্রীলো। ভগবান! অবলার তুমিই সহায়। তুমিই আমায় রক্ষা করো।

প্রস্থান।

রামলোচন ও দুইজন পারিষদের
প্রবেশ।

নশীরাম। কিহে কিছু হল?

রামলোচন। কিছুই নয়।

নশীরাম। আমার মতে চুরি করাই ভাল; তাতে কোন আশঙ্কা নাই।

১ম পা। আশঙ্কা নাই কিসে? শুন্‌চি পুলীশ তদন্ত আরম্ভ করেছে।

রামলোচন। আমিও শুনেছি বটে; সেও না কি হরেন্দ্রনারায়ণের জন্য।

নশীরাম। মেয়েটা এখন কোথা আছে?

২য় পা। একটা তো কেড়ে নিয়ে গেছে!

নশীরাম। কে?

রামলোচন। হরেন্দ্রনারায়ণের লোক।

নশীরাম। কি হরেন্দ্রনারায়ণ? আমি যাকে চুরি করে নিয়ে এলাম, হরেন্দ্রনারায়ণ তাকে কেড়ে নিয়ে গেল।

২য় পা। এটার সর্ব্বস্ব কেড়ে নিয়েচি, কাল পথে ছেড়ে দেব।

নশীরাম। ছেড়ে দেবে কেন?

১ম পা। তার আর কিছুই নাই।

নশীরাম। আর কটার।

রামলোচন। সে কটার কিছুই কত্তে পারা যায় নাই। আপনার অপমান করে কেড়ে নিয়ে গেল।

১ম পা। সে দিন একটা সভায় আপনার অপমান কল্লে; চোর মিথ্যাবাদী বলে আজ আবার মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে গেল? আপনি ভাল মানুষ তাই এত সহ্য করেন।

নশীরাম। কি আমার অপমান; এ অপমানের প্রতি-শোধ কি নাই?

১ম পা। এর প্রতিশোধ সহজেই হয়। এর প্রতিশোধ প্রতিহিংসা।

নশীরাম। প্রতিহিংসা, প্রতিহিংসাই আমার একমাত্র ব্রত। হরেন্দ্রনারায়ণ! যদি কখন তোমার কৃত অপমানের প্রতিশোধ নিতে পারি তবেই নশীরামের জীবন সার্থক বলে স্বীকার করবো; আমার মুখের গ্রাস কেড়ে নিলে? আমি যার জন্য আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করেছিলাম, যাকে পাবার জন্য জীবনের আশা পর্য্যন্ত ত্যাগ করে সেই ভয়ানক অবরোধ থেকে চুরি করে এনে ছিলাম, পাপ হরেন্দ্রনারায়ণ

আমার আশা একেবারে নষ্ট কল্লে। আমার যত্নের ধন কেড়ে নিলে। দেখবো, দেখবো কত দিন তুমি দুর্ব্বলের সহায়তা কর। কত দিন তুমি সতীর সতীত্ব রক্ষা কত্তে সক্ষম হও। দেখবো কত দিন তোমার ধর্ম্ম তোমাকে রক্ষা কত্তে পারে? কত দিন অর্থের দ্বারা তুমি কুলকামিনীগণের ধর্ম্ম রক্ষা করতে পার? তুমি যে অর্থের গর্ব্ব কর, সেই অর্থের দ্বারা তোমার সর্ব্বনাশ কত্তে পারি ভাল, নচেৎ হরেন্দ্রনারায়ণ! তোমার গর্ব্বচূর্ণ করবার পথ স্থির করেছি। তোমার বংশের অপকীর্ত্তি রটাব; মিথ্যা প্রবাদ প্রচার করবো, তোমার ভণ্ড স্বদেশ-হিতৈষী-প্রাণে যদি নিদারুণ আঘাত দিতে পারি তবেই আমার জীবন সার্থক।

রামলোচন। ঐ কারা আস্‌ছে চল আমরা যাই।

নশীরাম ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

রামজীবন ও সুকুমারের প্রবেশ।

নশীরাম। আরে কেও রামজীবন যে, তবে কি মনে করে এত দূর?

রামজীবন। দেখা কত্তে।

নশীরাম। সুধুই কি দেখা কত্তে?

রামজীবন। কেবল দেখা নয়, কিছু কাজও আছে।

নশীরাম। আমার কাছে তোমার কি কাজ হে?

রামজীবন। কিছু টাকা কর্জ্জ চাই?

নশীরাম। হা হা, তোমার আবার টাকার প্রয়োজন! যার জমীদার গুরু রয়েছে, সে কি আমার কাছে টাকা ধার

কত্তে আসবে? টাকার দরকার হলে তুমি তোমার গুরু হরেন্দ্রনারায়ণের কাছে যাবে, আমার কাছে আসবে কেন? আমি গরীব বলে ঠাট্টা কচ্ছ নাকি?

রামজীবন। সত্য সত্যই আমার টাকার প্রয়োজন আছে।

নশীরাম। তুমি জমীদার, তোমার টাকার অভাব কি? প্রজা আছে তাদের কাছে যাও না, অনায়াসে পাবে, ধার করবে কেন?

রামজীবন। তা হ'লে আসতেম না।

নশীরাম। টাকা নাই; তোমার প্রভুর খবর কি?

রামজীবন। নশীরাম! যথার্থই আমার টাকার দরকার, আমি আমার জমিদারি বন্ধক দিচ্ছি, আমায় টাকা দাও।

নশীরাম। টাকা আমার নাই। তোমার প্রভুর খবর বল?

রামজীবন। নশীরাম! আমায় রক্ষা কর।

নশীরাম। আমি দস্যু, আমার টাকা কোথা?

রামজীবন। সে শত্রুভাব আমার উপর কেন?

নশীরাম। ইনি কে?

রামজীবন। রাজা হরেন্দ্র নারায়ণের পুত্র।

নশীরাম। বটে বটে; তা তা উনি কেন?

রামজীবন। আমার সঙ্গে এসেছেন।

নশীরাম। ভাল ভাল; আমার বাড়ী পবিত্র হল। রাজপুত্র আমার ভগ্নগৃহের শোভা বৃদ্ধি করবেন, তা একদিন স্বপ্নেও আমার মনে হয় নাই।

সুকুমার। আমার সৌভাগ্য।

রামজীবন। নশীরাম! আমার উপর শত্রুতা কেন? আমি দায়ে পড়েছি, আমাকে রক্ষা কর।

নশীরাম। রক্ষা করবার উপায় নাই, নতুবা চেষ্টা কত্তেম। তোমার গুরু কোথায়?

রামজীবন। (সুকুমারের প্রতি জনান্তিকে) আমাকে কোন মতেই দেবে না, আপনি যা হয় করুন; আমি আর এখানে থাক্‌তে ইচ্ছা করি না, নশীরামের মুখ দর্শন কল্লেও পাপ আছে। বসুন, আমি চল্লেম।

নশীরাম। গুরুভক্তি উৎলে উঠছে না কি?

রামজীবন। না ভাই! টাকার দরকার, তুমি ত দিলে না, অন্যত্র চেষ্টা করিগে। (প্রস্থান।)

নশীরাম। আপনার নাম।

সুকুমার। সুকুমার রায়।

নশীরাম। এখানে কি প্রয়োজন?

সুকুমার। প্রয়োজন আপনার নিকট।

নশীরাম। বলুন কি প্রয়োজন?

সুকুমার। আমার কিছু অর্থের প্রয়োজন আছে, যদি কর্জ্জ দেন, বড়ই উপকৃত হই।

নশীরাম। আপনি একজন ধনাঢ্য জমীদার পুত্র, আপনার কর্জ্জ করবার প্রয়োজন?

সুকুমার। প্রয়োজন না থাক্‌লে আসি নাই।

নশীরাম। আমি দরিদ্র বলে বিদ্রূপ করেন নাকি?

সুকুমার। অপরিচিত লোকের সহিত বিদ্রূপ কেহ কোথাও করে কি? বিদ্রূপের অনেক লোক আছে।

নশীরাম। সত্যই যদি আপনার টাকার দরকার হয়ে থাকে, বলুন কত টাকার আপনার প্রয়োজন? (স্বগতঃ) এত দিনে বুঝি ভগবান আমার প্রতি মুখ তুলে চাইলেন। এতেই হরেন্দ্র নারায়ণের সর্ব্বনাশ করবো। তাহার স্ত্রীর কলঙ্ক রটাব।

সুকুমার। দশ হাজার টাকা।

নশীরাম। আপনি নিশ্চয়ই বিদ্রূপ কচ্চেন। হা হা—আমি বিদ্রূপেরও পাত্র হলেম।

সুকুমার। আমি আপনার সহিত বিদ্রূপ কচ্চিনি, কর্জ্জ করবার জন্য এই হ্যাণ্ডনোট লিখেছি।

নশীরাম। বটে বটে, তবে রামজীবনকে বিদায় দিয়েছেন বেশ করেছেন। রামজীবন দিতে পাল্লে না?

সুকুমার। তার সমস্ত টাকা জমীদারীতে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে।

নশীরাম। দশ হাজার টাকাই কি কাল প্রয়োজন?

সুকুমার। হাঁ।

নশীরাম। তাই ত, আমি যে সমস্ত দিতে পারবো এরূপ আমারও বিশ্বাস হয় না।

সুকুমার। বলেন কি? তাহলেই আমার সর্ব্বনাশ।

নশীরাম। আপনার সর্ব্বনাশ কিসে?

সুকুমার। কাল সমস্ত টাকা না পেলে, বোধ হয় আমার বেঁচে থাকা সংশয় হবে।

নশীরাম। (স্বগতঃ) আঃ আমার জীবনের ভার যেন কিঞ্চিৎ লাঘব হচ্চে। হরেন্দ্রনারায়ণ! ভগবান তোমার

সর্ব্বনাশের পথ আমায় পরিষ্কার করে দিচ্চেন। যাতে তোমার বুকের রক্ত দিন দিন শুকিয়ে যায়, তার উপায় করবো; যন্ত্রণা দিয়ে প্রাণে মারবো। (প্রকাশ্যে) সব টাকাটা আমি দিতে বোধ হয় পারবো না।

সুকুমার। নশীরাম! নশীরাম আমাকে রক্ষা কর; আমি বড় বিপন্ন।

নশীরাম। চেষ্টাত কচ্চি। এত টাকা একেবারে দেওয়া আমার সাধ্য নাই। তবে এক উপায় আছে।

সুকুমার। কি উপায় নশীরাম?

নশীরাম। উপায় এই; আমার নিজের এত টাকা নাই কিন্তু আমার সম্পূর্ণ ইচ্ছা আপনাকে সাহায্য করি। পরের টাকা দেওয়া কত গোল. বোধ হয় সহজেই বুঝতে পেরেছেন। তার হিসেব রাখ, তার সুদ, সুদের সুদ কত টাকা দেওয়া হ'ল জানান বড়ই গোল। আচ্ছা আপনি এক কাজ করুন না কেন, ঐ দামের একটা কিছু জিনিষ বাঁধা দিন না? কোন গোল থাকবে না; আমারও আপনার জন্যে তাদের কোন অনুরোধ কত্তে হ'বে না, টাকা দিয়েছি এই জিনিষ নাও। আপনারও কবুল ডিক্রি, আমারও তাই। আপনি তাই করুন, কোন গোল হ'বে না।

সুকুমার। আপনি কত টাকা দিতে পারেন?

নশীরাম। আমি নিজে জোর পাঁচ শ; কিন্তু পরের সুদী টাকা আমার কাছে অনেক আছে; নগদ দু লক্ষ হ'বে।

সুকুমার। সে টাকা দিবার কি কিছু বাধা আছে?

নশীরাম। না বাধা এমন কিছু নয়, তবে কি জানেন

পরের টাকা কর্জ্জ দিতে হ'লে কোন রকম একটা স্মরণের জন্য—

সুকুমার। বুঝেছি; তার জন্য আমি এই হ্যাণ্ডনোট দিতে স্বীকার আছি।

নশীরাম। কারবারি লোক মূর্খ, তারা হ্যাণ্ডনোট বড় বুঝে না, তারা টাকার সুদ চায়, আর টাকার পরিবর্ত্তে ঐ দামের একটা জিনিষ রাখতে বলে। আপনি বুদ্ধিমান লোক, পরের জিনিষ রাখা কি দায় তাত বুঝতে পারেন?

সুকুমার। নশীরাম! আমি কল্‌কেতায় পড়তে এসেছি, বাঁধা দেবার জিনিষ কোথায় পাব?

নশীরাম। পরের টাকা তবে কিরূপে দিতে পারি?

সুকুমার। নশীরাম! আমায় রক্ষা কর, এই হ্যাণ্ডনোট লও, যদি এতেও তোমার ধন পিপাসা চরিতার্থ না হয়, বল কি উপায়ে তোমার সে ইচ্ছা পূর্ণ হবে। আমি বড় বিপদগ্রস্থ হয়েছি, নশীরাম! আমায় রক্ষা কর।

নশীরাম। কোন গহনা বন্দক দিতে পারেন না? আপনি বালক, স্কুলে পড়েন, আমি আপনাকে বাড়ী বন্দক দিতে বলি না।

সুকুমার। গহনা আমি কোথায় পাব? বাবা লেখা পড়া শেখবার জন্য, কল্‌কেতায় পাঠিয়েদিয়েছেন—গহনা ত কিছু সঙ্গে দেন নাই, কেমন করে তোমাকে এনে দেব।

নশীরাম। আপনার ভাবনা কি? বাড়ীতে আপনার কত গহনা আছে; আপনাদের বাড়ী ত অধিক দূর নহে; ইচ্ছা করেন ত এখনই তার বন্দোবস্ত করে দি।

সুকুমার। পিতা মাতাকে জানাবার ইচ্ছা যদি আমার থাক্‌তো তাহলে তোমার নিকট আসতেম না। এখনও পিতার অনেক অর্থ আছে, যাহা দ্বারা আমার এই ঋণ পরি-শোধ হতে পারে, কিন্তু পিতার অজ্ঞাতে সকল কার্য্য শেষ করাই আমার উদ্দেশ্য।

নশীরাম। যদি তাহাই আপনার উদ্দেশ্য হয় তারও উপায় আছে।

সুকুমার। কি উপায়! কি উপায় নশীরাম?

নশীরাম। উপায় আপনার চেষ্টা।

সুকুমার। নশীরাম! আমায় স্পষ্ট করে বল; তোমার কথা শুনে আমার বুদ্ধির ক্রমে ব্যতিক্রম হচ্চে। আমার বোধ হচ্চে তুমি আমায় আশা দিয়ে নিরাশ করবে মাত্র। যদি তাহাই তোমার অভিপ্রায় হয় নশীরাম! তোমায় অনুনয় কচ্চি, আমায় ছেড়ে দাও, এখনও অর্থ সংগ্রহ করবার অন্য উপায় আছে।

নশীরাম। আপনি গহনা বন্ধক দিতে অস্বীকার আছেন?

সুকুমার। কোথা পাব, যাহা আমার ক্ষমতার অতীত, তা কেমন করে স্বীকার করবো? নশীরাম! বল, আমার আর কি উপায় আছে?

নশীরাম। তবে আপনি অন্যত্র চেষ্টা করুন আমার টাকা নাই।

সুকুমার। নশীরাম! নশীরাম! আমায় রক্ষা কর।

নশীরাম। রক্ষার উপায় থেকেও যদি আপনি আপনার

জীবন রক্ষা না করেন তবে আমার দোষ কি? আমারও ইচ্ছা আপনাকে সাহায্য করি।

সুকুমার। কি উপায় আছে বল, আমি তাতেই স্বীকার আছি।

নশীরাম। আমি গাড়ির বন্দোবস্ত করে দিচ্চি, আপনি সেই গাড়ি করে বাড়ী যান। বোধ হয় ৪ ঘণ্টায় পৌঁছে দিবে। (দেয়ালস্থ ছবির পশ্চাৎ হইতে একটি চাবির থোলো বাহির করিয়া) সেই খানে গিয়ে আপনাদের খিড়্‌কি দরজার দিকে যাবেন, এই চাবিটিতে আপনাদের দরজা খোলা যাবে, দরজা খুলে সিঁড়ি দিয়ে উঠে, এই চাবি দিয়ে আপনার মার ঘরের দরজা খুলবেন, তারপর যা যা কত্তে হয় আপনি করবেন; এই চাবি দিয়ে আল্‌মারি খোলা যায়; সেই আল্‌মারিতে আপনার মার হীরের হার আছে, যদি সেইটি আন্‌তে পারেন তা হলেই—

সুকুমার। নশীরাম আমাকে ছেড়ে দাও, আমি টাকা চাই না, আমি কখন চুরি কত্তে পারবো না। চুরি, চুরি আমি কর্ত্তে পারবো না।

নশীরাম। চুরি, চুরি কেন করবেন? বিবেচনা করে দেখলে একে চুরি করা বলে না।

সুকুরাম। না নশীরাম! একার্য্য আমার দ্বারা কখনই হবে না; বরং জীবন বিসর্জ্জন করবো তবু একার্য্যে আমি একপদও অগ্রসর হব না। নশীরাম! চুরি আমি পারবো না।

নশীরাম। আমারও টাকা নাই। যদি অন্য কেহ দিতে পারে চেষ্টা করুন। (স্বগত) বোধ হয় ঔষধ ধরেছে, এই

উপায়। (প্রকাশ্যে) এতে আপনার একটু কষ্ট হবে বটে কিন্তু কি করবো ; আমার নিজের টাকা হ'লে আপনাকে কখনই কষ্ট স্বীকার কত্তে বল্‌তেম না ; এ সব পরের টাকা, আমি তল্পিদার মাত্র ; তাঁরা যা বলেন, তাই আপনাকে বল্‌চি। যদি এতেও স্বীকার না করেন তবে আমার নিতান্ত দুরদৃষ্ট। ইচ্ছা ছিল আপনার উপকার করি, কিন্তু আমার এমনি অদৃষ্ট, তা হবে বলে বোধ হয় না।

সুকুমার। আমার অন্য উপায় নাই, তাই তোমার নিকট টাকার জন্য রাজা হরেন্দ্রনারায়ণের পুত্র—

নশীরাম। যখন এসেছেন তখন আমার ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করুন, টাকা নিন্।

সুকুমার। নশীরাম! এ ভিন্ন কি আর কোন উপায় নাই। না না আমি চুরি কর্ত্তে পারবো না। তুমি অন্য উপায় স্থির কর।

নশীরাম। আমার বুদ্ধিতেত আসে না ; আপনার যদি আসে বলুন, আমার ভাল বোধ হয় তাই করবো।

সুকুমার। আপাততঃ আমি তোমায় সমস্ত টাকার হ্যাণ্ডনোট দিচ্চি, যদি এতেও তোমার মহাজনেরা সন্তুষ্ট না হন, তুমি আমায় চুরি ছাড়া আর যা বল্‌বে তাতেই আমি স্বীকার আছি।

নশীরাম। ঘর থেকে পরের টাকা দিয়ে শেষ আমি ছুটোছুটি করি।

সুকুমার। আমার কথায় বিশ্বাস কর।

নশীরাম। টাকায় বাপ ছেলেকে বিশ্বাস করে না তা—

সুকুমার। তা না কত্তে পারে, কিন্তু এটা স্থির মনে করো যে, ভদ্রলোকের কথার মূল্য টাকার অপেক্ষা অধিক।

নশীরাম। তবে আপনি টাকা কর্জ্জ চাচ্চেন কেন? আপনার কথা দিন না, তা হ'লে আমার কোন পরামর্শই শুন্‌তে হ'বে না।

সুকুমার। নশীরাম! রাত্রি ক্রমে গভীর হয়ে আস্‌চে, আমার উপর আর কেন অত্যাচার কর?

নশীরাম। মহাশয়! আমায় আর অধিক বকাবেন না। যদি টাকার প্রয়োজন থাকে, আমার কথা মত কাজ করুন, নতুবা আমি টাকা দিতে পারব না।

সুকুমার। (স্বগতঃ) এখন কি করি আমার দেখ্‌চি উভয় সঙ্কট। একদিকে দাদার বংশমর্য্যাদা, পিতার নাম, নিজের সম্ভ্রম, আর একদিকে অতি ঘৃণিত কার্য্য—না না এতে আমি স্বীকার কত্তে পারি না। টাকার জন্য বাবার কাছে বল্‌বো, বাবা মারবেন—কি করবো, বাড়ী থেকে বার করে দেন—বেরিয়ে যাব, তবু চুরি করবো না। উঃ কি ভয়ানক! চুরি—না না পারবো না, কখনই পারবো না। কিন্তু টাকা না পেলেও ত আমার নিস্তার নাই। বাবা যে আর আমায় কি এ বিপদ হতে রক্ষা করবেন এরূপ আমার বোধ হয় না। তা হ'লেই আমার সর্ব্বনাশ, আমার বোধ হয় তা হ'লেই আমায় যাবজ্জীবন কারাবাস কত্তে হ'বে। এই জুয়া খেলার কথা বেরিয়ে পড়্‌বে, না না, টাকা আমার চাইই। নশীরাম, ভিন্ন যখন একদিনে একেবারে সমস্ত টাকা দিতে পারে এমন লোক নাই, তখন টাকা যেরূপে

প্যারি নিতে হবেই। যদি টাকার জন্য জেলে নিয়ে যায় তা হলে সকলেই জান্‌বে; তা হ'লে সত্য সত্যই আমাদের বংশমর্য্যাদা একেবারে নষ্ট হ'বে। তা করা কখনই হবে না। নশীরামের পরামর্শই উত্তম।

নশীরাম। বলি ভাব্‌চেন কি?

সুকুমার। নশীরাম! আমি চুরি কত্তে পরেবো না।

নশীরাম। আমারও টাকা নাই, তবে আপনি যান।
(গমনোদ্যত।)

সুকুমার। নশীরাম! যেও না, যেও না, আমায় রক্ষা কর। আমি তোমার পরামর্শ শুন্‌বো, আমি সেই রূপই কার্য্য করবো। কিন্তু নশীরাম! তোমায় মিনতি কচ্চি আমার সর্ব্বনাশ করো না। শত্রুতার পরাকাষ্ঠা দেখিও না।

নশীরাম। তবে এই চাবিগুলি নিয়ে যা বল্লেম, তাই করুনগে। রামলোচন! রামলোচন!

নেপথ্যে। আজ্ঞে যাই।

নশীরাম। সব ঠিক আছে?

রামলোচন। আমি আপনার হাতেগড়া পুতুল; এক-দিন যা বলেদিয়েছেন তা কি আর ভুলব। কোথায় যেতে হবে?

নশীরাম। বুঝতে পাচ্চ না, যার জন্য প্রায়ই তোমাকে বলি তার বাড়ী।

রামলোচন। যে আজ্ঞে।

নশীরাম। আপনার গাড়ি প্রস্তুত; যেখানে যেতে হবে

গাড়িওয়ালা আপনাকে সেই খানে নিয়ে যাবে। কথা কহিলে পাছে আপনার গলার আওয়াজ শুনে কেহ চিন্‌তে পারে সেই জন্য সব বন্দোবস্ত পাকা করে দিয়েচি।

সুকুমার। নশীরাম! আমি নিতান্ত অনিচ্ছায় যাচ্চি, কিন্তু যাবার পূর্ব্বে তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি তার প্রকৃত উত্তর দেবে?

নশীরাম। সে কি, উত্তর দেব বৈকি?

সুকুমার। আমাদের এত সন্ধান কোথায় পেলে?

নশীরাম। (হাস্য করিয়া) আমি যে ভোজবিদ্যা শিখেছিলুম।

চাবি লইয়া সুকুমারের প্রস্থান।

এতদিনে বোধ হয় আমার আশা পূর্ণ হ'ল। হরেন্দ্র নারায়ণ! দেখ্‌ব, দেখ্‌ব তোমার অহংকার আর কত দিন থাকে? যে উপায় করেছি, এর দ্বারা তোমার ধন মান সমস্ত নষ্ট করবো; এরই দ্বারা তোমাকে চিরকালের জন্য অসুখী করবো। রামলোচন!

নেপথ্যে। আজ্ঞে।

রামলোচনের প্রবেশ।

নশীরাম। বাবু কোন দিকে গেল?

রামলোচন। ঠিক জালে পড়েছে।

নশীরাম। আমাকেও যেতে হ'বে।

রামলোচন। সেই খানে না কি?

নশীরাম। বলি মজাটা দেখ্‌তে হবে না!

রামলোচন। সব ঠিক আছে।

নশীরাম। তুমিও যাবে?

রামলোচন। আপনার যেরূপ ইচ্ছা।

নশীরাম। তবে চল।

উভয়ের প্রস্থান।

দ্বতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

হরেন্দ্রনারায়ণের উদ্যান বাটী।

হরেন্দ্রনারায়ণ ও রমণীমোহন।

হরেন্দ্র। আমার মতে সত্যের জন্য জীবন বিসর্জ্জন বা যাতে দেশের উপকার হয়, ধর্ম্মের উন্নতি হয়, দরিদ্রের দুঃখ দূর হয়, তার চেষ্টা করা উচিত। যদি নশীরামের জন্য আমার সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট কত্তে হয়, তাতেও আমি প্রস্তুত আছি। সতীর সতীত্ব নাশ অপেক্ষা মহাপাপ বোধ হয় জগতে আর নাই। নশীরাম চোর, দস্যু, সতীর সতীত্ব নাশকারী, তাই নশীরাম আমার শত্রু। যে দিন সেই হতভাগ্য বামার উপর অত্যাচার করেছিল, সে দিন পুলীশের সাহায্য না পেলে কোন রকমে কৃতকার্য্য হ'তেম না।

রমণী। সহায় ভিন্ন দুষ্টকে শাসন করা দুরূহ। আপনি এখনকার জমীদার, মাজিষ্ট্রেট, ধনবান ব্যক্তি, দেশের রাজা, তাই আপনি তাকে সে সময়ে শাসন কত্তে সক্ষম হয়েছিলেন।

হরেন্দ্র। আমার ইচ্ছা তাকে দেশ থেকে তাড়ান।

রমণী। তা ত এক প্রকার হয়েছে।

হরেন্দ্র। এখনও হয় নাই ; ভিটে আছে তাও উঠাব।

রমণী। সেত আপনি সহজেই পারেন। আপনার জমীদারীতেই ত তার বাস।

হরেন্দ্র। সত্য ; কিন্তু তুমি তাকে তাড়ান যত সহজ বিবেচনা কর, আমি তা করি না।

রমণী। কেন ?

হরেন্দ্র। যদি তোমার গৃহে কালসর্প বাস করে, তাকে কি সহজে তাড়াতে পার ?

রমণী। না ; তার উপায় স্থির কত্তে হয়।

হরেন্দ্র। নশীরাম তার অপেক্ষা ভয়ানক, তাতে আবার বিলক্ষণ বুদ্ধিমান ; তাকে সহজে ভিটে ত্যাগ করান বিশেষ বুদ্ধির কার্য্য।

রমণী। আপনি নশীরামকে বুদ্ধিমান বলেন ?

হরেন্দ্র। নশীরাম আমার শত্রু, দেশের শত্রু, রমণী-জাতীর শত্রু, এই জন্যই আমি তাকে ঘৃণা করি, কিন্তু আমি তার মত বুদ্ধিমান লোক এদেশে আর দ্বিতীয় দেখি নাই ; যদি সৎকার্য্যের জন্য নশীরাম তার বুদ্ধির পরিচালনা কত্তো, তা হ'লে তার দ্বারা দেশের কত উপকার হত তা বলা যায় না। তুমি আজও বোধ হয় নশীরামকে চিন্‌তে পার নাই।

রমণী। যে হতভাগা ! কেবল আপনার জীবনটা ঐ রূপেই কাটালে, তার আবার বুদ্ধি কি ?

হরেন্দ্র। তুমি লোক চিন্তে পার নাই, তাই এ কথা বল্লে।

রমণী। হা হা ! চোরকে বেশ চিন্তে পেরেছি।

হরেন্দ্র। সৎকার্য্য অপেক্ষা অসৎকার্য্যে অনেক বুদ্ধির দরকার—তা জান। বিশেষতঃ নশীরামের কাজ ভাল করে ভেবে দেখ্‌লে, তার বুদ্ধি কত বুঝতে পারা যায়।

রমণী। কাজ ত জুয়াচুরি, সতীর সতীত্ব নষ্ট, ধর্ম্মের বিদ্বেষ করা।

হরেন্দ্র। তুমি যতগুলি কাজের নাম কল্লে, সকল গুলি-তেই বুদ্ধির বিশেষ দরকার।

রমণী। কেমন করে?

হরেন্দ্র। সে যার কাছে জুয়াচুরি করেছে, তাদের মধ্যে কেউই তার উপর অসন্তুষ্ট হয় নি। তুমি বুঝিয়ে দাও তবু বুঝবে না, তবু বল্‌বে নশীরাম তার ভাল করেছে, কাজ দেখে তবে বুঝতে পারে; এ রকম রোজ একটা না একটা হচ্চেই, কিন্তু তবুও লোকের বিশ্বাস যায় না।

রমণী। আপনাকে আমরা মান্য করি, আপনার মুখে নশীরামের সুখ্যাতি শুন্‌লে বড় দুঃখিত হই।

হরেন্দ্র। কেন?

রমণী। আপনার যে প্রধান শত্রু, যে আপনার সর্ব্ব-নাশের জন্য নানা রকম চেষ্টা কচ্চে, আপনার মুখে তার সুখ্যাতি শুন্‌লে বড় কষ্ট হয়।

হরেন্দ্র। দেখ রমণীমোহন! নশীরাম আমার শত্রু বটে, কিন্তু তাই বলে যে তার গুণের সুখ্যাতি করবো না, তা কখনই হতে পারে না; যা সত্য—তা তোমার কাছেও সত্য, আমাদের কাছেও সত্য। যা সুখ্যাতির জিনিষ তা বল্‌বো, শত্রুও জানি না, মিত্রও জানি না।

ভৃত্যের প্রবেশ।

ভৃত্য। আপনাকে একবার বাড়ীর ভিতর যেতে হবে।

হরেন্দ্র। কেন?

ভৃত্য। চাকুরাণী এসে বল্লে।

হরেন্দ্র। আচ্ছা।

(ভৃত্যের প্রস্থান।)

রমণী। নশীরামকে দেশ থেকে দূর করে দেবার চেষ্টা করুন; এতে আপনার পুণ্য হবে দেশের একটা পাপ দূর হবে।

হরেন্দ্র। আমি সকলি জানি, কিন্তু নশীরামের কত অর্থ-বল তা জান?

রমণী। তবু সে একা, আমরা সকলে।

হরেন্দ্র। শত্রু যতই কেন হীনবল হ'ক না, যতক্ষণ না তাকে—

রমণী। সেটা আপনার ভ্রম। আমার বোধ হয় নশীরামকে আপনই শাসন কত্তে পারেন।

হরেন্দ্র। নশীরাম কুবের অপেক্ষা বড়। টাকায় লোকের ক্ষমতা বাড়ে, বুদ্ধি বাড়ে—তা জান। টাকায় জগতে কিনা হয়? টাকায় মান পাওয়া যায়, টাকায় মানুষ বশ হয়।

রমণী। টাকায় মানুষ বশ হয় না, পশু বশ হয় বটে।

হরেন্দ্র। তাহাই স্বীকার কল্লেম, কিন্তু শত্রু অপেক্ষা নিজের বুদ্ধি অধিক না হলে শত্রুকে পরাজয় করা বড় কঠিন্। সংসারে পশুই শত্রু।

রমণী। নশীরাম যখন আমাদের উপর অত্যাচার আরম্ভ

করেছিল, মনে করেছিলাম তাকে একেবারে প্রাণে মারবো, কিন্তু বাবার ও মা'র অনুরোধে তখন পারি নি, কিন্তু এখন আর সে অনুরোধ নাই, এবার আর তার নিস্তার নাই, আমি তাকে কোন রকমে প্রাণে মারবো।

হরেন্দ্র। ছি! ছি! রমণীমোহন! তুমি বালক; দুই দিনের শত্রুতার জন্য একটা লোককে প্রাণে মারবে; কি ভয়ানক কথা! ও ইচ্ছা ত্যাগ কর, আমার পরামর্শ শুন, শত্রুকে অন্য উপায়ে দমন কর; তাকে মিত্র করিবার চেষ্টা কর।

রমণী। আপনি কি তার পায়ে ধর্‌তে বলেন?

হরেন্দ্র। না, আমি তা বলি না; আমি তার উপকার কত্তে বলি।

রমণী। তা রমণীমোহন হ'তে হবে না।

বেগে একজন স্ত্রীলোকের প্রবেশ।

স্ত্রী। বাবা আমাকে রক্ষা কর, আমাকে রক্ষা কর।

রমণী। কেন, তোমার কি হয়েছে?

স্ত্রী। নশীরাম আমার সর্ব্বস্ব চুরি করে, আমার কামিনীকে নিয়ে কোথায় পালিয়ে গিয়েছে। বাবা! তোমার পায়ে ধরি, আমার মেয়েকে এনে দাও, না হয় তোমারা আমার গলায় পা দিয়ে মেরে ফেল। (ক্রন্দন)

হরেন্দ্র। তোমার কোন ভয় নাই, আমি তোমার মেয়েকে এনে দেব। নশীরাম কোথায় তা জান?

স্ত্রী। বাবা! তা জান্‌লে কি, আমি তাকে ছেড়ে

আসি ; আমার সর্ব্বস্ব নিক্ তাতে আমার দুঃখ নাই। কামিনীকে পেলে ভিক্ষে করে খাব। আমি গহনা চাই না, আমার কামিনীকে দাও। কামিনী আমার হৃদের মেয়ে, আহা বাছাকে আমার কোথায় নিয়ে গেল ?

রমণী। কি অত্যাচার! চল আমি তাকে ধরবো, সে যেথায় থাকুক, তার সন্ধান আমি করবো।

হরেন্দ্র। চল আমিও লোকজনের বন্দোবস্ত করে দিইগে।

সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

হরেন্দ্র নারায়ণের বাটীর অপর পার্শ্ব।

নশীরাম ও রামলোচন।

নশীরাম। রামলোচন! চুপ কর, এখনও আমাদের আশা পূর্ণ হয় নি। যতক্ষণ না সেই হার পাই, ততক্ষণ আমার প্রাণের জ্বালা যাচ্চে না। তুমি সুকুমারকে চাবি খুলে ঢুক্‌তে দেখেছ ?

রামলোচন। আজ্ঞা হাঁ দেখেছি।

নশীরাম। সে কতক্ষণ হবে ?

রামলোচন। প্রায় এক ঘণ্টা।

নশীরাম। এত বিলম্ব হচ্চে কেন ?

রামলোচন। সেই জন্য আমারও সন্দেহ হ'চ্চে।

নশীরাম। তাইত।

রামলোচন। বলেন ত সেদিনকার মত আমিই না হয় বাড়ীর ভেতর যাই; দরজাতো খোলা আছে।

নশীরাম। আরে না না। তুমি পাগল হয়েছ নাকি?

রামলোচন। তবে কি রকম করা যায় বলুন দেকি?

নশীরাম। রামলোচন! যখন এত বিলম্ব হচ্চে, তখন আর আমাদের এখানে থাকা উচিত নয়। চল আমরা একটা গাছের আড়ালে থেকে দেখি।

রামলোচন। চলুন তাই করা যাকৃ।

উভয়ের প্রস্থান।

সুকুমারের প্রবেশ।

সুকুমার। ভগবান আমায় রক্ষা কর; আমি চোর, আমাকে চোরের শাস্তি দাও। না না আমার শাস্তি জগতে নাই। (মূর্চ্ছা)।

নশীরাম ও রামলোচনের প্রবেশ।

রামলোচন। এ কি! হরেন্দ্রনারায়ণের পুত্র মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছে।

নশীরাম। চুপ কর; কোন চিন্তা নাই। সুকুমার বালক, তাই এই পরীক্ষা সহ্য কত্তে পারে নাই; এখনই আরাম হ'বে।

রামলোচন। প্রভু প্রভু!

নশীরাম। না না সেবার কিছু প্রয়োজন নাই।

রামলোচন। আমি ভাল বুঝছি নি। বলেন ত একটু জল আনি।

নশীরাম। কোন দরকার নাই ; মুখে জল দিয়ে লোক বাঁচিও না। তবে তোমার ইচ্ছা হয়ে থাকে আন।

রামলোচনের প্রস্থান।

সুকুমার, হরেন্দ্রনারায়ণের পুত্র, উঠ।

সুকুমার। তুমি যেই হও, আমাকে মেরে ফেল, আমি চোর আমাকে মেরে ফেল।

নশীরাম। তুমি বালক, তাই আত্মহত্যার চেষ্টা কচ্চ। তোমার যাহাই হউক, আগে আপনার জীবন রক্ষা কর।

সুকুমার। চোরের আবার জীবন, চোরের আবার প্রাণ, এ প্রাণে কি হবে, তুচ্ছ প্রাণ গেলই বা, তার জন্য আর মমতা কি, তার জন্য চেষ্টাই বা কেন ?

নশীরাম। ছি ! ছি ! তুমি বালক তোমার প্রাণ অপেক্ষা বড় আর কি আছে ?

সুকুমার। এক দিন প্রাণ যখন যাবেই, তখন তারই জন্য আবার চেষ্টা কেন—তার জন্য এ মহাপাতক কেন ? যখন মত্তেই হবে, তখন এ কলঙ্ক ভার আর কেন, আর এ বোঝা বইব কেন ? যাক্ প্রাণ যাক্।

নশীরাম। ছি! ছি! ও ইচ্ছা ত্যাগ কর। প্রাণ রক্ষা কর।

সুকুমার। পাপের বোঝা বইতে বলছ তুমি কে ? ও নশীরাম, নশীরাম ! তুমি এখানে কেন ? আমায় ত্যাগ কর, আমাকে ছুঁয়ো না, আর তুমি আমার সন্মুখে এস না ; আমি তোমারই পরামর্শে এই ভয়ানক কাজ করেছি। আমার মান সম্ভ্রম, বংশের কীর্ত্তি, আপনার জীবন সমস্ত ভাসিয়ে দিয়েছি। আমি চোর। নশীরাম ! আমি দুই মুহূর্ত্ত আগে

তোমার সঙ্গে আলাপ কত্তেও ঘৃণা বোধ কত্তেম ; কিন্তু নশীরাম! তোমার পরামর্শে আজ তোমাতে ও আমাতে আর প্রভেদ নাই। তুমি দস্যু, আমি চোর, আমি বিশ্বাস-ঘাতক, আমি ইতর, আমি ইতর অপেক্ষাও নীচ ; অতি নীচ ; আমি নিজের জন্য বাপ মার গহনা চুরি করেছি ; ছেলে হয়ে বাপের নাম ডুবিয়েছি।

নশীরাম। সুকুমার! তুমি বালক, বালকের ন্যায় গোল করে কেন আপনার কার্য্য নষ্ট কত্তে ইচ্ছা কচ্চ? আপনার প্রাণ রক্ষা কর, নিজের বংশ মর্য্যাদা রক্ষা কত্তে যে কাজ করেছ, তার জন্য আর দুঃখ কি?

সুকুমার। দুঃখ অনেক ; দুঃখ—আজ আমি হরেন্দ্র-নারায়ণের পুত্র নহি, আজ আমি বিশ্বাসঘাতক, দুঃখ আমি বাপের মান সম্ভ্রম হারালেম, আমি সমাজের কাছে বংশের মুখ হেট কল্লাম, আমার প্রাণে যে আগুণ জলবে তা সহজে নিব্‌বে না, চিরদিন—চিরদিন পুড়ে মরবো।

নশীরাম। তোমার নিজের বস্তু প্রকাশ্যে আমার হাতে না দিয়ে লুকিয়ে দিচ্চ, তার জন্যে এত কেন? সুকুমার! বুকবাঁধ, তুমি বালক, এখন হতেই যদি সামান্য কাজে এক চঞ্চল হও তা হ'লে।—

সুকুমার। কি নশীরাম! চুরি সামান্য কাজ ; যদি চুরি সামান্য কাজ হয়, তবে জগতে ভয়ানক কাজ আর কি আছে? এর অপেক্ষা মরণ ভাল।

নশীরাম। মলেই ত সব ফুরাল, তা হ'লে জীবন ধারণের উদ্দেশ্য সাধন হ'ল কৈ?

সুকুমার। চোরের আবার জীবন কি? এ বোঝা যত দিন বইব ততদিনই দুঃখ, ততদিনই কষ্ট। নশীরাম! আজ তুমি পুণ্যের বোঝা পাপে পূর্ণ কল্লে। যখন লোকে আমাকে সাধু বলে মনে ভাববে, তখন আমার প্রাণ কি পর্য্যন্ত ব্যাকুল হবে? যখন লোকে আমাকে সচ্চরিত্রের আদর্শ বলে পরিচয় দেবে, তখন তাদের কাছে কেমন করে মুখ দেখাব? আর না, নশীরাম আমায় ছেড়ে দাও, আমি তোমার এমন কি শত্রুতা করেছি যে তুমি আমার উপর এই ভয়ানক অত্যাচার কল্লে; আমার অমূল্যরত্ন কেড়েনিলে?

জল লইয়া রামলোচনের প্রবেশ।

নশীরাম। সুকুমার! হরেন্দ্রনারায়ণের পুত্র! আমার কথা শুন।

সুকুমার। কে হরেন্দ্রনারায়ণের পুত্র, আমি নহি, চোর—হরেন্দ্রনারায়ণের পুত্র নহে। নশীরাম, তোমার কথা কি শুনবো, আরও কি শোনবার কথা আছে; না না, যা ছিল তা গেছে, সব গেছে; আমি এখন দীন, অতি দীন, অতি হেয়। নশীরাম! তোমার টাকা তুমি রেখে দাও, আর আমি তোমার একটি কথাও শুনতে ইচ্ছা করি না।

নশীরাম। ভাল সে পশ্চাৎ বিবেচনা করবো, এখন তোমার মন খারাপ হয়েছে, শরীরের অবস্থাও মন্দ, একটু জল খাও।

সুকুমার। জল, তোমার প্রদত্ত জল; তোমার ছায়া ছুঁতেও ইচ্ছা নাই; যদি তৃষ্ণায় প্রাণ যায়, যদি তার জন্য

বড় কষ্ট পাই, তবুও তোমার হাত হতে কিছু নিতে চাই না। তোমার জন্য আমার অমূল্য রত্ন গেছে, এ জীবন দিলেও আর পাব না। আমি রত্ন হারিয়েচি—আমি চোর।

নশীরাম। ছি! ছি! তুমি আত্মহত্যায় প্রবৃত্ত হচ্চ? দেখ আত্মহত্যা অপেক্ষাও পাপ বোধ হয় জগতে নাই; তুমি যাকে পাপ বলে মনে কচ্চ সে পাপ আত্মহত্যা অপেক্ষা অতি লঘু, অতি সামান্য। তাই বলি লঘু পাপে গুরুদণ্ড কি উচিত?

সুকুমার। নশীরাম! অনেক হয়েছে, তোমার যত্ন অনেক পেয়েছি, আর তোমার যত্ন চাই না, আর তোমার মমতার আশা করি না। তুমি যাও, এ স্থান ত্যাগ করে যাও; এ পূণ্যের স্থানে পাপ কেন; দূর হও দূর হও।

নশীরাম। তা ত যাবই, কিন্তু তোমাকে সুস্থ না দেখে্ত কোথাও যেতে পারি না। আমরা যার সঙ্গে বন্ধুত্ব করি, তাকে কষ্টে ফেলে কোন মতেই যেতে পারি না; তাড়িয়ে দিলেও যেতে পারি না।

রামলোচন। বাবু! আপনি একটু স্থির হউন, আপনার শরীরের অবস্থা বড় মন্দ, এরূপ অবস্থায় আমরা আপনার বন্ধু হয়ে কিরূপে ছেড়ে যাই।

সুকুমার। আমি সুনাম রক্ষার জন্য তোমার পরামর্শে গুরুপাপ করেছি। দেখ নশীরাম! চুরি অপেক্ষা গুরুপাপ আর নাই। আমি নির্ব্বোধ, তাই তোমার প্রলোভনে ভুলে ভয়ানক কার্য্য করেছি।

নশীরাম। যদি তাই হয়ে থাকে, তার আর উপায় নাই।

সুকুমার। উপায় নাই কেন? খুব আছে; আমি বাবার পায়ে ধরে আমার এই মহাপাপের কথা বল্‌ব।

রামলোচন। আগে জীবন রক্ষা করা আবশ্যক।

সুকুমার। কিছু মাত্র নয়; এ বোঝা যত শীঘ্র নাবে ততই ভাল।

নশীরাম। তবে আমরা চল্লেম; তুমি বিপদে পড়েছ দেখে, পাছে তোমার প্রাণের হানি হয় তাই ছুটে এলাম, না আমরাই বিপদের কারণ হলেম। চল রামলোচন, আমরা যাই। চুরি ত উনি করেইছেন; আমরাও তা দেখেছি, লুকান কথা নয়, দরকার হয় প্রকাশ করবো। দেখি উনি টাকা কোথায় পান?

সুকুমার। (স্বগতঃ) তাইত; যে বংশমর্য্যাদা রক্ষার জন্য, আপনার জীবন রক্ষার জন্য, এই ভয়ানক পাপ কল্লেম, সেই কাজই যদি না হ'ল, তা হ'লে কেন এ পাপে পা দিলুম। টাকা না পেলেও ত আমার রক্ষা নাই; তা হ'লে ত আমার আরোও সর্ব্বনাশ হবে। সকলকে লুকতে পারবো, কিন্তু সময়ের মুখ কখন ঢাক্‌তে পারবো না। এক দিন না এক দিন আমার এই পাপ কথা প্রকাশ হবেই হবে, তবে আপনার কাজ কেন হারাই। আর বিশেষ জেলের ভয়; ঐ ভয় আমার সকল ভয় অপেক্ষা বড়। (প্রকাশ্যে) নশীরাম, যেও না, আমি তোমারই কথামত কাজ কত্তে প্রস্তুত আছি; বল আর কি কত্তে হবে? আমি বংশের কুলাঙ্গার; আমার দ্বারা এখন সকল কার্য্যই হতে পারে।

নশীরাম। সুকুমার, কিসের এত ভাবনা, জন্মে অবধি

ত ভাবচ, এত দিন ভেবে কি কল্লে? তোমার মতম আমিও অনেক ভেবেছি, অনেক দেখেছি কিছুতে কিছু কত্তেও পারি নাই; শেষ এই ঠিক করেছি—সময়ের স্রোতে ভাস্‌বো, যে দিকে নিয়ে যায় সেই দিকে যাব, কোন রকম ভাব্বনা কেবল ভেসে যাব। আমার কথা শোন—যদি আপনার মান ও জীবন রক্ষা কত্তে চাও, আমার সঙ্গে চল। আর দেরি করো না, এখানে অনেকক্ষণ থাক্‌লে তোমার বাবা জান্‌তে পারবে, তোমার আর সকলে জান্‌তে পারবে।

সুকুমার। ভাস্‌তে ত আরম্ভ করেছি, কিন্তু ভেসে এই হ'ল, যে আমি একজন চোর হয়ে দাঁড়ালাম। চল এখানে আর থাক্‌বো না।

রামলোচন। আপনার কাজ হয়েছেত?

সুকুমার। তোমাকে অনুরোধ কচ্চি, ও পাপ কথা আর আমায় মনে করে দিও না।

নশীরাম। তবে চলুন।

সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বৈঠকখানা।

নশীরাম, রামলোচন, ও সুকুমার।

নশীরাম। আমি ত আগেই বলেছি যে, জিনিষ বন্ধক না রাখ্‌লে টাকা পাবার কোন সুযোগ নাই; আর বিশেষ টাকা আমার নয়।

রামলোচন। টাকাত মজুত আছে, বাবু মনে কল্লে এখনই দিতে পারেন, তবে বুঝেছেন—

সুকুমার। ও কথার আর দরকার নাই। আমার মন অত্যন্ত অস্থির হয়েছে যদি টাকার জন্য কোন জিনিষ বন্ধক রাখার আবশ্যক হয় এই নিন,(হার প্রদান ও তৎসঙ্গে হ্যাণ্ড-নোট অঙ্গবস্ত্র হইতে পতন)।

নশীরাম। (হার লইয়া) দেখ রামলোচন, সুকুমার বাবুর বড়ই মনকষ্ট হয়েচে; একটু আমোদ প্রমোদ করবার চেষ্টা কর।

রামলোচন। যে আজ্ঞে।

প্রস্থান।

সুকুমার। টাকা দিন, আমি এখনই কল্‌কেতায় যাব।

নশীরাম। টাকা মনে করুন আপনার কাছেই আছে, তার জন্য চিন্তা কি? ওটা কি জানেন, আপনার কাছে থাকৃলেও যা, আর আমার কাছে থাকৃলেও তা।

সুকুমার। আমি আজিই কল্‌কেতায় যাব।

নশীরাম। সেই জন্যই আমি দিচ্ছিনি; আপনি সুস্থ হউন। তার পর যা হয় বিবেচনা করা যাবে।

রামলোচনের সহিত নর্ত্তকীদ্বয়ের প্রবেশ।

এসেছ; ভাল ভাল। তোমরা বাবুকে দুটো খুসি করে দাও দিকি, বাবুই তোমাদের বেশ দু পয়সা দেবেন।

১ম ন। (জনান্তিকে)। ওলো ও কুসি! বেটা কি বলে লো, ও যে এখন বলে বাবু দেবে! দালাল বেটাও এখন চুপ করে রইল, বাড়ীতে এক রকম কথা বলে আন্‌লে, এখানে যে বাবু দেখায়।

২য় ন। তোর যেমন কেত্তন, তুই ভেড়ুয়া বেটার কথায় বিশ্বাস করে আমাকেও মজালি।

রামলোচন। বিবিজান! একটা তান উড়িয়ে দাও।

১ম ন। তান ত উড়াব, এখন টাকা দেবে কে?

রামলোচন। টাকার জন্য ভাবনা কি?

২য় ন। আমাদের যে টাকার জন্যই ভাবনা, না হ'লে তোর মত লোকের কথায় কি আসি?

রামলোচন। টাকা আমার বাবু দেবে।

১ম ন। তোর ত সবই বাবু, এ দেবের কর্ম্ম নয়; টাকা নিয়ে আয়, তবে আমরা তান উড়িয়ে দেব।

নশীরাম। টাকার ভাবনা কি? টাকা আমি দেব।

২য় ন। টাকা না নিয়ে কিছু হচ্চে না।

রামলোচন। দুটো গাইবে তার আর ভাবনা কি? তোমা-দের টাকা ত আছেই।

২য় ন। আমরা তা পারব না। আমরা চল্লুম ; গাড়ী এনে দে।

সুকুমার। লোককে কেন কষ্ট দেন, টাকা দিতে ইচ্ছা করেন দিন, না ইচ্ছা করেন বলে দিন।

১ম ন। দেখ ত বাবু! আমরা মজ্‌রো কত্তে এসেছি, আমাদের সঙ্গে গোলমাল কেন?

সুকুমার। তোমরা গাও, টাকা পাবে।

১য় ন। আপনি বল্লেই হল ; ওদের বিশ্বাস হয় না।

নশীরাম। তোরা গান গানা টাকা পাবি।

গীত।

নর্ত্তকীদ্বয়।

পায়ে ধরি বধুয়া দে এনেদে চাঁদের হাসি,
আঁচল ভরে, রাখবো ধরে,
তার, মন-ভোলান কিরণ রাশি।
করে যতন, পরবো রতন,
চাঁদের পাগল করা তরল হাসি।
সোহাগ ভরে, জ্যোছনা ধরে,
উঠবো সুখে পিইব সুধা রাশি।
মনের সুখে, জ্যোছনা মেখে
সোহাগ ভরে, বধুঁর সাথে, যাবো ভাসি!

নশীরাম। বা বা বা বিবিজান! আর একটী গাও।

গীত।

নর্ত্তকীদ্বয়। তারে দেখব বলে এলাম হেতায়
জীবন-ধন সে জীবন কোথায়!
আসি বলে চলে গেল,
আশা সকলি ফুরাইল,
তবু নাথ নাই এল তুষিতে আমায়।

নশীরাম। কেমন সুন্দর গলা সুকুমার বাবু!

সুকুমার। নশীরাম! আমার টাকা?

নশীরাম। (জনান্তিকে রামলোচনের প্রতি) কাগজটা ভাল করে রাখ। চলুন।

উভয়ের প্রস্থান।

রামলোচন। বা বা বিবিজান!

১ম ন। (জনান্তিকে) আর কেন, চুপ কর না; এর কাছে আর কেন গলা ফাটাস্।

রামলোচন। ছি ছি বিবিজান! তুমি বড় বদরসিক, প্রাণে একটু ফুরতি না আস্তে আস্তেই একেবারে বন্ধ করে আমাকে মেরে ফেল্লে?

১ম ন। তোর কাছে আর গলা ফাটাতে পারি না।

রামলোচন। কেন জান! আমি কি মানুষ নয়?

১য় ন। তুই আবার মানুষ! যার নিজের ক্ষমতা নাই, পরের দোহাই দিয়ে চলে, সে কি আবার মানুষ?

রামলোচন। কেন বিবি! শুনেছি চাঁদের কোন ক্ষমতা

নাই, চাঁদ পরের নিয়েই বড়, তবে তাকে লোকে আর করে কেন ?

২য় ন। তুই খোষামুদে, তোর আবার মান ?

রামলোচন। ছি বাবা ! এটা বুঝ না, আমরা না থাক্‌লে বড়লোককে বড়লোক বলে কে ? এখন একটা গাও।

১ম ন। তোর আর ন্যাকৃরা করে কাজ নাই, যাদের কাছে এলুম তারা চলে গেল, ওকে নিয়ে আমোদ কর।

রামলোচন। বিবি ! এটা বুঝলে না, বাহনকে আগে ঠাণ্ডা কত্তে হয়, তবে দেবতা ঠাণ্ডা হবে, বনেদ পাকা হলে সবই পাকা হবে।

২য় ন। একটা গা।

গীত।

নর্ত্তকীদ্বয়।

ছেড়ে দে সোনার পাখি,
একবার তারে দেখে আসি ;
দেখি সে আমার তরে, কত সে বিষাদ ভরে,
ঢাকিয়ে রেখেছে তার ফুল্ল ফুল মুখশশী।
দুরে থেকে দেখব তারে,
আমার ত্বরে কেমন করে ;
সোনামুখে আর কি ভাসে
আমার সুখের হাসিখুসি।

নশীরামের প্রবেশ।

নশীরাম। রামলোচন, টাকা ত সমস্তই দিতে হ'ল, ওতেত কিছুই সুবিধা হ'ল না। কাগজটাতে বোধ হয় উপকার হবে। ওদের বিদায় দাও।

রামলোচন। এস গো মা লক্ষী রা।

রামলোচন ও নর্ত্তকীদ্বয়ের প্রস্থান।

নশীরাম। দেখ্‌বো, দেখ্‌বো হরেন্দ্রনারায়ণের দর্প আর কতদিন থাকে? এই বার তার মনের সমস্ত সুখ নষ্ট করবো, তাকে পুড়িয়ে পুড়িয়ে মারবো। যাই আজিই সে কথা প্রচার করে দিইগে।

প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

বিভার শয়ন ঘরের সম্মুখ।

বিভা ও লীলা।

লীলা। বিভা, তুমি এখনও বসে আছ, যাও খাও দাও গে, তোমাকে এরকম বসে থাক্‌তে দেখ্‌লে মা রাগ করবেন। (স্বগতঃ) আহা! বিভাই যথার্থ সুখী, যার স্বামীর উপর এত ভক্তি এত ভালবাসা পরমেশ্বর তার অবশ্য ভাল করবেন। (প্রকাশ্যে) আর শুনেছ আজ চিঠি এসেছে;

সে পত্রে লিখেছেন, কালেজ বন্ধ হবার দুদিন পরেই সুকুমারকে সঙ্গে করে বাড়ী আস্‌বেন; যাও দিদি, এখন খাওগে।

বিভা। কালেজ কবে বন্ধ হবে?

লীলা। শুনেছি আর চারদিন বাকি আছে; এই সোম-বার তাঁরা দুই ভাইয়ে এখানে আসবেন, ঠাকুরপো এসে তোমায় খুব আদর করবেন। আমি শিখিয়ে দেব।

বিভা। (স্বগতঃ) এখনও চারদিন; তিনমাস তাঁকে দেখিনি, কিন্তু আমার বোধ হচ্চে যেন কতদিন তাঁর সেবা করিনি।

লীলা। বিভা, কি ভাব্‌চ? তোমার যদি চারদিনও দেরি না সয় আমি না হয় একখানা চিঠি লিখে আজই পাঠিয়ে দি, তাতে লিখে দি যে কালেজ বন্ধ হবার আগেই যেন ঠাকুরপোকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

বিভা। না দিদি, তোমার পায়ে পড়ি তুমি কোন কথা লিখ না; আমি এমন ইচ্ছা করি না যে তিনি আমার জন্য কাজ ক্ষতি করে আসেন।

লীলা। বিভার চোকের জলের কাছে কাজ বড় না? আমার বিভা যাতে সুখে থাকে, বিভার যাতে মনে কষ্ট না হয় তাই বড়।

বিভা। দিদি আমিত কাঁদিনি?

লীলা। আমার কাছে মনের ভাব লুকিও না; আমাকে তোমার ভগ্নী মনে করো; বিভা, তুমি কাঁদচ না, কিন্তু আমি বেশ দেখ্‌তে পাচ্চি তোমার মন কাঁদচে; তাই তোমার

মনও ব্যাকুল হয়েছে। সত্য বল বিভা, আজ কদিন তোমার মন কি জন্য ব্যাকুল হয়েছে?

বিভা। দিদি তা নয়; তোমাকে বলব না।

লীলা। কেন, আমাকে কি তুমি পর মনে কর?

বিভা। না দিদি, তুমি রাগ করো না।

লীলা। তোমার উপর আমি রাগ করবো বিভা! তুমি আমার ছোট বোন, ছোট বোনের উপর কেন রাগ করবো?

বিভা। দেখ দিদি, আজ কদিন হ'ল আমি একটা কুস্বপ্ন দেখেছি।

লীলা। কি স্বপ্ন বিভা!

নেপথ্যে। ছোট বৌমা, এখানে এস।

বিভা। মা বুঝি ডাক্‌চেন; আমি এখনই আস্‌চি।

প্রস্থান।

লীলা। বিভার আমার সেই ছেলেমানুষী ভাবটা এখনও আছে; ছোট বৌ ই পৃথিবীতে সুখী; যা মনে হয় বলে ফেলে, কিন্তু আমাদের কোন কথা বলতে লজ্জা হয়, একটা কথা বলবার আগে কত ভাবতে হয় পাছে লোকে হাসে, কি মনে করে।

বিভার প্রবেশ।

মা কেন ডেকেছিলেন?

বিভা। খাবার জন্য, আমি ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে এসেছি; তাঁকে এই বলে এসেছি যে, ও পাড়ার মেজ বৌ এসেছে তার সঙ্গে দুটো কথা বলে আস্‌চি।

লীলা। মাকে ফাঁকি দিয়েছ; মিছে কথা বলেছ, ছি দিদি! মিছে কথা কি বল্‌তে আছে? বিশেষ ঠাক্‌রুণের কাছে মিছে কথা বলে?

বিভা। আমিত আর তা মনে করে বলিনি; তোমাকে যে কথা বল্‌তে বল্‌তে চলে গিয়েছিলুম, তাই বল্‌বো বলে ছুটে এলুম ও কথা না বল্লে কি ঠাক্‌রুণ ছেড়ে দিতেন? ভাত খেতে বল্‌তেন চুপ করে শুয়ে থাক্‌তে বল্‌তেন; তাই ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে এসেছি।

লীলা। ফাঁকি দেবে তা মিছে কথা কেন?

বিভা। মিছে কথা না বল্লে কি ফাঁকি দেওয়া যায়? তুমি যদি আমাকে ব'ক, তবে আমি আর তোমাকে বল্‌বো না।

লীলা। না বিভা, আর আমি তোমাকে বক্‌বো না; তুমি মিছে কথা বলে ছিলে বলে আমি তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছলুম এখন কি বল্‌ছিলে বল।

বিভা। সে স্বপ্নের কথা মনে হলে প্রাণ এখনও কেঁপে উঠে। আমি স্বপ্ন দেখেছি যেন তুমি আমাকে ছেড়ে গেছ, আর সকলই আমাকে অযত্ন কচ্চে। দিদি, তুমি আমাকে ছেড়ে যাবে?

লীলা। তোমায় ছেড়ে যাব; ছোট বোনকে ছেড়ে, আমার আদরের জিনিষকে ছেড়ে যাব, না বিভা! আমি তা যাব না। বিভা, আমার বোন নাই, বোনকে কেমন করে ভাল বাস্‌তে হয়, তা আমি জান্‌তুম না; কিন্তু ঠাকুরপোর বিয়ে দিয়ে, তোমাকে পেয়ে আমি ছোট বোন পেয়েছি,

তাকে ভাল বাস্‌তে শিখেছি; যাকে ভাল বাসি তাকে ছাড়বো কেন?

বিভা। দিদি, আমিত ভালবাস্‌তে শিখিনি; তবু তোমাকে দেখ্‌লে আমি সব ভুলে যাই কেন? কিন্তু যে দিন থেকে আমি সেই স্বপ্ন দেখেছি, সেই দিন থেকে আর আমি তোমার মুখের দিকে ভাল করে চাইতে পারি না। আমার মনে হয় আমার জন্যই তোমার কষ্ট।

লীলা। তোমার জন্য আমার কষ্ট বিভা, তুমি পাগল তাই ওকথা বল্‌চ, সংসারে কেহ কাহাকেও কষ্ট দিতে পারে না; যার কপালে কষ্ট আছে, সেই কষ্ট পায়; তবে যদি তাই হয়, তোমাকে আমার ছোট বোন বলে আরও বেশী যত্ন করবো।

বিভা। না দিদি এ কথা সত্তি।

লীলা। তা হউক।

বিভা। এই জন্যই মা তোমাকে ঘরের লক্ষ্মী বলেন; তুমি মা'র মত সব সও; তাই যে তোমার মন্দ কত্তে আসে সে আর পারে না পেছিয়ে যায়।

লীলা। বিভা! তুমি পাগল হয়েছ?

বিভা। সত্যি বল্‌চি আমি স্বপ্ন দেখেছি। যেন তুমি কোথায় পড়ে আছ।

লীলা। ঠাকুরপো এলে আমি সব বলে দেব; বিভা ঘুমোয় না, আর রোজ রাত্রে স্বপ্ন দেখে, এবার তাকে কল্‌কেতায় নিয়ে যাও।

বিভা। তবে আমি পালিয়ে যাই।

বিরজার প্রবেশ।

বিরজা। পাগল মেয়েরা এখনও বসে আছ; এই বুঝি তোমার ওপাড়ার মেজবৌয়ের সঙ্গে কথা হচ্চে। যাও বেলা হয়েছে খাও গে।

বিভা। না মা, এই যাই; দিদি যে যাচ্চে না।

বিরজা। যাও মা খেয়ে এসে আবার বসে গল্প করো। অনেক বেলা হয়েছে, পিত্তি পড়ে আবার অসুখ করবে?

লীলা। হ্যাঁ মা, তুমি খাবে না; তোমারও ত খাবার বেলা হয়েছে?

বিরজা। আজ আমার দেরি হবে, তুমি আজ খাওগে কাল আমার পাতে খেও।

লীলা। বিভা! আয়।

উভয়ের প্রস্থান।

বিরজা। এমন বৌ কি আর কারু হয়; পরমেশ্বর যেন লক্ষ্মী ও স্বরস্বতীকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। দুটিতে এক প্রাণ; কত ভালবাসা, কত ভাব। লীলার আমার গুণের কথা বলা যায় না, বাছা আমার বিভাকে কত যত্ন করে। বিভার ও দিদি অন্তপ্রাণ। লীলার দুঃখ দেখ্‌লে বিভা কাঁদে, আহার নিদ্রা ত্যাগ করে; লীলাও বিভাকে যে কত যত্ন করে তা বলা যায় না।

হরেন্দ্রনারায়ণের প্রবেশ।

হরেন্দ্র। আজ ছেলেরা আস্‌বে।

বিরজা। আহা! বাছারা অনেক দিনের পর বাড়ী আস্‌ছে।

হরেন্দ্র। ছেলেদের আদর দিও না; তুমি আদর দিয়ে সুকুমারকে মাটি করে দিলে।

বিরজা। তুমি খালি রাগ কত্তেই জান। ছেলের আদর তুমি বুঝ না।

হরেন্দ্র। ছেলেকে আদর দিও না, আদর ছেলেদের নয়।
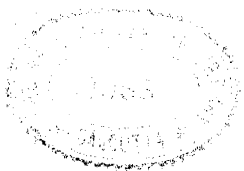
বিরজা। তোমার ঐ কথা; ছেলেকে আদর দেব না?

হরেন্দ্র। তার সময় আছে।

প্রস্থান।

বিরজা। দেখিগে পাগল মেয়ে দুটো খেলে কি না।

প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কলিকাতা। যোগেশের শয়ন ঘর।

যোগেশ।

যোগেশ। অসৎসঙ্গে কি না হয়। যাকে আমি কখনও দেখিনি সুকুমারের জন্য সেও আমাকে জুয়াচোর বলে গেল; আমাদের ধিক্; বংশের সম্মান আমাদের দ্বারাই নষ্ট হল। আমরা বংশের কুলাঙ্গার। বাবা কি বংশের নাম লোপ করাবার জন্যই আমাদের কল্‌কেতায় লেখা পড়া শিখ্‌তে পাঠিয়েছেন। সুকুমারের খেলাই আমাদের সর্ব্ব-নাশ করবে। ছি ছি এ অপমান রাখবার কি স্থান আছে? আমার সাম্‌নে আমাকেই জুয়াচোর বল্লে। সেই সময় থেকেই আমার মনে যে কত কষ্ট হচ্চে তা বলা যায় না।

সুকুমারের প্রবেশ।

সুকুমার। (মৌনভাবে)। আমার যত টাকার দরকার তা আমি পেয়েছি; সে টাকার জন্য আমি মার কাছে ঋণী।

যোগেশ। সুকুমার! তোমাকে দেখে আমার বোধ হচ্চে তোমার কোন অসুখ হয়েছে। ভাই! তুমি কি বাড়ী গিয়েছিলে? মার সঙ্গে কি দেখা হয়েছিল?

সুকুমার। এই টাকা নিন্; এতে আমাদের বংশমর্য্যাদা, বাবার নাম, আপনার সম্মান সকলই রক্ষা হবে। এখন আমায় ছেড়ে দিন, আমি চলে যাই।

যাগেশ। এতে তোমারও মান রক্ষা হ'ল। সুকুমার, ও কি ভাই! তোমার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল কেন? ও কি! তুমি কাঁদচ কেন? তোমার যদি বড় কষ্ট হয়ে থাকে আমায় বল; তোমাকে দেখে আমার বোধ হচ্চে নিশ্চয় তোমার কোন পীড়া হয়েছে। ভাই! ডাক্তার ডাকৃতে লোক পাঠিয়ে দেব। ওরে নগা।

নেপথ্যে। যে আজ্ঞে যাই।

সুকুমার। ডাক্তারের কোন দরকার নাই; রামজীবন ও তার বন্ধু, যে এই টাকা দিয়েছে, তাদের সঙ্গে সমস্ত রাত কথাবার্ত্তা ও পথেরকষ্টে আমার শরীর বড় দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে; যাই ভাই, আমি শুইগে। এই টাকা রইল তোমার যা ইচ্ছে তাই করো, কিন্তু আমি তোমার পায়ে ধরে বল্‌চি আমার ঘুম ভাঙ্গিও না।

যোগেশ। আমার বোধ হয় রামজীবনের বন্ধু সুদের জন্য তোমায় পীড়াপীড়ি করে থাকবে।

সুকুমার। সে কথায় আর দরকার নাই। এতদিন পরে অভাব যে কি তা বুঝতে পাল্লেম; যদি কখন আমার মত অবস্থায় পতিত হও তখন বুঝতে পারবে পৃথিবীতে সাহায্য করবার লোক অতি অল্প। তখন বুঝতে পারবেন সুকুমার কি ভয়ানক কষ্ট স্বীকার করে আপনার আজ্ঞা, বংশের মর্য্যাদা, বাবার মান রাখ্‌তে পেরেছে।

যোগেশ। আমার আজ্ঞা কি ভাই! আমি ত তোমাকে কোন আজ্ঞা করি নি।

সুকুমার। আমি আপনারই আদেশ পালন করেছি; যদি আপনি আমার এই খেলার কথা প্রকাশ হবার ভয় না দেখাতেন, যদি পিতার নাম, বংশের মর্য্যাদা, আপনার সম্ভ্রম নষ্ট হবার ভয় না দেখাতেন; তা হ'লে সুকুমার কখনই এই ভয়ানক কাজে এক পাও বাড়াত না। এখন আপনার কথা রেখেছি; যাতে বংশমর্য্যাদা, আপনার মান রক্ষা হয় তা ঐ তোড়ায় করে রেখেছি, এবার আমাকে ছেড়ে দিন।

যোগেশ। সুকুমার! আমি তোমার কোন কথাই বুঝতে পাচ্চি নি। ভাই আমার উপর রাগ করেছ?

সুকুমার। আমাকে আর ডাকবেন না, কোন পরামর্শের জন্য সুকুমারকে মনে করবেন না, আমাকে ছেড়ে দিন।

যোগেশ। দেশে যাবে না।

সুকুমার। দেশ? দেশে শীঘ্র যাব।

বেগে প্রস্থান।

যোগেশ। সুকুমারের মনের ভাব হটাৎ কেন এমন হ'ল কিছুই ত বুঝতে পাচ্চিনি। বোধ হয় সমস্ত রাত জেগে ও পথের কষ্টে তার কোন অসুখ হয়ে থাকবে, তা না হলে এ রকম কথা সুকুমারের মুখে আমি কখনই শুনিনি। আমার নিশ্চয়ই বোধ হচ্চে তার কোন অসুখ হয়েছে তার কাছে যাই, দেখি সে কেমন আছে। না সে রাগ করবে;

সে আমাকে তার কাছে যেতে বারণ করেছে। না না, সুকুমার আমার উপর রাগ করবে না। নিশ্চয়ই তার অসুখ হয়েছে, না, তাই বা কেমন করে বলব? আমি যখন ডাক্তার ডাকতে বল্লুম সে আমাকে বারণ কল্লে, অসুখ হলে তা বলবে কেন? যাহাই হউক নগেন্দ্রের সমস্ত টাকা আমায় ফেরৎ দিতে হবে। এ জন্যও সুকুমারের রাগ হ'তে পারে; কিন্তু টাকা আমায় পাঠিয়ে দিতেই হ'বে। ওরে নগা!

নেপথ্যে। আজ্ঞে যাই।

যোগেশ। কাগজ কলম নিয়ে আয়।

নেপথ্যে। যাই।

কাগজ ও মসীপাত্র ইত্যাদি লইয়া
নগার প্রবেশ।

যোগেশ। (পত্র লিখিতে আরম্ভ)। এই চিঠিখানা আর এই টাকার তোড়াটা নগেন্দ্র বাবুর কাছে দিয়ে আয়। দেখ, আর কারও হাতে দিস্‌নে; একটা রসীদ আনিস্‌।

চিঠি ও টাকার থলে লইয়া নগার প্রস্থান।

আজ একটা পরিবার রক্ষা হ'ল। এই টাকার জন্য বোধ হয় তারা কত কষ্টই পেত। আমার চিটি পড়ে নগেন্দ্র কত সুখী হবে। সুকুমার যদি এই জঘন্য খেলা একেবারে ত্যাগ করে তা হলে আমার সুখের সীমা থাকবে না। আহা! যে ছেলে হতে বংশের মান বাড়ে সেই যথার্থ ছেলের উপযুক্ত। এই টাকার জন্য সুকুমার না জানি কত কষ্টই পেয়েছে।

নগার প্রবেশ।

নগা। দেশ থেকে লোক এসেছে? আর কর্ত্তা বাবু এই চিটি পাঠিয়ে দিয়েছেন।

লিপি প্রদান।

যোগেশ। (পত্র পাঠ করিয়া)। দেখ্ আজ দিন ভাল আছে, আজই আমাদের দেশে যাবার কথা বাবা লিখেছেন। দেশ থেকে যে লোকটা এসেছে সে আমাদের সঙ্গে যাবে, তুই বাসায় থাকিস্। ছোট বাবুকে খবর দে আজ বাড়ী যেতে হবে।

ভৃত্য। যে আজ্ঞে। গাড়ী একখানা ঠিক্ করেও আসি।

যোগেশ। হাঁ।

নগার প্রস্থান।

কত দিনের পর আবার পিতা মাতার চরণ দর্শন করবো, লীলার সেই প্রেমপূর্ণ মুখখানি দেখ্তে পাব। আজ আবার ছেলেবেলার সঙ্গীদের সঙ্গে কথা কৈতে পাব। প্রবাসীর দুঃখ অপেক্ষা দুঃখ আর নাই। যাই সুকুমারকে বলিগে; যদি সুকুমার রাগ করে; না সুকুমার অবুজ নহে সে এ কথায় বোধ হয় রাগ করবে না। যাই সে কেমন আছে দেখি গে।

প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

হরেন্দ্রনারায়ণের শয়ন ঘর।

হরেন্দ্রনারায়ণ, বিরজা ও দাসী।

হরেন্দ্র। বল কি বিরজা! তা কখনই হতে পারে না। চুরি, চুরি কখনই সম্ভব নয়; বোধ হয় হার কোথাও রেখেছ তোমার মনে নাই।

বিরজা। আমি বাক্স ছাড়া সে জিনিষ কোথাও রাখিনি, হীরের হার, দামী জিনিষ তা ভুলে রাখব কেন?

দাসী। ঠাকুর মিলিয়ে দাও, আমি তোমার পুজো দেবো। দিদি! তুমি ভাল করে দেখ, সেত একটা ছোট জিনিষ নয়, যে কোথায় পড়ে ছিল তাই চুরি গেছে।

বিরজা। আমার বেশ মনে হচ্চে আমি সে হার অন্য কোথাও রাখিনি; আর সে হার ত আমি বেশী দিন পরিনি।

দাসী। কে জানে মা! একেবারে অবাক্ করেছে। বলি হাঁ্যা দিদি! তুমি আর একবার দেখ না।

হরেন্দ্র। বিরজা আমারও বোধ হচ্চে, চুরি অসম্ভব। আমার বাড়ীতে চুরি হবে বিশ্বাস হয় না। আমি কত লোককে জেলে দিচ্চি, আমার বাড়ীতে চোরে চুরি কত্তে সাহস করবে কেন?

বিরজা। তবে আর কোথায় যাবে? আমি কি সে হারের খোঁজ কত্তেম, ও বাড়াতে যাব বলে হার বার কত্তে

গিয়ে দেখি হার নাই, আমার রাখবার যত জায়গা আছে সব ভাল করে দেখে তবে তোমায় খবর দিয়েছি।

হরেন্দ্র। যদি চুরি হয়ে থাকে আমি সে চোরকে ধরবো। এখনই পুলীশে চিটি লিখে পাঠিয়ে দিচ্চি; তারা গোয়েন্দা দিয়ে এখনই আমার কাছে বামাল সুদ্ধ হাজির করবে এখন।

দাসী। হাঁগো তাই কর, চোরও ধরা পড়বে আর জিনিষও পাবে।

যোগেশ ও সুকুমারের প্রবেশ।

যোগেশ। মা বাড়ীতে কি হয়েছে?

বিরজা। আমার হীরের হার চুরি গিয়েছে।

হরেন্দ্র। আজ উনি খুঁজে পাচ্চেন না।

সুকুমার। (স্বগতঃ) এ কথা নিশ্চয়ই প্রকাশ হয়ে পড়বে; আমার দেখচি আর নিস্তার নাই; চুরির কথা প্রকাশ হলেই আমার খেলার কথাও প্রকাশ হয়ে পড়বে। মার কাছে এ কথা প্রকাশ করবো কি? না না, তা হলেই আমার সর্ব্বনাশ হবে। মা কি আমার চুরীর কথা প্রকাশ করবেন? না তা হবে না প্রকাশ করুন আর নাই করুন আমি বলব না।

বিরজা। সুকুমার, তোমার কি কোন অসুখ করেছে?

যোগেশ। বাড়ী আস্‌বার দিন কতক আগে থেকেই সুকুমার কেমন হয়ে গেছে।

বিরজা। অসুখ হয়নি ত?

সুকুমার ও বিরজার প্রস্থান।

দাসী। যোগেশ, বাবা! কল্‌কেতায় তোর কোন কষ্ট হয় নি?

যোগেশ। না ধাই মা। তুমি ভাল আছ ত?

দাসী। আমার আর কিছু কষ্ট হত না কেবল তোর জন্যে প্রাণটা যেন কেঁদে কেঁদে উঠতো। ভাল জিনিষ পেলে তোর নাম করে তুলে রাখ্‌তুম্, পচে যেত আর ফেলে দিতুম। তোকে হাতে তুলে দিতে পাত্তেম না বলে মনে বড় কষ্ট হত, সেই জন্যে আমিও তা খেতে পাত্তেম না।

যোগেশ। কেন ধাই মা?

দাসী। কেন, কেন তা তুই কি বুঝবি যোগেশ? তুই ছেলে মানুষ ছেলের বাপ হ সব বুঝতে পারবি।

যোগেশ। ধাই মা, মা কি সুকুমারকে নিয়ে গেলেন?

দাসী। হাঁ বাবা।

যোগেশ। ধাই মা, এবার তোমায় কল্‌কেতায় যেতে হবে, আমাদের কাছে থাকবে আর গঙ্গা নাবে।

দাসী। কর্ত্তাকে আমিও ত তাই বলি, যে আমার দিনও ত ফুরিয়ে এসেছে যাতে তোকে দেখে মত্তে পারি তা তোমায় কত্তে হবে, কিন্তু কর্ত্তা তাতে রাজি হয় না; বলে তুমি তোমার বাড়ীতে থাক নড়ে কাজ নাই, আমি তোমার সব খরচ দেব। বাবা যোগেশ! বল দেখি বাবা! আমার খরচের ভাবনা কি? তোরা আমার বেঁচে থাক্ আমার অভাব কি? এখন কোথায় পুন্নি করবো, তা নয় কর্ত্তা আমাকে

বল্লেন কোন জায়গায় গেলে তোমার কষ্ট হবে; তুমি তোমার বাড়ী থাক, নড় না। তাই বাবা বাড়ীতেই থাকি, যখন প্রাণটা তোর জন্যে বড় কেঁদে কেঁদে উঠে, তখন একবার একবার এখানে আসি আর, বৌমাদের সঙ্গে কথা কয়ে চলে যাই। আজ তুই আস্‌বি শুনে এসেছি।

যোগেশ। ধাই মা! তুমি আমার ঘরে চল। তুমি সেই খানে বসে গল্প করবে আর আমি শুন্‌বো।

দাসী। তুই যা বাবা! আমি যাচ্চি; এই হারের একটা ঠিক করে যাচ্চি!

যোগেশ। তুমি যাবেত?

দাসী। যাব বৈকি বাবা।

যোগেশের প্রস্থান।

আহা! বাছাকে দেখ্‌লে আমার প্রাণটা যেন জুড়োয়। আমার যোগেশও এত দিনে ঠিক এত বড়টি হ'ত। আহা! বাছার আমার আমি অন্তপ্রাণ। যাই বাছাকে কিছু খাইয়ে আসি। অনেকক্ষণ এসেছে বোধ হয় ক্ষিদে পেয়েছে।

প্রস্থান।

লীলা ও বিভার প্রবেশ।

লীলা। বিভা! ধাই মা কোথায় গেল?
ধাই মা বোধ হয় এখনও খায় নি।

বিভা। আমি ধাই মাকে খাইয়ে তবে ছেড়ে দিয়েচি। বুড়ী কি খেতে চায়, বলে তোর বড় ঠাকুরপো আসুক্, তবে খাব। কিন্তু তাকে জালাতন করে খাইয়েছি। আজ ধাই মা একটা গল্প বল্‌বে বলেছে।

লীলা। তুইও যেমন খ্যাপা, আজ নাকি ধাই মা গল্প বল্‌বে, আজ দেখ্‌গে যা সে বুড়ী আমার ঘরে বসে আছে।

বিরজা ও দাসীর প্রবেশ।

বিরজা। সুকুমারের অসুখ হয়েছে, তাকে শুয়িয়ে তার-পর যোগেশের কাছে গেলুম। বাছা আসা অবধি যেন কি হচ্চে, আমি দুটো কথাও জিজ্ঞাসা কত্তে পারি নাই। মুখের দিকে ভাল করে চাইতে পারি নাই।

দাসী। তোমার যোগেশ সুকুমার, তোমার চিরকাল কোলজোড়া হয়ে থাক্ ঠাকুরদের কাছে আমি এই ভিক্ষে চাই।

বিরজা। যোগেশ আমার বেঁচে থাকুক এই আশীর্ব্বাদ কর। হারের কি করি বল দেখি দিদি ? অনেক খুঁজলুম কোথাও ত পেলুম না।

দাসী। খুঁজে দেখ, তুমি কর্ত্তাকে চেন না, পেলুম না বল না বল না ; কর্ত্তা যে লোক তোমার মুখে ও কথা শুন্‌লে কি এক কাণ্ড করে বস্‌বে।

বিরজা। আমি যে কি করবো ভেবে পাই না; লুকতেও ত আর পারি নি, যদি বলি পেয়েছি তা হ'লেও মিথ্যে কথা বলা হয়; আর যদিই দেখ্‌তে চান তা হ'লেই সর্ব্বনাশ। আর যদিই না চান, মিথ্যে বলে পাপ কেমন করে করবো ?

দাসী। তাইত।

লীলা ও বিভার প্রবেশ।

লীলা। ধাই মা! কোথা যাচ্চ?

বিভা। ধাই মা! চলে যাচ্চ, গল্প বল্লে না?

দাসী। দাঁড়া মা; আমার যোগেশ এসেছে, তাকে খাইয়ে শুইয়ে তবে গল্প বল্‌বো। আজ কি আর আমার সময় আছে আমার যে যোগেশ এসেছে।

বিরজা। তুমি কোথা যাচ্চ? আমি সব আনিয়েচি, তুমি বুড়ো মানুষ কোথাও পড়ে যাবে?

দাসী। ও দিদি! তুমি আমার জন্যে ভেব না; আমার সেই দিনই হক, আমি যেন যোগেশকে রেখে মত্তে পারি। মা মরা ছেলেকে যে কত করে মানুষ করেছি, তা আর তোমায় কি বল্‌ব। আমার ছেলের নাম যোগেশ ছিল, ব্যামো হয়ে সে মারা যায়; সে মারা যাবার পর তোমার সতীন যখন মরে, তখন আমি তোমার বাড়ীতে থাকি। আমি যোগেশকে আমার যোগেশের মতন ভাল বাসতুম। তোমার সতীন মরবার সময় আমার দুটী হাতে ধরে ছেলে-টীকে আমার হাতে হাতে দিয়ে গেল, আর বল্লে মা! যোগেশ তোমার ছেলে, আমি যোগেশকে পেটে ধরেছি বটে, কিন্তু তুমিই এর মা। এ পৃথিবীতে তুমি ভিন্ন ইহার আর কেউ নাই তুমি একে মানুষ করে মার কাজ কর। (ক্রন্দন)। তখন বাছার আমার বয়স এক বছর, সেই এক বছর থেকে ওকে কোলে পিটে মানুষ করেছি, তা ওকে রেকে যদি মত্তে পারি তা হলেত আমি বাঁচি। আমার সেই যোগেশ বাড়ী এসেছে

ওর জন্য আমি খাবার আন্‌ব না; তোমার চাকরে আন্‌বে তাতে আমার মন উঠবে কেন দিদি?

বিরজা। যাই দিদি! একবার খবর দিই গে।

দাসী। ভাল করে দেখে খবর দিও।

বিরজার প্রস্থান।

লীলা। তাই জন্যেই কি অপঘাতে মর্ত্তে চাও; দেখ্ ধাই মা! তুই মরবার কথা আর মুখে আনিস্ নি, তোর সেবা করে আমার মনে যত সুখ হয়, মার সেবা করেও তত হয় না। তুই যাস্‌নে কোথায় পড়ে যাবি।

দাসী। (ক্রন্দন)। আমি যে পড়ে গিয়েছি, আর নতুন কি পড়ব মা? যোগেশ আমার বেঁচে থাক্ এখন একেবারে পড়তে পাল্লেই বাঁচি।

লীলা। দেখ্ দেখি বিভা! ধাই মা খালি কাঁদতে আরম্ভ করেছে। ধাই মা! তুই আর কাঁদিস্ নি। তোর চোকে জল দেখলে আমার বড় কান্না পায়। বিভা! দেখ্‌না বন!

বিভা। ধাই মা! তুমি আর কেঁদ না।

দাসী। (চক্ষের জল মুছাইয়া) না মা! আর কাঁদবো না। তোরা ঘরে যা আমি আস্‌চি।

লীলা। ধাই মা! তুই বাড়ী যাস্‌নে আসিস্।

দাসী। আস্‌বো তোরা ঘরে যা।

প্রস্থান।

লীলা। চল বিভা! ধাই মা চলে গেল তবে আর এখানে থেকে কজে কি? আহা বুড়ীর প্রাণে কত কষ্ট হয়।

উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

হরেন্দ্রনারায়ণের বৈটকখানা।

হরেন্দ্রনারায়ণ।

হরেন্দ্র। এর অপেক্ষা মৃত্যুই ভাল; বংশের কলঙ্ক রটল। আমার স্ত্রী কুলটা একথা কখনই বিশ্বাস হয় না; বিরজার পতিভক্তি তার অন্য সকল গুণ অপেক্ষা অনেক বেশী। কিন্তু এ কথা যদি মিথ্যা হবে তা হলেই বা হার নশীরাম পেলে কেমন করে? স্ত্রী চরিত্র বুঝা ভার। না না, তা কখনই বিশ্বাস হয় না। বিরজা সতী; সতীস্ত্রীর উপর সন্দেহ করাও পাপ। উঃ আমার ইচ্ছা হচ্চে এখনই এ প্রাণ ত্যাগ করি। এ কলঙ্কের কথা আমায়ও শুন্‌তে হল। না না এ সমস্ত মিথ্যা। আমার নিশ্চয়ই বোধ হচ্চে এ নশীরামের পরামর্শে হয়েছে। হার সেই চুরি করেছে। যদি পুলীশের লোক কোন রকমে বার কত্তে পারে, তাকে যতদূর শাস্তি দিতে হয় চেষ্টা করবো। ম্যাজিষ্ট্রেটকে ধরবো, খোসামোদ করে পারি, টাকায় পারি, যাতে পারি হাত করে নশীরামের সর্ব্বনাশ করবো। কৈ পুলীশের লোকটা ত এখনও এল না। আমায় বলে গেল আমি আজই আস্‌চি এখনও এল না কেন? বোধ হয় আমার শোনা কথাই সত্য। যাই হউক, আমি আর এ মুখ দেখাব না। আমি মরবো। মৃত্যু যখন আছেই তখন এ পোড়ার মুখ দেখিয়ে মরবো কেন। স্ত্রীলোক কি অবিশ্বাসী!

ডিটেক্‌টিভের প্রবেশ।

কি খবর, শীঘ্র বল।

পুঃ ডিঃ। আপনার ব্যস্ত হবার কোন কারণ নাই, আমি সমস্ত জেনেছি।

হরেন্দ্র। কি জেনেছ? আমার কলঙ্ক? আমার দুর্ণাম জেনেছ? আজ আমার সকল অহংকার ফুরাল, সব ফুরাল।

পুঃ ডিঃ। আপনার দুর্ণাম কি?

হরেন্দ্র। ও বুঝেছি, বুঝেছি আর বল্‌তে হবে না।

বেগে প্রস্থান ও পিস্তল হস্তে পুনঃ প্রবেশ।

আজ এরই দ্বারা আমার সকল দুর্ণাম দূর করবো।

পুঃ ডিঃ। আপনি করেন কি, করেন কি? আমার কথা শুনুন, আপনার কলঙ্ক কি?

(হস্ত হইতে পিস্তল কাড়িয়া লইয়া দূরে নিক্ষেপ।)

মহাশয়! কথাটা শুনুন। এ কাজ আপনার ছেলের দ্বারাই হয়েছে।

হরেন্দ্র। অ্যাঃ বল কি? তার পর, কোন ছেলে?

পুঃ ডিঃ। নশীরাম, সেই হার ও আপনার বড়ছেলের হ্যাণ্ডনোট আমাকে দেখালে।

দুই জন পারিষদের প্রবেশ।

১ম পা। কোন খবর পেলেন কি?

হরেন্দ্র। এক বিপদ হতে আর এক বিপদ। হার কোথায় আছে তার খবর পেয়েছি বটে।

২য় পারি। সে হার কোথায়?

হরেন্দ্র। নশীরামের কাছে।

১ম পা। তবে তাকে গেরপ্তার কল্লেন না কেন?

পুঃ ড়িঃ। তার একটু গোল আছে।

হরেন্দ্র। গোল, কি গোল?

১ম পা। যে গোলই থাক্, আপনার উচিত ছিল তাকে একেবারে চালান দেওয়া? আপনার জিনিষ এতে ত আর সাক্ষীর দরকার নাই, তাকে পুলীশে যেই চালান দেবেন অম্‌নি যা হয় একটা নিষ্পত্য হবে।

পুঃ ডিঃ। সত্য, কিন্তু তার কথা শুনে আমি বড় আশ্চর্য্য হলেম, তাই পরামর্শ নিতে এসেছি।

হরেন্দ্র। এমন কি কথা।

পুঃ ডিঃ। সে আপনার বংশ মর্য্যাদা নষ্ট—

হরেন্দ্র। (স্বগতঃ) উঃ কি ভয়ানক! আমার মাথাটা যে ঘুরে গেল, প্রাণ এখনই বেরও, আর থাক্‌বার দরকার নাই, এ কথাও আমায় আবার শুন্‌তে হল? আমার মৃত্যু হল না কেন? না না, এ কথা কখনই বিশ্বাস হয় না। (প্রকাশ্যে) নশীরাম কীটের কীট হয়ে আমার সঙ্গে শত্রুতা কত্তে চায়? সে চোর, দস্যু, মিথ্যাবাদী প্রতারক, সে আমার বংশের দুর্ণাম রটাতে চায়? তার কি জীবনের ভয় নাই।

পূঃ ডিঃ। শুনুন, রাগ করবেন না।

২য় পা। এ কথা শুনে আমরাই স্থির থাক্‌তে পারি না তা বাবু স্থির থাক্‌বেন কেমন করে?

পুঃ ডিঃ। নশীরামের সেই ভয়ানক কথা শুনে আমি তাকে গেরেপ্তার করি নাই, পাছে আদালতে আপনার—

হরেন্দ্র। তাকে গেরেপ্তার করবার উপায় ঠিক্ করেছ?

পুঃ ডিঃ। উপায় দরকার নাই, বলেন এখনই পারি।

হরেন্দ্র। তাই করগে, কিন্তু একটা কথা (জনান্তিকে।) তুমি তার মনের কথাটা যদি জান্‌তে পার তবেই গেরেপ্তার কর, আর যদি সেই হ্যাণ্ডনোট টা আন্‌তে পার?

পুঃ ডিঃ। যে আজ্ঞে, তা তা, আপনি বলেন এখনই হবে।

প্রস্থান।

হরেন্দ্র। (স্বগতঃ) আমার প্রাণের ভেতর কে যেন আগুন জেলে দিচ্চে সব পুড়ে যাচ্চে। উঃ কি ভয়ানক কথা! ছেলে হতেই আমার দুর্নাম রটল। না না, সমুদয় জাল হতে পারে; নশীরাম আমাকে তার স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে ঠিক করেছ, কিন্তু সে আশা তার দুরাশা মাত্র। যদি নশীরামকে জেলে দিতে আমার সর্ব্বস্ব যায়, সেও স্বীকার তবু তাকে জব্দ করবো। প্রাণ দেবো সেও স্বীকার তবু যা প্রতিজ্ঞা করেছি, তা করবো, তবে ছাড়ব।

১মঃ পা। আপনি ভাব্‌বেন না, পুলীশের লোকের দ্বারাই নশীরাম এই বার শিক্ষা পাবে।

হরেন্দ্র। সে হতভাগার কথা মনে হলেও আমার সর্ব্ব-শরীর যেন জ্বলে উঠে; যে আমার বংশের কলঙ্ক রটায় তার কথা মনে হলেও সর্ব্ব শরীর যেন রাগে পুড়ে যায়।

২য় পা। বেটার কি সাহস!

১ম পা। এটা সাহসের কাজ নয়; সে যে একটা পাহাড়ে মুখ্যু এই বোঝা যায়।

২য় পা। বোধ হয় নশীরামের পরামর্শেই একাজ হয়েছে।

হরেন্দ্র। তার আর সন্দেহ আছে।

১ম পা। কথাটা শুন্‌লেই ত সেই রকম বোধ হয়।

হরেন্দ্র। যাই হক্‌; আমার ছেলের একাজ অত্যন্ত লজ্জার কথা।

২য় পা। তার আর সন্দেহ কি? চল আমরা আজ যাই।

উভয়ের প্রস্থান।

হরেন্দ্র। আমার সব যত্ন মিছে হ'ল, ছেলে চোর হল; তাদের লেখা পড়া শেখাবার জন্য এত চেষ্টা কল্লেম সব মিছে হল। বাপ ছেলেকে জ্ঞান দেয়, বিদ্যাশিক্ষা দেয়, বাপ, বাপের কাজ করে,কেন না সেই ছেলে হতে তার নাম,বংশের মান বাড়বে বলে, কিন্তু ছেলে খুব ছেলের কাজ করেছে—আমার নাম ডুবিয়েছে, বংশের নাম ডুবিয়েছে—ছেলে চোর হয়েছে এই ত ছেলের কাজ! আমার সব ফুরোল। যাই বিরজাকে বলিগে, আমার বংশধর হতে বংশের মান কত বেড়েছে একবার শোনাই গে। না আগে রামজীবনকে ডাকতে পাঠিয়ে দি। ওরে রামজীবনকে ডেকে আন্‌গে ত।

নেপথ্যে। যে আজ্ঞে।

ডিঃ পুলীশের প্রবেশ।

ডিঃ পুঃ। এই; নিন (হ্যাণ্ডনোট প্রদান) এই দেখ্‌লেই সব বুঝতে পারবেন।

হরেন্দ্র। (হ্যাণ্ডনোট দেখিয়া) এ আবার কি সর্ব্বনাশ! এ যে যোগেশের হাতে লেখা। কি ভয়ানক! আমি

যাকে এত বিশ্বাস কত্তেম তার দ্বারাই আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে; তার দ্বারাই আমার মান সম্ভ্রম নষ্ট হয়েছে। যোগেশ চোর হয়েছে। এই কি লেখা পড়া শেখার ফল। বা বা এ যে উচ্চ শিক্ষা তার আর সন্দেহ নাই। যোগেশ চোর! বড় ছেলে বাপের নাম রাখে; বড় ছেলের মুখ চেয়ে বাপ সাহস বাঁধে; বড় ছেলে বিষয়ের অধিকারী হয়। বা বা, যোগেশ, আমার কি সুন্দর নাম রাখ্‌লে! লোকে বল্‌বে চোরের বাপ। চোরের হাতে আমার বিষয় পড়্‌বে? তা কখনই হবে না। আজ আর যোগেশের নিস্তার নাই। হরেন্দ্রনারায়ণের রাগ হ'লে আর কাহারও রক্ষা নাই? এই রাগেই তার মার মৃত্যু হয়েছে, তাকে প্রাণে মারবো না। আমি চোরের শাস্তি তাকে দেব—বাড়ী থেকে দূর করে দেব। (পুলীশ ডিঃ প্রতি) যাতে নশীরাম আজই ধরা পড়ে তার উপায় করগে।

পুঃ ডিঃ। যে আজ্ঞে।

প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

বিরজার শয়ন ঘর।

বিরজা ও সুকুমার।

বিরজা। সুকুমার! এখন কেমন আছ?

সুকুমার। মাথা টা একটু ছেড়েছে, গা সেই রকম গরম আছে।

বিরজা। আর কোন উপদ্রব নাই।

সুকুমার। কৈ বুঝতে পাচ্চিনি ত।

হরেন্দ্রনারায়ণের প্রবেশ।

বিরজা। তোমার মুখ অমন হয়েছে কেন? তোমার কি অসুখ করেছে?

হরেন্দ্র। হাঁ, সেই অসুখের কথা বল্‌তেই তোমার কাছে এলুম।

বিরজা। কি কথা?

হরেন্দ্র। বিরজা! যদি আমাকে কিছুমাত্র ভাল বাস, যদি স্ত্রীলোকের স্বামী দেবতা বলে তোমার বিশ্বাস থাকে; যদি মিছে কথা বলা তোমার স্বভাব না হয়, তা হ'লে ধর্ম্ম সাক্ষী করে বল আমার কথা উত্তর যা যথার্থ জান তা বল্‌বে?

বিরজা। সে কি, তুমি কি বল্‌চ? আমিই ত তোমাকে বলেছি স্ত্রীলোকের স্বামীর চেয়ে দেবতা আর নাই। সেই স্বামীর চরণসেবা কল্লে আর কোন দেবতার

সেবা করবার দরকার নাই। আজ তুমি এ কথা তুল্লে কেন?

হরেন্দ্র। বিরজা! প্রাণ বড় জ্বল্‌চে, তাই জিজ্ঞাসা কচ্ছি, বল সত্য বল্‌বে?

বিরজা। আমি অন্য দেবতা জানি না;—তুমি আমার সাক্ষ্যাৎ দেবতা, তোমার পা ছুঁয়ে বল্‌চি তুমি যা জিজ্ঞাসা করবে আমি সব ঠিক্ বলবো।

হরেন্দ্র। তুমি ছেলেদের হাতে কখন তোমার হার দিয়ে ছিলে?

বিরজা। হার! হার না।

সুকুমার। (স্বগতঃ) এই বার বোধ হয় আমার সর্ব্ব-নাশ উপস্থিত। উঃ আমার মাথা যেন ঘুরচে।

যোগেশের প্রবেশ।

হরেন্দ্র। কেও যোগেশ! তুমি ঠিক সময়ে এসেচ। শোন, যতক্ষণ না আমার সব কথা জিজ্ঞাসা করা হয় তুমি আর এ ঘরে ঢুকো না।

যোগেশ। যে আজ্ঞে।

হরেন্দ্র। তুমি চোর, বিশ্বাসঘাতক, মিথ্যাবাদী নন্দী-রামকে জান?

যোগেশ। নাম শুনেছি বটে কিন্তু কখন চোকে দেখি নি।

হরেন্দ্র। তুই মিথ্যাবাদী, তোর বাপের কাছে জুয়া-চুরি কচ্চিস।

যোগেশ। আপনি আমার পিতা, আমার সাক্ষ্যাৎ দেবতা ; যোগেশ আর সহস্র দোষে দোষী হতে পারে কিন্তু কখন মিথ্যাবাদী নয়।

হরেন্দ্র। তু দিন আগে তা বিশ্বাস কত্তে পাত্তেম কিন্তু আজ আমার সে বিশ্বাস দূর হয়েছে। এখন বেশ বিশ্বাস হয়েছে, যোগেশ মিথ্যাবাদী, যোগেশ চোর।

যোগেশ। আপনার বোধ হয় ভুল হয়েছে।

হরেন্দ্র। এখনও আমার কাছে মিথ্যা কথা।

যোগেশ। যোগেশ মিথ্যাবাদী নহে।

হরেন্দ্র। চোর, বিশ্বাসঘাত, দস্যু! দ্যাখ্ এ কার হাতের লেখা।

যোগেশ। এ হাতের লেখা আমার, কিন্তু—

হরেন্দ্র। এর কিছু আগে এই লেখা নশীরামের কাছে ছিল। তবুও তুই নশীরামকে জানিস না, এ কথা আমার সম্মুখে বল্লি।

যোগেশ। আমি এখনও বল্‌চি এ লেখা আমার। এই খৎ কোন লোকের উপকারের জন্য লিখেছিলুম তাও স্বীকার কচ্চি। এতে যে টাকার কথা লেখা আছে তার চেয়ে সে অনেক বেশী টাকা পেয়েছিল তাও আমি স্বীকার কচ্চি।

হরেন্দ্র। কোন জিনিস বাঁধা রেখেছিস্‌?

যোগেশ। জানি না।

হরেন্দ্র। এ কায, তুমি করেছ কি না?

যোগেশের মৌণ হইয়া দণ্ডায়মান।

হরেন্দ্র। আমি আবার জিজ্ঞাসা কচ্চি সে জিনিষ কি?

যদি আমার কথার ঠিক্ উত্তর না দাও আমি এখনই তোকে বাড়ী থেকে দূর করে দেব ;

যোগেশ। (স্বগতঃ) সুকুমার নিশ্চয়ই এই কায করেছে ; জন্মে অবধি আমার উপর অনেক সয়েছে এও সোক। যখন সুকুমারের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি বাবার কাছে বলব না তখন বলা উচিত নয়। (সুকুমারের প্রতি চাহিয়া।) ছেলে মানুষ কাঁদচে ; যদি বলি তা হলে বাবা যে রাগ করেছেন এখনই তাড়িয়ে দেবেন, তা হ'লে সুকুমারের বড় কষ্ট হবে, ছেলে মানুষ অত সহ্য কত্তে পারবে না। না বলা হবে না, আমার ভাগ্যে যা আছে তাই হক্। (প্রক্যশ্যে।) ও কথা আর আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন না। আমি তা—

হরেন্দ্র। তোকে ধিক্ তোর জীবনে ধিক্! তুই আমার ছেলে বলে পরিচয় দেবার উপযুক্ত নস্। তাই তোর বাপের নাম, আমার স্বর্গীয় পিতৃপুরুষের দুর্নাম রটালি, নিজের মান সম্ভ্রম ভাসিয়ে দিলি। তুই চোর, তুই মিথ্যাবাদী। যে চোরের সঙ্গে আলাপ করে, যে বাপ মার জিনিষ চুরি করে, বংশের কীর্ত্তি লোপ করে সে—

যোগেশ। ছেলেবেলা থেকে যারকাছে মার খেয়ে মানুষ হয়েছি ; যাঁর হতেই এই শরীর পেয়েছি তাঁর কাছে মান অপমান নাই ; কিন্তু বাবা! আমি তোমার পায়ে ধরে বল্‌চি আমাকে আর যেমন করে ইচ্ছা অপমান কর, যত ইচ্ছা মার একেবারে প্রাণে মেরে ফেল সকলই সহ্য করেছি ও কত্তে রাজি আছি, কিন্তু আমাকে আর চোর, দস্যু, জুয়াচোর

বলবেন না। আপনি আমার পিতা,দেবতা অপেক্ষা আপনাকে অধিক মান্য করি; তাই যোগেশ এখনও সহ্য কচ্চে। এটা মনে করবেন রাজা হরেন্দ্রনারাণের মানের যত ভয় আছে, তার চেয়ে তার ছেলের মানের ভয় কম নাই।

হরেন্দ্র। চোরের আবার মান কি? যে ভদ্রলোক বলে পরিচয় দেবার যোগ্য নয় সে কি মানের ভয় করে? তোর এই জঘন্য কার্য্য তোর মিথ্যা কথায় ঢাকতে পারবে না। (সুকুমারের প্রতি) তুই এর সব জানিস্; সত্য করে বল কি হয়েছে?

সুকুমার। আমি, আমি ত কিছুই জানি না; উনি দাদা, উনি যা করেন।

হরেন্দ্র। যোগেশ! তুমি আমার বাড়ী থেকে এখনই দূর হও; আমি চোর ছেলের মুখ দেখ্‌তে চাই না; যে ছেলে হতে বংশের মান যায়, সে ছেলে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াই ভাল। দূর হ, বাড়ী থেকে দূর হ।

যোগেশ। আপনি যা বল্‌চেন আমি তাই করবো; কিন্তু এখনও আপনার পায়ে ধরে বল্‌চি আমাকে চোর বল্‌বেন না।

হরেন্দ্রনারায়ণের প্রস্থান।

বিরজা। যোগেশ বাবা! তুই যাস্‌নে; উনি এখন রাগ করেছেন, রাগ পড়ে গেলে আমি বুঝিয়ে বল্‌বো।

যোগেশ। মা! তুমি মা হয়ে ছেলেকে অধর্ম্ম শিখ্‌তে বল, বাবার কথা পায়ে ঠেল্‌তে বল, আমার প্রতিজ্ঞা

ভাঙ্গতে বল, মা! তোমার পায়ে পড়ি এ পাপে আমায় মতি দিও না। আমার জন্যে কিছু ভেব না; আমি সংসারে অনেক দিন ভেসেছি, আজ থেকে চোকের দেখা ভাস্‌বো। মা! সংসারে এক বন্ধু আছে ধর্ম্ম; বাপ মা, ভাই বোন, টাকা যশ, স্নেহ মমতা, আরও কত কি আছে, কেউ সঙ্গে যায় না; কেবল ধর্ম্ম যায়, আমি সেই ধর্ম্ম বজায় রেখেছি, আশীর্ব্বাদ কর সেই রত্ন যেন চিরকাল রাখ্‌তে পারি। সংসার দুদিনের জন্য, দুদিনের জন্য আমার আমার করে মানুষ ছুটে বেড়ায়, ধর্ম্মকে ভুলে যায়, কত পাপ করে, শেষ কি হয়? দুদিনের জন্য সব হারায়, মানুষের পরম বন্ধুকে জন্মের মত হারায়।

বিরজা। বাবা যোগেশ! তুই একটু থাক্ আমি তাঁর পায়ে ধরে বলিগে।

যোগেশ। মা গো! ছেড়ে দে, আর আমাকে ধরে রাখিস্‌নে, বাবা আমাকে চোর বলেছেন, সে চোরকে বাড়ীতে থাক্‌তে দিস্‌নে মা; তোর ছেলে চোর, চোরকে ধরে রাখিস্‌নে মা, তোর অধর্ম্ম হবে। মা গো! বিদায় দে।

প্রস্থান।

বিরজা। যোগেশ! যাস্‌নে, যোগেশ! যাস্‌নে।

(ক্রন্দন)।

হরেন্দ্রনারায়ণের প্রবেশ।

হরেন্দ্র। চোর, ছেলে চোর, পাপের বোঝা ঘরে রাখ্‌বো, তা হবে না। এতে যদি বংশের লোপ হয় সেও স্বীকার তবু কু-সন্তান ঘরে রাখ্‌বো না।

যোগেশের প্রবেশ।

তুই আবার আমার সম্মুখে এসেছিস্; এখনও আমার বাড়ী থেকে দূর হস্ নি? দূর হ, দূর হ, এখনি দূর হ; আর তোর মুখ দেখ্‌তে চাইনি।

যোগেশ। আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসার জন্য আবার এসেছি।

হরেন্দ্র। চোরের আবার কথা কি? আমি চোরের সঙ্গে কথা কইতেও ইচ্ছা করি না।

যোগেশ। আপনি আমার পিতা, তাই এখনও আপনার অনুমতি চাচ্চি। আমি বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাবার সময়, দেখলুম আমার স্ত্রী আমার সঙ্গে সঙ্গে আস্‌চে; আমি তাকে অনেক বুঝিয়ে বল্লাম, সে কিছুতেই আমাকে ছেড়ে বাড়ীতে থাকৃতে রাজি হল না; তাই আপনার কাছে আবার এসেছি, বোধ হয়, এর পর আর আমাকে দেখ্‌তে পাবেন না। যদি বলেন, তাকেও সঙ্গে করে নিয়ে যাই।

হরেন্দ্র। এখনই, তাতে আমার কোন আপত্তি নাই। ও নাম পর্য্যন্ত রাখ্‌তে রাজি নহি।

যোগেশের প্রস্থান।

এর চেয়ে চিরকাল বংশ হীন থাকা ভাল।

সকলের প্রস্থান।

লীলা ও বিভার প্রবেশ।

বিভা। দিদি! তুমি আমাকে ছেড়ে চল্লে?

লীলা। বোন! তুমি কেঁদ না; আমি আর এখানে

কেমন করে থাক্‌বো? যেখানে স্বামীর অপমান হয়েছে, সেখানে থাক্‌তে প্রাণ চাইবে কেন? যখন এই খানে আস্‌বো তখনই আমার প্রাণ কেঁদে উঠবে, আর মনে হবে উনি কষ্ট পাচ্চেন আর আমি কেমন সুখে আছি। স্বামী খেতে না পেয়ে কষ্ট পাবেন, আর আমি কেমন করে পেট পুরে খাব বোন? যাই বোন, আমি যাই। দিদি বলে আমাকে এক একবার মনে করিস্।

প্রস্থান।

বিভা। দিদি সত্তি সত্তিই চলে গেল; তবে আমি আর এখানে কেন?

প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

তাড়িখানা।

মাতাল মদ্য পানে নিযুক্ত।

১ম মা। এই টাকা নে একটা রাখাল দে, বসে বসে পাত্র টানি।

২য় মা। যা যা, বেটা পেঁচি মাতাল, ভাঁটির গন্ধে যার নেশা হয়, তার আর রাখাল নিয়ে মজা কেন?

১ম মা। তবু ডোরা কাটিনে।

৩য় মা। এ বেটা আর খেতে দিলে না, নেশাটা পাকিয়ে আন্‌ছিলুম বেটা ডোরার নাম করে একেবারে মাটি করে দিলে।

১ম মা। ছিঃ বাবা রাগ কল্লে ; এক কথায় চটে উঠলে ; তুই কখন কেষ্ট প্রেম বুঝতে পার্ব্বি নি।

৩য় মা। তুই ডোরার নাম কল্লি কেন ?

২য় মা। মদ খাস্‌নে, ঐ পয়সায় তোর ছেলেদের ভাতের যোগাড় করগে।

নশীরামের প্রবেশ।

নশীরাম। মদ দেত বাবা ! খাই, আজ পেট পুরে খাব ; (মদ্য পান) অনেক কাজ করেছি। কেন ঝগড়া কচ্চিস ? পাত্র টান আর মজা কর, খালি মজা কর, আর ভেসে যা, পেছনে চাঁসনে, কার জন্যে চাইবি ? পৃথিবীতে চাইবার কিছু নাই কিছু নাই ; খালি আমোদ, খালি মজা কর। কারও জন্যে ভাবিস্‌নে খালি ভেসে যা, যত পারিস ভাসিয়ে নিয়ে যা। দে মদ দে ? খালি মদ দে। (মদ্য পান)। ক্যা তারিপ, বাবা কত মদ মেরেছি জান ? আমি নশীরাম, আমার কাছে বুজরুকি। কত বেটাকে ভাসিয়ে দিয়েছি, আবার ভাসাব তার সব যোগাড় করেছি।

২য় মা। দেখ না ভায়া, মদ খাবি মদ খা, ঝগড়া কিচি-কিচি কেন ?

নশীরাম। বাবা কাজের ঝগড়া কর, প্রাণে আমোদ পাবে, শত্রু কাঁদবে, প্রাণ ভরে হাসবো, তবেইত মজা ? মদের দোকানে ঝগড়া কেন ? এখানে খালি আমোদ ওড়াও। কি বাবা মদের সঙ্গে আর কিছু দেবে না ? ছুটো একটা ভাল দেখে ম্যাও দিতে পার না ?

১ম মা। ম্যাও কি ভায়া ?

নশীরাম। পৃথিবী রত্ন—নারীরত্ন, মেয়ে মানুষ।

১ম মা। ভায়া আজ এক পাত্র দে না।

নশীরাম। খাবি খা ; তা আর বল্‌তে হবে কেন। আমোদ করবি কর, বলবার কিছু দরকার নাই। (মদ্যপান) খুব খা, উড়ে বেড়া, হাওয়ার মতন ফুলে ফুলে বেড়া ; খালি মজা লোট।

নেপথ্যে। এই যে বেটা বসে আছে।

নেপথ্যে। কৈ, কোন বেটা ?

নেপথ্যে। আরে ঐ যে ; মদ খাবার যোগাড় কচ্চে।

দুই জন কনেষ্টেবল ও ডিঃ পুলীশের প্রবেশ।

১ম ক। এই চোর, এই চোর।

নশীরাম। কি বাবা পাগল পেয়েছ নাকি ?

১ম মা। ভায়া ও দু শালাই মূর্খ, তা না হলে এ সময় বাধা দেয়—দু-বেটাই কমবক্তা।

নশীরাম। কি রে তুই এসেছিস, আমাকে ধরিয়ে দিলি ; মনে করেছিস আমি চুরি করেছি, তোর বড় ভুল, বড় ভুল।

২য় ক। তোমার নামে একটা ওয়ারেণ্ট আছে, তোমাকে ফাঁড়িতে ধরে নিয়ে যাবার হুকুম হয়েছে, চল, আর দেরি কর না।

নশীরাম। ফাঁড়িতে নিয়ে যাবি তার আর ভয় কি ? আমি সেখানে অনেক দিন ঘর দোর করেছি ; সেখানে ত মদ খেতে দিবিনি, দাঁড়া মদ খেয়েনি তার পর যাচ্চি।

১ম ক। আর মদ খেতে দিতে পারি নে।

নশীরাম। যা যা, মদ খাব তবে যাব; এই টুকু না খেয়ে এক পাও নড়ব না। কোন শালা আমাকে নড়ায়।

১ম ক। হাতকড়ি দেত, দেখি বেটা নড়ে কিনা; টাকা আছে বলে,চোরকেও তুমি আমি কচ্ছিলুম, কিন্তু জোর কেন? আমরা পুলীশের লোক তা জানিস?

নশীরাম। কি বাবা! নতূন বন্দোবস্ত কেন?

১ম ক। তোর রকম দেখে, এখনও ভাল চাস ত চল, তা না হ'লে এই গুঁতোর জোরে নিয়ে যাব। জাননা শালা চুরি করেছ।

নশীরাম। কি বাবা! যখন এত নিকট সম্বন্ধ ঠিক্ করেছ তখন চল আমি যেতে স্বীকার কল্লেম, যেখানে নিয়ে যাবে চল যাচ্চি। তোমরা ত আমার দেশের লোক বিশেষ যখন এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে জানৃলেম, তখন একটা কাজ কর, মনে কর যদি আমার লোককে এক খানা চিটি লিখে দি তাতে তোমাদের কোন আপত্তি আছে?

১ম ক। আচ্ছা লিখে দে।

নশীরাম। বেশ, বনাই বেশ। বিধেতাপুরুষ! একটু কাগজ কলম দেনা ভাই? (এক টুকরা কাগজ লিখিয়া দূরে নিক্ষেপ ও পুনরায় লিখিতে আরম্ভ)। এই চিটি খানা রাম-লোচনের কাছে পাঠিয়ে দেনা ভাই। এখন হাতকড়ি দাও বাসর ঘরে নিয়ে যাও, আমার কোন আপত্তি নাই।

১ম ক। দেনা, হাতকড়ি দিয়ে নিয়ে চল না।

নশীরাম। ভায়া! যদি আমার সঙ্গে ভদ্রতা না কল্লে

তা হলে বোধ হয় নশীরামকে ধরা তোমাদের সাধ্য হত না। এ পর্য্যন্ত যত লোককে পুলীশ খুনি ও চোর বলে ধরেছে সে সব মিছে। সে সব আমিই করেছি, কিন্তু পুলীশ তার কিছু কত্তে না পেরে আর এক জনকে খাড়া করে মিছে তাদের কষ্ট দিয়েছে। পুলীশ ভাল মানুষের যম, কিন্তু রূপেয়ার চাকর। আমি কখনই পুলীশকে ধরা দেই নাই, কিন্তু আজ তোদের ভদ্রতায় ধরা দিয়েছি।

রামলোচনের প্রবেশ।

রামলোচন! দেখ্‌চিস কি? আজ ধরা দিয়েছি।

রামলোচন। কেন?

নশীরাম। কেন কি? জগতে কেনর কি উত্তর আছে? আমার কাজ হয়েছে বলে বোধ হচ্চে, তাই ধরা দিয়েছি যদি মনের মত না হয় তোর সঙ্গে আবার দেখা করবো। তোকে যা যা বলেছি তা করিস, না বুঝতে পারিস জেনে শুনে নিস।

রামলোচন। কোথায় যাবেন?

নশীরাম। যেখানে নিয়ে যায়। আমি ত জিজ্ঞাসা করবো না, যেখানে যেতে বলে যাব, যা কত্তে বলে করবো আমার ত পেছনে চাইবার কেউ নাই। মাতাল হয়েছি মনে কচ্চিস, না না, তা ভাবিস নে। যা বলেছি ঠিক সেই রকম কাজ করিস।

রামলোচন। তাই করবো।

নশীরাম। টাকার ভাবনা করিসনে,যত টাকা চাস আছে, কিছু ভয় করিস নে।

রামলোচন। আপনি আমায় ছেড়ে চল্লেন।

(ক্রন্দন)।

নশীরাম। আস্তে পারিস খুন করে আসিস, বাজে কাজ করে আসিস্ নে, কিরে কাঁদ্‌চিস্ যে, তুই মেয়ে মানুষ না কি? আমি জান্‌তুম আমার সঙ্গে থেকে থেকে তোর মনও আমার মতন হয়েছে? দুর বেটা কমবক্তা! তোর চকের জল এখনও শুকয়নি! এখনও তুই মেয়ে মানুষ আছিস, খালি কাচা কোঁচা দিস্ এই। যা বেটা তুই আর আমার সাম্‌নে আসিস্ নে।

রামলোচন। আজ্ঞে আজ্ঞে।

নশীরাম। যা যা, আর তোর আজ্ঞে আজ্ঞে শুন্‌তে চাই নি। মেয়ে মানুষের সঙ্গে আমার কথা কওয়াও ঝকমারি।

রামলোচন। আপনি যাচ্চেন তাই।

নশীরাম। তার কি হয়েছে? বুক বাঁধ, পুরুষের কাজ কর। শোন যদি আজ রাত্রেই আমার সঙ্গে আস্‌তে না পারিস্ কাল যাস্। টাকা কড়ি যা থাক্‌বে সব তোর।

১ম ক। তবে এখন চল।

কনেষ্টবলদ্বয়, ডিঃ পুলীশ ও নশীরামের প্রস্থান।

১ম মা। (চক্ষু খুলিয়া) সব গেছেত। (রামলোচনের প্রতি) বাবু! আপনি চল্লে, এই কাগজে কি লেখা আছে দেখ দিকি।

রামলোচন। কৈ দেখি। (পত্র পাঠ করিয়া) (স্বগতঃ) হারটা নিয়ে গেছে তার প্রতিশোধ চাই। আচ্ছা, আর হরে-প্রনারায়ণের বংশের কারও উপর অত্যাচার কত্তে হবে, ভাল তাই করবো। (প্রকাশ্যে) ও কিছু নয় (পত্র খণ্ড খণ্ড করিয়া নিক্ষেপ)। যাই আবার ও দিক্‌কার যোগাড় করিগে।

প্রস্থান।

২য় মা। ভাব ত আমি কিছুই বুঝতে পাল্লেম না।

১ম মা। এসেচিস মদ খেতে, খেয়ে চলে যা। তুই ওদের কি বুঝবি। দেখ্‌তে পেলিনি লোকটা কেমন।

২য় মা। এক পাত্র দে।

(মদ্যপান)।

৩য় মা। চল, রাস্তায় আমোদ কত্তে কত্তে যাই।

২য় মা। তাই চল।

সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

কুঠির সম্মুখস্থ রাস্তা।

যোগেশ ও লীলা।

যোগেশ। লীলা! কেন তুমি আমার সঙ্গে এলে, যাও লীলা! এখনও ঘরে ফিরে যাও, এ অভাগার সঙ্গে এস না। আমি চোর, বাপ মা আমাকে চোর বলে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, ছেলের কথা একটুও বিশ্বাস কল্লে না। আমি

ভেসেচি, আর কেন আমাকে সংসারে টেনে রাখ। আমার জন্যে আমি একটুও ভাবিনি, কিন্তু তোমার কথা মনে হলে আর যে পা উঠে না। আমি সব সহিতে পারবো কিন্তু তোমার কষ্ট কেমন করে চোকে দেখ্‌বো?

লীলা। ছায়া কি গাছ ছাড়া থাকে? আমার জন্য তুমি কেন ভাবচ? তুমি কষ্ট সহ্য কত্তে পারবে, আমি পারবো না? তুমি না খেতে পেয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াবে, আর আমি ঘরে বসে খাব? আমি তোমার স্ত্রী, তোমার দাসী, তুমি আমার দেবতা, আমি তোমার পূজা করি। স্বামী ঘুরে বেড়াবে স্ত্রী বসে খাবে? স্বামী রাস্তায় রাস্তায় কষ্ট পাবে, আর আমি দাসী হয়ে বাড়ীতে বসে চাকর চাকুরানীর সেবায় থাকুব? দেবতা কোথায় পড়ে থাকুবে, কত ঝড় বৃষ্টি, রোদ শিশির, দিনরাত মাথার উপর দিয়ে চলে যাবে, আর আমি ঘরের ভেতর সুখে দিন কাটাব? তাতে কি আমার প্রাণে সুখ হবে? তুমিই বল দেখি, আমার অবস্থা যদি তোমার হত তা হলে তুমি কি আমায় সঙ্গে না এসে চুপ করে থাকুতে পাত্তে? আমায় বকুচ কেন? আমি তো তোমার কাছে কোন দুঃখ করিনি তবে তুমি কেন দুঃখ কচ্চ?

যোগেশ। লীলা! যখন ভাববো তুমি সুখে আছ তখন আমার সকল কষ্ট তুচ্ছ বলে মনে হবে; আমি যতই কষ্ট পাই না কেন, সে কষ্টের ভেতরও আমার সুখ থাকুবে। কিন্তু লীলা! যখন তোমার মুখ শুকুনো দেকুবো তখন কোন প্রাণে এ প্রাণ রাখবো? যাও লীলা! ঘরে ফিরে যাও আমার কথা শুন।

লীলা। আমি কোথায় যাব? কার কাছে যাব? অন্ধকার কূপে কত দিন বেঁচে থাক্‌বো? তুমি আমায় ছেড়ে গেলে সে পুরী অন্ধকার কূপ মনে হবে, সেখানে আমি কেমন করে থাক্‌বো, আমাকে তোমার সেবা কত্তে দেবে না? দাসীকে দাসীর কাজ কত্তে দেবেনা মনে করেছ, তা কর না; আমি তোমার সঙ্গে যাব।

যোগেশ। আমি কক্ষ ছেঁড়া গ্রহ, কোথায় যাচ্চি, কোথায় যাব, কোথায় থাক্‌বো তার ত কিছুই ঠিক নাই; চোরের আবার ঠিক কি? অতিথির আবার থাক্‌বার ঠিক কি? যাও লীলা! ফিরে যাও, এ হতভাগার সঙ্গে এস না। কথা শুন্‌বে না; তবু সঙ্গে আস্‌বে; বাড়ী যাবে না; যদি বাড়ী যেতে না পার নিকটেই ধাইমার বাড়ী আছে, চল সেই খানে তোমাকে রেখে আসি। তা হলেও নিশ্চিন্ত হুয়ে ঘুরে বেড়াতে পারবো।

লীলা। স্ত্রী স্বামীর কাছে থাক্‌লে স্বর্গ তুচ্ছ, দেবতা তুচ্ছ, সুখ তুচ্ছ, নন্দন কানন তুচ্ছ বলে মনে করে; সেই স্বামী ছেড়ে ঘরে থাক্‌বো, ধাইমার কাছে থাক্‌বো, তা পারবো না, আমাকে ক্ষমা কর, আমার দোষ ক্ষমা কর। যত দিন স্ত্রীলোকের স্বামী বেঁচে থাকে তত দিন শুনেছি তার অন্য দেবতার পূজার কোন দরকার নাই। আমি কি সেই দেবতা ছেড়ে, স্বামী সহবাসে অনন্ত সুখ ত্যাগ করে দুদিনের সুখে ভুলব? না না, আমার ওপর কেন রাগ করে পাপের নদীতে ভাসিয়ে দিচ্চ?

যোগেশের কুঠির দ্বারে করাঘাত।

নেপথ্যে। কেও কে দরজা ঠেলে?

যোগেশ। আমি যোগেশ।

নেপথ্যে। মিছে কথা।

যোগেশ। বিশ্বাস না হয় দরজা খুলো না; বোধ হয় আর দেখা হবে না, ধাই মা! চল্লুম।

দাসীর প্রবেশ।

দাসী। যোগেশ! এখন এসেচিস কেন? ও কে বৌমা না! বৌমা সঙ্গে কেন? কি হয়েছে? এ কি! তুই এমন হয়েচিস কেন? বল বাবা! বল আমার কপাল কি আবার ভাঙ্গলো?

যোগেশ। ধাই মা! আমি এখানে কেন এসেছি বল্‌তে পারি নি; তুই আমাকে ভাল বাসিস বলেই বোধ হয় আমার প্রাণ আমাকে তোর কাছে টেনে এনেছে।

দাসী। তোকে দেখে, বৌমাকে দেখে আমার যে ভাবনা হচ্চে? ঘরে আয় কিছু খাবি বাবা?

পট পরিবর্ত্তন।

যোগেশ। ধাই মা! ধাই মা!

দাসী। কেন বাবা!

যোগেশ। ধাই মা! আজ বাবা আমাকে মার সুমুখে, তাঁর চাকরদের সুমুখে চোর বলে, অপমান করে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। ধাই মা! চোরকে তুই বাড়ী থাকতে দিবি? তুই ভিন্ন আর আমার কেউ নাই তুইও আমাকে তাড়িয়ে দে। আমি মনের সুখে চলে যাই।

দাসী। সে কি বাবা! তুমি চোর হবে কেন?

যোগেশ। তুই আমায় তাড়িয়ে দে, চোর বলে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দে, তা হলে আমি মনের সুখে মত্তে পারি।

দাসী। যোগেশ বাবা! চুপ কর।

যোগেশ। ধাই মা! যোগেশ চলে আর আমায় ডাকিস্ নে, আরত আমি যোগেশ নেই।

দাসী। বাবা! আমি যে কিছু বুঝতে পাচ্চি নি; তোর বাপ তোকে এই কথা বলেছে।

যোগেশ। ছোটলোককে লোকে যেমন করে অপমান করে, বাবা আমাকে তার চেয়ে অপমান করে দূর করে দিয়েছে।

দাসী। এর কারণ কিছু বল্লে না, কোন কথা জিজ্ঞাসা কল্লে না?

যোগেশ। না ধাই মা; যে চোর তাকে আবার কারণ বল্‌বে কেন? সন্দেহ করে তাড়িয়ে দিয়েছে।

দাসী। বাবা! তুই একটু স্থির হ, কাল তোর মুখে সব কথা শুনে তোর বাপের সঙ্গে ঝগড়া করবো। তুই আমার এখানে থাক্, তুই আমার ছেলে আমার কাছে থাক্।

যোগেশ। ধাই মা! কাল কি বল্‌চ; কাল যোগেশের নামও বোধ হয় আর কেউ শুন্‌তে পাবে না; ইচ্ছা ছিল তোর কাছে সব বল্‌বো না, কিন্তু পাছে তোর কখন এমন মনে হয় যে তুই যাকে ছেলের মতন মানুষ করেছিস্ সে চোর হয়েছে, কিন্তু তা ত বলবার আর সময়

নাই। ধাই মা! আমি এখন বিদায় হই। ধাই মা! আমি কখন মাকে দেখিনে, তোকেই আমার মা বলে মনে হয়; যখন মার কথা ভাবি তোর মুখ মনে পড়ে,তাই যাবার আগে প্রাণ বুঝি তোর সঙ্গে দেখা কত্তে টেনে আন্‌লে। ধাই মা! আমায় ছেড়ে দে।

দাসী। বাবা এ রাত্রে আর কোথাও যাস্‌নি; আমার কথা শোন, আমায় কাঁদাস নি।

যোগেশ। না ধাই মা! তোর পায়ে পড়ি, তুই আর আমায় ধরে রাখিস্ নি।

দাসী। না বাবা! আমি তোকে ছেড়ে দেব না তুই তোর বাপের কাছে গিয়ে যা সত্তি তা বলে আয়।

যোগেশ। ধাই মা! সত্তি কথা কেমন করে বল্‌বো, আমি যে প্রতিজ্ঞা করেছি বলবো না। কিন্তু আমি চোর নয় তা তাঁকে বুঝিয়ে বলেছি। সত্ত্যি কথা একদিন না একদিন নিশ্চয় বেরুবে। ধাই মা! আমাকে ছেড়ে দে।

(দাসীর ক্রন্দন)।

ধাই মা! তুই কাঁদিস্‌নে, আমায় কাঁদাস নে; আমি অনেক সহ্য করেছি কিন্তু কৈ এক ফোঁটাও ত জল চোক্ থেকে পড়েনি; তোর কান্না দেখে আমি আর স্থির থাক্‌তে পারি নে।

দাসী। আমি যে বুড়ো বয়সে তোর মুখ দেখে ছেলের শোক ভুলেছিলুম।

যোগেশ। ধাই মা! আমায় বিদায় দে, আর আশীর্ব্বাদ কর যেন তোর চোর ছেলে আর না থাকে। ধাই মা!

তোর কান্না দেখে আমার আর পা উঠচে না, কিন্তু বাবার কাছে যে কথা বলে এসেছি সেই প্রতিজ্ঞাই আমাকে ঠেলে বার করে দিচ্চে। মা! আমায় ছেড়ে দে মা, দে মা, আমায় ছেড়ে দে।

দাসী। (যোগেশের হস্ত ধারণ করিয়া)। বাবা! এই রাত্রে আমায় কাঁদিয়ে বৌমাকে সঙ্গে করে কোথাও যাস্‌নে।

যোগেশ। (বিহ্বলের ন্যায় লীলার প্রতি চাহিয়া)। লীলা! তুমি এই খানেই থাক, আমার কথা শুন, আর আমার সঙ্গ নিও না। আমি চোর, চোরের সঙ্গে তোমার মত দেবীর থাকা শোভা পায় না।

লীলা। আমি দেবী নহি, আপনার দাসী।

দাসী। আমি স্বপ্নেও মনে করিনি যে এ রকম ঘটনা কখন ঘটবে; কিন্তু এখন দেখ্‌ছি তোর মা মরবার সময় যা যা বলে ছিল তা সব হয়েছে; তোর বাবা চিরকালই গোঁয়ার, এই রাগের জন্যে অসময়ে তোর মা মরে। আহা! সে কথা মনে হলেও দুঃখ হয়; মরবার কিছু আগে তোর মা বল্লে "দিদি! আমার সময় হয়ে এসেছে, আমার ছেলের আর কেউ নাই, তুমিই এর মা হলে, আমার দুটি হাতে ধরে বল্লে এই ছেলের মুখপানে চেয়ে আমার স্বামীর সকল রাগ বরদাস্ত করো, কখন মা মরা ছেলে ছেড়ে যেও না। যোগেশ বাবা! তুই আমাকে ছেড়ে যাবি। (মূর্চ্ছা।)

যোগেশ ও লীলার প্রস্থান।

(উঠিয়া) কৈ আমার যোগেশ কৈ, বাবা! তোর মার

হাতে হাত দিয়ে যে দিব্বি করেছিলুম তা রাখ্‌তে দিলি নি। যোগেশ! যোগেশ! আমাকে ছেড়ে গেলি। মা বলে কি দয়া হল না। মাকে কাঁদিয়ে চলে গেলি ওঃ (মূর্চ্ছা)

বিভার প্রবেশ।

বিভা। ধাই মা! ধাই মা! দিদিও কি গিয়েছেন? আমি যে পালিয়ে এসেছি, দিদিকে ধরে নিয়ে যেতে এসেছি, একি! ধাই মা উঠ উঠ।

দাসী। কৈ আমার যোগশ কৈ, আমি যে আর কিছু দেখ্‌তে পাচ্চিনি, তুমি কে লীলা! আমার বৌ মা, আয় মা আমার কোলে আয়। তোকে কোলে করেও আমার সব দুঃখ যাক্; না না, আমার লীলাও নাই! সেও গিয়েছে; যোগেশ! যোগেশ বাবা! (মূর্চ্ছা)

বিভা। আমি পালিয়ে কি শেষে এই দেখ্‌তে এলুম। হায়, হায়! আমার অদৃষ্টে সুখ সইবে কেন? ধাই মা ওঠ! ধাই মা!

দাসী। কৈ যোগেশ এলি, চল বাবা ঘরে যাই।

বিভাকে আলিঙ্গন।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

জেল।

নশীরাম।

নশীরাম। বাঃ বাঃ কি মজা এক চালে বাজী মাৎ, এক এক উপায়ে কতগুনো ভেসে গেল, দোষী, নির্দ্দোষী সব ভেসে গেল। কেউ সে টানের মুখে টেঁকতে পাল্লে না। কি টানের জোর! যে ছেলেটাকে বড় ভালবাস্‌তো, যেটাকে জমীদারী দিয়ে আপনি ধর্ম্ম করবে বলে মনে করে ছিল, সেইটে আগে ভেসে গেল। জমীদার হলেই যেন বুদ্ধি সুদ্ধি কম হয়, ছেলেটাকে কি বলে ভাসিয়ে দিলে? যাক্ ও কথা আমার দরকার কি। আমি ত চল্লুম, কে বল্লে আমি চল্লুম; দ্বীপান্তরে পাঠাবে? কেমন করে; ঐ যে জেলের গরাদে ভাঙ্গা আছে, তবে আর কি। যদি প্রাণের জ্বালা না মেটে ঐ গরাদে ভেঙ্গে পালাব; প্রাণের জ্বালা মিটিয়ে আবার আসবো; তখন আমায় যা পারিস তাই করিস। নশীরামের নাম বজায় থাক্‌বে ত। দেখ্‌তে আসবে, হরেন্দ্রনারায়ণ আমায় দেখ্‌তে আসবে? সেই সময় আমার কাজ শেষ করবো, যদি না লাগে কার সাধ্য আমায় দ্বীপা-

স্তর পাঠায়—উঃ আজ আমার প্রাণে কত আমোদ, আজ প্রাণ যেন নেচে উঠছে। ঐ যে কে আসচে না?

রামজীবনের প্রবেশ।

রামজীবন। এখন বল্‌বে সে হার কোথায়? কিছুদিন আগে বল্লে বোধ হয় তোমাকে আর এত কষ্ট পেতে হত না।

নশীরাম। হা হা, কষ্ট কি রামজীবন! কষ্ট কেউ কাকে দিতে পারে? আমার নিজের কষ্ট আমি নিজে পাচ্চি; ও কথা আর তুল না; তোমার বা তোমার প্রভুর সাধ্য কি আমায় কষ্ট দেয়? এখন তোমার প্রভু কোথায় তাকে ডেকে আন্‌বেন না? আমার এ দশা একবার দেখবে না? একটুও হাসবে না?

রামজীবন। কেন? এখনও তোমার সে ভাব যায় নি।

নশীরাম। বলি হারের কথা কিছু শুন্‌বে না?

রামজীবন। হার কোথায় আছে বল না, আমিই না হয় তাঁকে বল্‌বো।

নশীরাম। তোকে বল্‌বো কি? কুকুরের কুকুরকে বল্‌বো; ছিঃ ছিঃ নশীরামের এখনও তার দেরি আছে; শুন্‌তে যদি ইচ্ছে হয় তোর প্রভুকে পাঠিয়ে দে।

হরেন্দ্রনারায়ণের প্রবেশ।

এই যে তোমার সত্যের অবতার এসে হাজির; আসুন, আসুন, আজ যে বড় বিমর্ষ; প্রাণে কিছু লেগেছে নাকি?;

তোমার ত লাগবেই, তোমার পেছনে দ্যাখবার যে অনেক আছে, দ্যাখ, দ্যাখ কিন্তু দেখে কিছু কত্তে পাল্লে? কাছে এস, হারের কথা শুনবে না? মনে কিছু ভয় হয়েছে নাকি?

হরেন্দ্র। দস্যুর কাছে ভয়ের কথা আছে বটে; ইচ্ছা ছিল না যে তোমার মুখ আর দেখি, কিন্তু যে লোক আর দেশে আস্‌তে পারবে না তার শেষ অনুরোধ রাখ্‌তে আপত্তি কি? তাই মনে করে এসেছি, বল তোমার কি বল্‌বার আছে?

নশীরাম। তোমার কথা আমি অনেক জানি, সব বলবার সময় ত আর আমার নাই যেটাতে তোমার উপকার হবে সেইটা বলবো কি?

হরেন্দ্র। (স্বগতঃ) উঃ কি ভয়ানক! যার ভবিষ্যৎ এত অন্ধকার তার মন এত প্রফুল্ল হতে পারে তা আমার জ্ঞান ছিল না। (প্রকাশ্যে) কি বল্‌বে বলো।

নশীরাম। হারের কথা শুনবে না তোমার স্ত্রীর কথা শুনবে?

হরেন্দ্র। আমার স্ত্রীর কথা! না না হার হার।

নশীরাম। দুটো আমি বল্‌তে পারি না। একটা বল্‌তে পারি।

হরেন্দ্র। আমার স্ত্রীর কথা বল্‌বে? বল।

নশীরাম। (স্বগতঃ) এতে আমার কাজ হবে না। (প্রকাশ্যে) তোমার হারের কথাটাই বলি। শোন হরেন্দ্রনারায়ণ! তোমার ছোট ছেলে সুকুমারই তোমার এই সর্ব্ব-

নাশ করেছে। শুন্‌তে পারবে কি? একবার ভেবে দেখ দিকি?

হরেন্দ্র। বল বল নশীরাম! শীঘ্র বল।

নশীরাম। কি আর বলবো; তুমি যে রকম অস্থির হয়েছ আমার বলা না বলা দুই সমান।

হরেন্দ্র। নশীরাম! তোমার—

নশীরাম। আমি যে তোমার শত্রু। তোমার শত্রু মিত্র জ্ঞান নাই।

হরেন্দ্র। নশীরাম! নশীরাম আর কাজ নাই যথেষ্ট হয়েছে আমি আর শুন্‌তে চাই না।

নশীরাম। শোন; এক দিন তোমার ছোট ছেলে এক খানা হ্যাণ্ডনোট নিয়ে আমার কাছে দশ হাজার টাকা ধার কত্তে আসে; জুয়া খেলে সেই টাকা তার দেনা হয়; তোমার বড় ছেলে তা জান্‌তে পারে, সে তাকে অনেক বারণ করে কিন্তু তোমার ছোট ছেলে বলে আমার দেনা যদি দিতে পার খেলা ছেড়ে দেব; তোমার বড় ছেলে একটা ফাঁকা হ্যাণ্ডনোট দেয়; আমিই তোমার ছোট ছেলেকে কৌশল করিয়ে চুরী করাই। তোমার বড় ছেলে এ চুরীর কথা কিছুই জানে না, সে আমাকে চেনে কি না জানি না, হ্যাণ্ডনোটও আমার নামে ছিল না।

হরেন্দ্র। নশীরাম! তোমার পায়ে ধরি, আর না, আমি আর শুন্‌তে চাই না। যোগেশ! যোগেশ!

নশীরাম। শুনবে না, কেমন করে তোমার ছেলে হার চুরি করেছিল?

হরেন্দ্র। আর আমি এ নরকে থাকবো না, এ নরক; না না, এ নরক অপেক্ষাও ভয়ানক স্থান; আমি নিরপরাধে যোগেশকে বাড়ী থেকে দূর করে দিয়েছি, আর চোরকে ঘরে রেখেছি। যোগেশ! যোগেশ! (মূর্চ্ছা) নশীরাম! আমাকে ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও; আমি এখানে আর থাকতে পাচ্চিনি। এখানকার বাতাস পর্য্যন্তও যেন আমার গলা চেপে ধচ্চে। নশীরাম! তোমার পায়ে পড়ি, আমি আর শুনতে পারিনি। আমি নরাধম, নির্দ্দোষীকে কষ্ট দিয়েছি, তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি; বাপ হয়ে ছেলেকে মেরে ফেলেছি। রামজীবন! তুমি শীঘ্র যোগেশকে খুঁজতে লোক পাঠিয়ে দাও। আমি আর চলতে পারিনি। যোগেশ বাড়ীতে না এলে আমি আর বাড়ী যাব না।

রামজীবনের প্রস্থান।

নশীরাম। হা হা! সে কি আর আছে; আমার লোক বলেছে সে কোন নদীতে ঝাঁপ দিয়ে মরেছে। নদীর ধারে তার কাপড় পাওয়া গিয়েছে।

হরেন্দ্র। কি আমার যোগেশ নাই? তা কখনই বিশ্বাস হয় না।

নশীরাম। হরেন্দ্রনারায়ণ! এখন আর তোমার কাছে মিছে কথা বলবে কেন? মিছে কথায় আর আমার লাভ কি?

রামজীবনের প্রবেশ।

এই যে তোমার রামজীবন কাঁদতে কাঁদতে আসচে।

হরেন্দ্র। একি রামজীবন! তুমি ফিরে এলে যে।

রামজীবন। আর কেন জিজ্ঞাসা কচ্চেন; মা ঠাকুরুণ লুকিয়ে যে লোক পাঠিয়ে ছিলেন তার সঙ্গে আমার দেখা হল, সে আমায় বল্লে নদীর ধারে যোগেশের কাপড়, জামা পড়ে আছে; দেখে সে সেই খানকার লোকদের জিজ্ঞাসা কল্লে, একজন বলেছে একটা লোক কাপড় জামা রেখে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে মরেছে—সে আজ দুদিন।

হরেন্দ্র। আমার যোগেশ নাই—(মূর্চ্ছা)

নশীরাম। স্ত্রীলোকের মত কি দেখ্‌চ; তোমার প্রভুর প্রায় হয়ে এল। মাথাটা তুলে দেখ।

রামজীবন। একি! সত্তি সত্তি যে এঁর সময় হয়ে এসেছে। নাড়ী নাই! নিশ্বাস পড়ছে না! নশীরাম! এখন উপায়।

নশীরাম। তুমি পাগল, তা না হলে আমার কাছে আমার শত্রুর বাঁচবার কথা জিজ্ঞাসা কচ্চ? হা হা হা, এত দিনে রামজীবন! আমার জীবন সার্থক হল,এখন আমি অনায়াসে মত্তে পারি। শোন রামজীবন! আজ যদি তোমার প্রভুর মৃত্যু না হত, আজই রাত্রে নশীরাম জেলের ঐ গরাদে ভেঙ্গে পালিয়ে যেত যত দিন না হরেন্দ্রনারায়ণকে নিজে মারতে পাত্তেম তত দিন কেউ জানতেও পাত্তে না নশীরাম কোথায়। কিন্তু এখন সে আশা মিটেছে এখন আমি খুব ভেসে যাব, যেখানে নিয়ে যাবে, সেই খানে যাব।

রামজীবন। প্রভু! প্রভু! রাজা হরেন্দ্রনারায়ণ! দীন-পালক হরেন্দ্রনারায়ণ! উঠুন (ক্রন্দন) একবার চেয়ে দেখুন।

এ কি! মৃত্যু হয়েছে যে। জেলে মৃত্যু হল! উঃ দেখে প্রাণ কেঁদে উঠে।

নশীরাম। জেলে মরেছে তাই দুঃখ কচ্চ? বেশ হয়েছে, মরতে হবে মরেছে, বুঝে মত্তে পাল্লে মরতো। এখন প্রভুর মাথাটা তোল, মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্চে, ছিঃ সেটা কি তোমার দেখা উচিত! তুলে যাও।

রামজীবনের প্রস্থান।

বাঃ বাঃ আজ আমার আনন্দের দিন, বড় আনন্দের দিন।

দুইজন জেল কনেষ্টবলের প্রবেশ।

১ম জে ক। ক্যারে চিলাওতা কাহে। ই কা হায়! আদমি মর গিয়া! ভাইয়া ই কা হায়!

নশীরাম। মরেনি, শুয়েছে উঠবে না! তোরা তুল্‌তে পারিস ত তোল।

২য় জে ক। আরে মুরদা হায়! শালা হামুসে পাট্টি চালাও, শালা! তোম মারা হায়।

নশীরাম। না বাবা! আমার কাজ যমে করেছে।

১ম জে ক। আরে যোড়িদার ভাই! ডাক্‌দারকো খবর দেও।

একজন কনেষ্টবলের প্রস্থান।

জেল ডাক্তার ও কনেষ্টবলের প্রবেশ।

জে ডা। (নাড়ী দেখিয়া) এখনও বেঁচে আছে, কিন্তু আর যে টাঁ্যাকে তা আমার বোধ হয় না। লোকটার কি রোগ হয়েছে তা আমি বুঝ্‌তে পাচ্চিনি।

হরেন্দ্র। আর আমাকে জ্বালাতন কচ্চ কেন? আমার ত সময় হয়ে এসেছে।

জে ডা। আপনার কি হয়েছে? (হাত ধরিয়া) কৈ আর ত নাড়ী পাচ্চিনি; না—না খুব আস্তে আস্তে বইছে।

সুকুমার ও রামজীবনের প্রবেশ।

রামজীবন। ঐ দেখ, সেই অবস্থাতেই পড়ে আছেন।

নশীরাম। এ কি! সঙ্গে কে?

সুকুমার। (স্বগতঃ) নশীরাম না? সর্ব্বনাশ! বাবা সব জান্‌তে পেরেছেন না কি? (প্রকাশ্যে) রামজীবন! এ নরকে আমায় আর কেন আন্‌লে? আমায় শীঘ্র নিয়ে চল, আমার শরীর কাঁপচে।

নশীরাম। কেও সুকুমার বাবু! তোমার জন্যই তোমার বাপের এই দশা—

সুকুমার। নরকের কীট! তোর মুখ দেখ্‌লেও পাপ হয়। রামজীবন! চল আর এখানে থাকৃতে পারি না।

হরেন্দ্র। রামজীবন!

রামজীবন। (সুকুমারের প্রতি) এই যে এখনও বেঁচে আছেন। আপনার ছেলে এসেছে।

হরেন্দ্র। কে যোগেশ! কৈ যোগেশ; একবার আমার কাছে আয়।

নশীরাম। ঐ দেখ, ঐ দাঁড়িয়ে রয়েছে।

হরেন্দ্র। (সুকুমারের মুখের দিকে চাহিয়া।) রামজীবন! এ সময়ে তুমিও আমার শত্রুতা কল্লে। উঃ! বুক ফেটে গেল। উঃ প্রাণ যায়, যোগেশ! যোগেশ! কৈ, কৈ বাবা! সত্যের অপমান—তাই—এই—(মৃত্যু)

সুকুমার। রামজীবন! আমাকে রক্ষা কর। আমি আর নরকে থাকতে পারিনি ও মূর্ত্তি আর দেখ্‌তে পারিনি ঐ দেখ ঐ দেখ।

প্রস্থান।

রামজীবন। একি! সুকুমার এমন হল কেন? আবার সৎকারের যোগাড় করিগে।

প্রস্থান।

জেড়া। চল আমরাও সব যাই।

সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

নশীরামের বাড়ী।

রামলোচন।

রামলোচন। নগদ টাকা গুলো হজম কত্তে পারবো, কিন্তু জমী জরাতগুলো ত ভোগ কত্তে পারবো না। কোম্পানি শুনেছে তার আর কেউ নাই, জমীগুলো কোম্পানির হাতে যাবে; তা কি করবো? নশীরাম কি আর বাঁচবে? আর বেঁচেই বা কি লাভ; যতদিন বেঁচে থাক্‌বে ততদিন দ্বীপান্তরে থাক্‌তে হবে। বেঁচে থাক্‌লে ত সহজে ছাড়বে না। এত টাকা খরচ কল্লেম, কিছুই ত সুবিধে কত্তে পাল্লুম না। ঘুষ কত টাকাই যে দিয়েছি তা ত বল্‌তে পারি নি। কতক টাকা সরিয়েছি আর কতক আছে। সেই গুলোর একটা বিলি কত্তে পাল্লেই যা হয় বোঝা যায়। আবার শুধু টাকা নিলে হবে না; হরেন্দ্রনারায়ণের বংশের একজনের ওপর বজ্জাতি খেল্‌তে হবে,তবে ধর্ম্ম ত আমি এ নশীরামের টাকা পাব। এত টাকা পেলুম আর এইটে কত্তে পারবো না। তবে এতদিন নশীরামের সঙ্গে থেকে কি কল্লেম? ছেলেদের ত যা হয় একটা যোগাড় ক'রে দিলুম; এখন মলেও দুঃখ নাই। না বাবা! তা হচ্চে না, দিন কতক বাবু হওয়া যাক্।

একজন চাকরের প্রবেশ।

চাকর। আর কি যাবে—দিন, শীঘ্র শীঘ্র রেখে আসি; আমায় কিছু দিলে না?

রামলোচন। আমি আগে নি, বাকি তোর, যা পারিস নিস। ঐ ঘরের গুলো নিয়ে যা।

চাকর। আমায় কি দেবে দেখে রেখে দাও; আমায় একটা বলে দিও; আমি গরীব মানুষ, আমার কিছু পেলেই ঢের হবে। বলি হ্যাঁগা! সে আর ফিরবে না ত? তোমরা বড়-মানুষ, তোমরা দিতে পারবে কিন্তু আমি আর পারবো না; যা পেটে পুরবো তা আর বার কত্তে পারবো না, সব হজম করে ফেলবো। বেটা কত চুরি ডাকাতি করে এই টাকা করেছিলি।

রামলোচন। চুপ কর, চুপ কর।

চাকর। চুপ করে করেই বলচি, সব চুরি ডাকাতির টাকা; আগে লোকের মাথায় লাটি মেরেছে কেমন বাবা! যাকে ভয় কত্তে তার হাতেই গেলে ত। মেয়ে মানুষ ধরেছে, গয়না কেড়ে নিয়েছ, ধর্ম্ম খেয়েছ, আর ছেড়ে দিয়েছ; বল্লে দা নিয়ে তেড়ে আস্‌ত, দেখেছ ত তার ফল!

রামলোচন। চুপ কর্; এই টাকা গুলো নিয়ে আয়।

চাকর। তা যাচ্চি, কথাটা পড়লো জবাব দিয়ে যাব না।

রামলো। আচ্ছা যা।

চাকরের প্রস্থান।

লোকটা শেষে বড় কষ্ট পেলে; সব কপাল। তা না হ'লে সে চুরি ডাকাতি করে টাকা কল্লে, আমি পেলুম কেমন করে? ঐ না পুলীশের লোক আস্‌চে? এই বেলা পালাই। যা হয় বেটারা করুক।

(প্রস্থান)

দুইজন পুলীশ কর্ম্মচারীর প্রবেশ।

১ম ক। তাইত বাড়ীতে কেউ নাই যে? জিনিষ পত্তর কোথায় চল দেখিগে।

চাকরের প্রবেশ।

চাকর। এ আবার কারা? পুলীশের লোক না? তবেই আমার অদেষ্টে ভেঙ্গেছে; যা হয় দেখি।

২য় ক। তুই কে?

চাকর। (স্বগতঃ) শালারা ত সবই নিয়ে যাবে, একটু মজা করা যাক্। (প্রকাশ্যে) আমি নশীরামের ভগ্নীপতি।

২য় ক। আর জিনিষ কোথা আছে?

চাকর। যা আছে এই, আর নাই। আর যা ছিল এক শালা নিয়ে পালিয়েছে।

১ম ক। সে কে, তুই জানিস্?

চাকর। জান্‌লে কি হবে, শালা পালিয়েছে। রাস্তায় আমার সঙ্গে দেখা হ'ল। আমায় বল্লে, তুই তোর ভাগ নিগে যা।

১ম ক। ভাগ পাবি, তুই তাকে ধরিয়ে দিতে পারিস?

চাকর। আমার এ কূলও গেছে ও কূলও যাবে, তার দরকার কি? তোমাদের যা নেবার নিয়ে যাও, আমাকে যা দেবার দাও। আমরা সব মাস্‌তুতো ভাই বইত নয়।

২য় ক। সেই ভাল।

১ম ক। তবে এখন বন্ধ ক'রে যাই চল।

চাকর। সেই ভাল। চাবি আমার কাছে থাকবে।

সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রামনগরের রাস্তা।

যোগেশ ও লীলা।

লীলা। এখন উপায় ?

যোগেশ। যা ছিল সবইত পেটে পূরেছি ; পেটের জন্যে তোমারও অনেক কষ্ট গেছে, এখন উপায় ভিক্ষে।

লীলা। ভিক্ষে কি ? কেমন করে ভিক্ষে কত্তে হয় ?

যোগেশ। কেন লীলা ?

লীলা। আমি ভিক্ষে করবো।

যোগেশ। সে কি লীলা! যে কখন বাড়ীর বার হয় নি, সে কেমন করে ভিক্ষে করবে ?

লীলা। তুমি আমাকে শিখিয়ে দাও।

যোগেশ। না লীলা! আমি তা পারবো না, না খেয়ে থাকুবো তবু তোমাকে ভিক্ষে কত্তে পাঠাতে পারবো না। রাজা হরেন্দ্রনারায়ণের বধু হয়ে তুমি ভিক্ষে করবে, পরের কাছে তুমি হাত পাতবে ? এখনও যোগেশ বেঁচে আছে, এখনও হরেন্দ্রনারায়ণের বংশের রক্ত আমার শরীরে আছে। তুমি ভিক্ষে করবে—তা হবে না ? আমি যাব, আমি যাব লীলা।

লীলা। তোমার দাসী থাকুতে তুমি যাবে ? যে তোমার চণর সেবার জন্য জন্মেছে, সে এখনও বেঁচে আছে। । ন

না, তা হবে না। তোমার অসুখ হয়েছে, তুমি কেমন করে যাবে ?

যোগেশ। না লীলা! আর ও কথা মুখে এননা। আমি বেঁচে থেকে তোমাকে কেমন ক'রে ভিখারিণী সাজাব? তুমি পথে পথে ঘুরে, রোদে বৃষ্টিতে ঘুরে যা আন্‌বে আমি তা বসে খাব? উঃ কি ভয়ানক কথা!

লীলা। তুমি কি বল্‌চো? তুমি দাঁতে একটিও তৃণ না কেটে পড়ে থাকবে, আর আমি স্ত্রী হয়ে তা দেখ্‌বো? দেবতা অভুক্ত থাকবে, ভক্ত তা চোকে দেখে স্থির থাক্‌বে; এ কেমন করে হবে? তোমার পায়ে পড়ি আমাকে শিখিয়ে দাও, আমি ভিক্ষায় যাই। আজ চার দিন তুমি বাসীমুখ পর্য্যন্তও ধোও নি। বনে যে ফল পেয়েছিলুম তাই একটু খেয়ে কি দিন যায়? না খেয়ে তোমার এ রোগ হয়েছে; রোগের পথ্য ত চাই, তাই ভেবে আমাকে ছেড়ে দাও।

যোগেশ। না লীলা! তা কখনই হবে না, আমি যাব, আমি ভিক্ষে করে আনবো (উঠিবার চেষ্টা ও পতন)।

লীলা। কর কি? একটু স্থির হও। আমি ভিক্ষে কত্তে যাব না।

যোগেশ। লীলা! তুমি আমাকে তুলে দাও, আমি যাব। (পুনরায় উঠিবার চেষ্টা) আজ আমার শরীর এত ক্ষীণ হয়ে পড়েছে কেন? লীলা! আবার এখনই কি রাত হলো?

লীলা। এখনও রাত হয় নি।

যোগেশ। এত অন্ধকার, দেখ্‌চি কেন? উঃ অন্ধকার

যেন আমার গায়ে পড়ছে, এই যে আমার গায়ের সঙ্গে ঠেকে যাচ্চে; তুমি দেখ্‌তে পাচ্চ না? আমাকে কেন প্রতারণা কচ্চ, আবার দিন ত গেল? এমনি করে সব দিন যাবে, তবে তুমি ভিক্ষে কত্তে কেন যাবে লীলা?

লীলা। তোমার বড় কষ্ট হয়েছে তুমি একটু শোও।

যোগেশ। আমি ঘুমব তুমি বসে থাক্‌বে? না না চোরের আবার ঘুম কি? যে লোকের কাছে মুখ দেখাতে পারবে না তার আবার চোক বোজা কেন?

লীলা। ওগো তোমার পায়ে পড়ি একটু চুপ কর।

যোগেশ। লীলা! কেন তুমি আমার সঙ্গে এসেছিলে?

লীলা। তুমি একটু চুপ করে থাক আমি তোমার গায়ে হাত বুলিয়ে দি।

যোগেশ। এত পুন্নি কি লোকের থাকে; তোমার মত স্ত্রী যার আছে তার বোধ হয় পৃথিবীতে কিছুরই দুঃখ নাই।

(শয়ন ও নিদ্রা।)

লীলা। (স্বগতঃ) আঃ পরমেশ্বর রক্ষা কল্লেন, এতক্ষণে এঁর ঘুম এলো, আস্তে আস্তে শুইয়ে আমায় ভিক্ষের চেষ্টা কত্তে হবে। কোথায় যাই, চারিদিকেই ত খালি বন, এ বনের ভেতর কার কাছে যাব? কে আমাকে ভিক্ষে দেবে? ভিক্ষে চাইব কেমন করে? যখন লোক দেখিলেই আর কথা কইতে পারিনি, তখন তার কাছে চাইব কেমন করে? ভিক্ষে না কল্লেও ত আর উপায় নাই; না খেতে পেয়ে ওঁর শরীর বড় ক্ষীণ হয়ে পড়েছে; আর না খেয়েই বা দিন

খাবে কেমন করে? স্বামী না খেতে পেয়ে অসুস্থ হয়েচেন আমি তা দেখে কেমন করে চুপ করে থাকি। না না, তা আমি পারবো না। আমি যাব, ভিক্ষে কত্তে যাব, দীন-নাথ! দীনের সহায় হও, আমি আমার স্বামীকে তোমার হাতে রেখে বড় বিপন্ন হয়ে যাচ্চি, তুমি এঁকে রক্ষা করো ঠাকুর!

প্রস্থান।

রামলোচনের প্রবেশ।

রামলোচন। আঃ বাঁচলুম, প্রাণ বাঁচলো। (ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া) কার পায়ের শব্দ হচ্ছে না? এই দিকে আসচে নাকি? না শব্দটা যেন চলে গেল, বোধ হয় বাতাসে শুক্‌নো পাতাগুলো উড়াচ্চে। আমার চেয়ে হতভাগা বোধ হয় আর কেউ নাই, আমি টাকার জন্য কি কষ্টটাই না পাচ্চি। মনে সুখ নাই, আহার নিদ্রা ত ত্যাগই হয়েছে। টাকা আছে তবু খেতে পাই না, পাছে কেউ চিন্তে পারে, পাছে কেউ পূলীশকে খবর দেয়। মানুষকে আমার যেমন অবিশ্বাস হয়েছে, এই বনে এসে বাতাসকেও আমার তেম্নি অবিশ্বাস হয়েছে; শুক্‌নো পাতাগুলো বাতাসে উড়্‌লে আমার মনে হয় কেউ আমার পেছনে পেছনে আসছে। টাকা ভোগের ত এই সুখ। এইখানে একটু বসি, আজ চারিদিন ক্রমাগত চল্‌চি। (উপবেশন) আঃ এত জায়গা ত ঘুরে ঘুরে এলুম, যোগেশকে ত দেখ্‌তে পেলেম না; কে জানে যোগেশ কে? কখন ত তাকে দেখিনি, তা চিন্‌বোই

যা কেমন করে ? হয়ত তাকে দেখেছি ; কিন্তু আমার বোধ হয় সে বেঁচে নাই। যোগেশটাকে পেলেই সোজা রকমে নশীরামের কথাটা রাখা হত। ঐ না আবার পার শব্দ শুনা যাচ্চে। একটু সরে থাকি, কাজ কি ?

(অন্তরালে অবস্থান।)

যোগেশ। উঃ বড় তৃষ্টা ; লীলা! একটু জল দাও ; জল খেলেই আমার পেট ভরবে।

রামলোচনের প্রবেশ।

রামলোচন। কে শুয়ে শুয়ে জল চাচ্চে ? জল দেব, মুখে জল দিয়ে লোকের উপকার করবো ? না না,সে শিক্ষা ত আমি পাইনি তবে জল দেব কেন ? কিন্তু একে দেখে প্রাণটা কেমন কচ্চে। নশীরামের সঙ্গে থেকে দয়া মমতা একেবারে পালিয়ে ছিল, কিন্তু আজ একে দেখে আবার কোথা থেকে সেই আগেকার ভাব মনের ভিতর আসচে ; কি আশ্চর্য্য ! নশীরামের সঙ্গে থেকে আমিই ছোট ছেলের গলায় পা দিয়ে মেরে ফেলে তার গা থেকে গয়না নিয়ে, বনে ফেলে দিয়ে এসেচি,শিয়ালে কুকুরে ছিঁড়ে খেয়েছে চোকে দেখেছি, মেয়ে মানুষকে মেরেছি, বুড় মার সুমুখে টাকার জন্যে তার ছেলের গলা টিপে মেরে ফেলেছি, তার যথাসর্ব্বস্য লুট করেছি, তখন প্রাণ কাঁদেনি—দয়া বলে জগতে একটা কথা আছে একদিনও তা মনে হয় নি, কিন্তু আজ সেই পাথরের প্রাণ নরম হয়েছে। জল দেব, না না, তা হলে লোকটা বাঁচতে পারে। মুখে জল দিয়ে লোক বাঁচাব,—দি একটু

জল দি। লোকে বলে পাপ পুণ্য আছে, কিন্তু আমার ত তা বিশ্বাস হয় না; যাই হউক যখন প্রাণ কেঁদেছে, তখন একটু জল দি। লোকটা ঘুমচ্চে; ঘুমন্ত বকচে না ত?

যোগেশ। লীলা! লীলা! একটু জল দাও; সুধু জল দিতে তোমার কষ্ট হচ্চে, না লীলা! তা মনে করো না। আমরা এখন পথের ভিকিরী, ভিকিরীর চেয়েও নীচ; তারাও লোকের কাছে মুখ দেখাতে পারে, কিন্তু আমি তাও পারি নে, বাপ চোর বলে তাড়িয়ে দিয়েছে, লোকে খেতে দেবে কেন? আমরা কোথায় খেতে পাব? জল দাও, তাও কি ভিক্ষে কত্তে হবে? আমি জল খেলেই উঠে বস্‌তে পারবো, আবার তোমাকে আদর করবো। লীলা! বড় কষ্ট হয়েছে, একটু জল দাও। জল দিলে না, প্রাণ যায় লীলা! একি, তুমি এত নিষ্ঠুর হলে কেন?

রামলোচন। (স্বগতঃ) এই নিশ্চয় যোগেশ। নশীরামের কথা রাখবো, এর ওপর অত্যাচার করবো? না এ যেগেশ নয়, কিন্তু যা যা বল্লে সব মেলে। দেখি যদি এই যোগেশ হয়, তবে যার নুন খেয়েছি তারই কথা রাখবো, এ সময়ে শত্রুতা করবো। (প্রকাশ্যে) কার কাছে জল চাচ্চ? এখানে আমি আছি আরত কেউ নাই।

যোগেশ। আর কেউ নাই। আমার লীলা নাই! লীলা! লীলা!

রামলোচন। (স্বগতঃ) গলাটা টিপে ধরি তা হলেই চুকে যাবে। না না ও ত মরেই আছে। আগে একট জল দি, জল চেয়েছে, জল দি। জল খাক্, তার পর মাত্তেই বা

কতক্ষণ; একটা পা তুলে দেওয়া বৈত নয়। যাই জল আনিগে। ঐ যে আবার কার পায়ের শব্দ হচ্চে, কেউ আস্‌চে না কি? যাই পালাই, জল পাই আনবো।

প্রস্থান।

লীলার প্রবেশ।

লীলা। এখনও ঘুমিয়ে; আজ চার দিনের পর আমার স্বামীর মুখে আহার দিতে পারবো, আজ আমার কি আনন্দের দিন। যদি জিজ্ঞাসা করেন তবে কি বলবো? একবার ডাকি? না যদি ঘুম ভাংলে কষ্ট হয়? না আগে কিছু খাওয়ান উচিত। একবার ডাকি! দেখ, চেয়ে দেখ; আজ ভগবান আমাদের খাবার জুটিয়ে দিয়েছেন।

যোগেশ। লীলা! প্রাণ যায়, একটু জল দাও, সুধু জল দেবে না? একটু জল দাও, আমি আর কথা কইতে পাচ্চিনি, বুক শুকিয়ে আস্‌চে।

লীলা। তুমি কিছু খাও। তার পর এই ফলটা খাও, তেষ্টা যাবে।

যোগেশ। অ্যা! লীলা! তুমি খাবে না।

লীলা। তুমি খাও তার পর আমি খাব। স্বামী না খেলে স্ত্রীর খেতে নাই তা জান না।

যোগেশ। লীলা! আমাকে ধর, আমার মাথা ঘুরচে, আমি উঠতে পাচ্চিনি।

যোগেশ ও লীলার প্রস্থান।

রামলোচনের প্রবেশ।

রামলোচন। কৈ সে লোকটা কোথায় গেল? সেই বোধ হয় যোগেশ। যদি যোগেশ হয়, তার অপকার করবো, তার প্রতি অত্যাচার করবো, নশীরামের কাছে শপথ করেছি হরেন্দ্রনারায়ণের বংশের একজনের উপর অত্যাচার করবো। যার টাকায় আমি, আমি হয়েছি, তার কথা রাখবো, যা হয় হউক। দেখি সে কোথায় গেল?

প্রস্থান।

যোগেশ ও লীলার প্রবেশ।

যোগেশ। তুমি খেলে না কেন লীলা?

লীলা। তুমি একটু শোও; আমি তোমায় বাতাস করি। আজ আমি তোমায় খাইয়েছি, আজ আমার আনন্দের দিন, এমন আনন্দ আর কখনও পেয়েছি কি না জানি না।

যোগেশের শয়ন।

পরমেশ্বর! আমি আর কিছু চাই না। আমার স্বামীকে যেন এই রকম করে রোজ রোজ খাওয়াতে পারি। বাকি খাবার গুলি ভাল করে আঁচলে বেঁধে রাখি, ঘুম ভাঙ্গলে আবার খাবেন। একটু শুই, আজ আমার আর কোন ভাবনা নাই; আমার স্বামী খেয়েছেন।

শয়ন।

রামলোচনের প্রবেশ।

রামলোচন। এ যোগেশ নয়! বলিহারি বাবা, তুমিই কাজের লোক, এরি মধ্যে এমন চাঁদপানা মেয়েমানুষ সঙ্গে; এ যোগেশ নয়! শুনেছি সে ছেলেটা খুব ভাল ছিল, এ রকম মাতলামো ত তার ছিল না। সাবাস্ বাবা আমাদের হার মানিয়েচ, এই জল জল কচ্ছিল, তার পরই একেবারে জ্যান্ত জল,কাছে শুয়ে। আহা কি রূপ! যেন কোন দেবতার মেয়ে শুয়ে আছে। মেয়েমানুষটাকে ভাল করে দেখ্‌তে হ'ল; এই যে আঁচলে কি বাঁধা আছে। দুদিন খাইনি দেখি (খুলিয়া আহারীয় দ্রব্য লইয়া) যেই হউক, আগে পেটটা পুরে খাইগে। যাই পালাই, জেগে উঠ্‌লেই গোল, আবার পুলীশ আছে।

প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

সুকুমারের শয়ন ঘর।

সুকুমার।

সুকুমার। পাপ কি ঢাকা যায়, কখনই নয়? লোকের মুখ বন্ধ করা যায়, কিন্তু সময়ের মুখ কে বন্ধ কত্তে পারে? তবে কি এ চুরির কথা প্রকাশ হবে? লোকের কাছে মনের কথা গোপন করি, কিন্তু মন যেন সেই লুকানো কথা বার করে দিতে চায়। না বার কত্তে পাল্লে কে যেন মনকে বড় কষ্ট দেয়। সে বড় ভয়ানক কষ্ট, বড় ভয়ানক কষ্ট। উঃ আমি যে আর সে কষ্ট সহ্য কত্তে পারিনি, প্রাণ যে যায়। চুরি, চুরি যে ভয়ানক কাজ, তা কেমন করে ঢাক্‌বো?

বিভার প্রবেশ।

বিভা। খালি বসে বসে ভাব্‌বে। ছিঃ আর ভাবলে কি হবে? ঈশ্বর যা করেন কার সাধ্য তা বাধা দেয়? তুমি অবুঝ নও, তবু ভাব কেন?

সুকুমার। কেন যে ভাবি বিভা! বুঝতে পারি না। আমিও মনে করি ভাববো না, কিন্তু কে জানে কোথা থেকে

ভাবনা এসে মনকে ঢেকে ফেলে; তখন আমাতে আর আমি থাকিনি। অমনি ভাবনা মনকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, একটুও থামতে দেয় না, খালি ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

বিভা। এত ভাবলে শরীর থাক্‌বে কেন? শরীরটা ত রাখা চাই।

সুকুমার। আমার শরীর রাখ্‌তে বল—ছিঃ ছিঃ এ শরীর কি আর রাখ্‌তে আছে? এখন যত শীঘ্র যায় ততই ভাল। ভাবনা কমে, মনে সুখ পাই।

বিভা। তুমি দিন রাত যদি খালি ভাব, তা হ'লে আমি তোমার কাছে বসে খালি জ্বালাতন করবো, কত কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করবো, আমার কথার উত্তর দিতে হবে? তা হ'লে আর ভাবতে পারবে না।

সুকুমার। কাকে জ্বালাতন করবে? কে তোমার কথার জবাব দেবে?—আমি, আমি আমিই নই, জবাব দেবে কে?

বিভা। আমার কথার জবাব দেবে না? কেন দেবে না তুমি? আগেত দিতে, এখন কেন দেবে না?

সুকুমার। আগে সুকুমার তোমার কথার উত্তর দিত, এখনত আর সুকুমার নাই? এখন তোমার সুমুখে একটা সুকুমারের মত লোক আছে, তাহার চেহারা সুকুমারের মত কিন্তু সে সুকুমার নয়। সুকুমার চিরকাল আমোদ করে এসেছে, মনে বড় কষ্ট পেয়েছে তবু আমোদ ছাড়ে নি। যে সুকুমার, কখন ভাবেনি সে সুকুমার কি এ সুকুমার হতে পারে? যে সুকুমার নয় সে তোমার জবাব দেবে কেমন করে?

বিভা। ও কি! তুমি কি বল্‌চ। বাপ মা কারও চিরকাল থাকেন না, তার জন্যে এত দুঃখ কি? তুমি অমন হয়ে থাক্‌লে মার মনে আরও কষ্ট হবে। মার মনে কষ্ট দিও না।

সুকুমার। আর কি কষ্ট হবে? যে কষ্ট আমি দিয়েছি তার চেয়ে কি আর কেউ কষ্ট দিতে পারবে?

বিরজার প্রবেশ।

বিরজা। বাবা সুকুমার! আমার যোগেশের খবর কিছু পেলি? তুই যে লোক পাঠিয়েছিলি তারা কেউ ফিরে এসেছে?

সুকুমার। কে জানে? যে যায় সে কি আর ফেরে? মা! পৃথিবীতে যারা গেছে তাদের কি আর ফিরতে দেখেছ? তোমার লোক ফিরবে, ফিরবে কি মা? কে জানে কোথায় দাদা আছে, কোথায় বৌ আছে? মা! তারা আজ কত কষ্ট পাচ্চে।

বিরজা। যে দিন যোগেশ চলে গেল সেই দিন থেকেই কে যেন আমার একটা অঙ্গ ছিঁড়ে নিয়ে গেছে। স্ত্রীলোকের যার পর নাই কষ্ট—বিধবা হওয়া, তাতেও আমার তত কষ্ট হয় নি, কিন্তু যোগেশ আর বৌমা আমায় ছেড়ে যাওয়াতে আমার প্রাণে আর সুখ নাই, আর এ বাড়ীতে থাকৃতে ইচ্ছে হয় না। আর কিসের জন্যে থাকৃবো। যার মুখ চেয়ে বাড়ী থাকৃতুম সে আমায় ছেড়ে গেছে। বাবা! তোকে বল্‌তে কি, আমি আর চোকে দেখ্‌তে পাই না স্ত্রীলোকের প্রাণ তাই আজও আছে।

সুকুমার। মা! তোমার ভাবনা কি? ধর্ম্মের কাছে পাপ থাকে না। পাপ দূর হক, ধর্ম্ম আপনি দেখা দেবে। তোমার ছেলে ধার্ম্মিক পাপের কাছে কেন থাকবে?

বিরজা। সুকুমার! তোর আর লোক নাই। আমার যোগেশের আমার বৌমার খবর আন্‌বিনি, আমাকে শোনা-বিনি ?কৈ কৈ, আমার যোগেশ! বৌমা! বৌমা! তুমি যেও না, তুমি যেও না, তুমি যে ঘরের বৌ। ছিঃ মা! তোমার কি যেতে আছে? শুন্‌লিনি খ্যাপা মেয়ে; আমার কথা শুন্‌লিনি, আমার কথা পায়ে ঠেলে যাবি। না না যাসনে, যাসনে দাঁড়া দাঁড়া, আমি যাব আমি যাব। কি! কথা শুন্‌লিনি, আমি মা, আমার কথা শুন্‌লিনি! শোন মা! আমি কর্ত্তার পায়ে ধরে বুঝাব এখন, তবু কথা শুন্‌লিনি। তবে দূর হ দূর হ। আমার বাড়ী থেকে দূর হচ্চিস্ নি; আমার কথা শুন্‌লিনি, ওঃ যোগেশ! যোগেশ! বৌমা কৈ তুমি?

মূর্চ্ছা।

সুকুমার। কেও মা, কাঁদচ, কাঁদ, তুমিও কি আমার কথা টের পেয়েছ, উঃ প্রাণ যে যায়,ফেটে যায়। আর পারিনি আর সহ্য কত্তে পারিনি। আমি কি কল্লেম। না না আর, দেখতে পারিনি যাই যাই, যাই দাঁড়াও দাঁড়াও।

প্রস্থান।

বিরজা। তুই কে? আমার যোগেশকে চুরি কত্তে এসে-চিস। হা হা! আমার যোগেশ ফাঁকি দিয়ে গেছে।

বিভা। মা! মা! একবার চেয়ে দেখ আমি যে তোমার ছোট বৌ।

বিরজা। বৌ মা! আয় মা আমার কোলে আয়; না না তুই চোর তোকে কোলে করবো? যোগেশ আমার বুড়ো বৌ বে কল্লে। আমি তোর মুখ দেখ্‌তে চাই না, দূর হ দূর হ। কর্ত্তা জেল থেকে আসুক,আমি বল্‌বো দেখে শুনে কি বৌই পছন্দ করেছেন। না না, তা বলা হবে না, হবেনা। কর্ত্তা বড় বদ রাগি, রাগ হলে কিছুই জ্ঞান থাকে না, আয় মা! তুই আমার কোলে আয়। কৈ কৈ আমার যোগেশ কৈ?

বিভা। মা মা আমি তোর ছোট বৌমা। আমায় চিন্তে পাচ্চ না?

বিরজা। বৌ মা! আমার প্রাণ কেমন কচ্চে মা। আয় আয় মা! আমার সঙ্গে আয়। আমার যোগেশ যেথায় গেছে সেই খানে যাব। তুই যেতে পারবি নি, যেতে পারবি নি? আমার ছেলেকে যমের দোরে দিয়ে এসেচিস, কর্ত্তাকে দিয়ে এসেচিস, আমাকে নিয়ে যা, নিয়ে যা বল্‌চি। তবু দাঁড়িয়ে রইলি। দেখি তুই যাস কি না?

বিভার হস্ত ধরিয়া টানিতে টানিতে প্রস্থান।

দাসীর প্রবেশ।

দাসী। মা কোথায় গেল? আহা! মাগীর দুঃখ দেখ্‌লে আর বাঁচতে ইচ্ছা করে না। সতীনের ছেলেকে এত ভালবাস্‌তে আমি কখন দেখি নি। আবার কর্ত্তা মরেছে, জেলে মরেছে, দেখ্‌তে পায় নি, মাগী পাগলের মত হয়েছে। তাই এখনও বেঁচে আছে।

বিরজার প্রবেশ।

বিরজা। আমার যোগেশ মরেছে, হা হা কর্ত্তা তাকে আন্‌তে গিয়েছিল কর্ত্তাও আর ফিরিল না। হা হা, আমার বাড়ীতে বড় ধুম বড় ধুম। কত আমোদ হচ্চে। তুই কে, তুই কে, মাগী আমার বাড়ীতে এসেচিস ? দরওয়ান দিয়ে এখনই তাড়িয়ে দেব। মরেছে, যোগেশ মরেছে, বৌ মা না খেতে পেয়ে মরেছে, কর্ত্তা মরেছে ; আমি বিধবা হয়েছি। তুই ছুঁস্‌নি তুই ছুঁস্‌নি আমি বিধবা হয়েছি হা হা! সিঁদূর আন পরবো। ছিঃ সোয়ামি আছে, এ সাজ কি কত্তে আছে, এস মা! আমার কাছে এস কাঁদচ কেন ? আমিত তোমায় কখন অযত্ন করি নি। আমার যোগেশ এসেছে, কর্ত্তা সঙ্গে এসেছে (করতালি দিয়া) আমি দেখি গে, আজ কত বাজনা বাজবে আমি দেখিগে।

প্রস্থান।

দাসী। আহা! সোনার সংসার বড় বাবুর জন্যেই গেল ; কে চুরি কল্লে ঠিক হ'ল না বাবু বড় ছেলেকে তাড়িয়ে দিলে। দেখি গে মা ঠাকরুণ কোথায় গেল।

প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

হরেন্দ্রনারায়ণের বৈটকখানা।

সুকুমার।

সুকুমার। অনেক চেষ্টা কল্লেম কিছুতেই ত ভুলতে পাল্লেম না? মনে করি ভুলি, কিন্তু প্রাণের ভেতর কে যেন ছুঁচ ফুটিয়ে দিচ্চে। আর আমার বাঁচতে ইচ্ছা নাই। উঃ কি ভয়ানক যন্ত্রণা! এ যন্ত্রণা আর কতদিন সহ্য করবো, না না পারবো না, একথা যদি প্রকাশ হয় তাহলে কি কেউ আর আমাকে মানবে, আমায় জমীদার বলে গ্রাহ্য করবে? চোর আমি চোর, চোরকে কেন গ্রাহ্য করবে? এ কথাত আর কেউ জানে না, তবে কেমন করে প্রকাশ হবে? যারা জান্ত তারা সকলেই গেছে, বাবা শুনে দুঃখে মরেগেছেন, নশী-রাম, না না তার নাম কল্লেও আমার প্রাণ কেমন করে উঠে। সেও ত জন্মের মত গেছে, রামলোচন গেছে, দাদা গেছে, তবে আর কার দ্বারা প্রকাশ হবে? সময়ের মুখ কে ঢাকতে পারে? আছে একজন—রামজীবন এখনও বেঁচে আছে! তাকে আমার সন্দেহ হয়। সে কি বলবে? তার মুখ বন্ধ কত্তে পাল্লেই আমার সকল ভয় যায়। কি রকমে তা করা যায়, টাকা দিয়ে তার মুখ বন্ধ করবো? না, তা কদিন থাকবে? রামজীবন! রামজীবন! রামজীবন! এখনও বেঁচে আছে। আমার এ

কথা ঢাকবার কোন উপায় নাই। তবে কি আমার কলঙ্কের কথা প্রকাশ হবে? কি করবো, রামজীবনের জন্যে প্রাণে মরবো। না না, এত অপমান সহ্য করে যখন প্রাণ রেখেছি তখন রামজীবনের একটা ব্যবস্থা কত্তে হবে। আমি রামজীবনকে মেরে ফেলে আমার পথ পরিস্কার করবো। টাকায় হবে না, টাকায় মুখবন্ধ হবে, না তার যত লোভ বাড়বে ততই সে নানা রকম ভয় দেখাবে। তাকে প্রাণে মারব, হত্যা করবো আমার জন্যে একটা লোকের প্রাণ যাবে পাপের বোঝা ভারি করবো। তাই করবো, একি! রামজীবন না!

রামজীবনের প্রবেশ।

রামজীবন! তুমি এখন এখানে কেন?

রামজীবন। আজ তুমি তোমার পৈতৃক সম্পত্তি হাতে পেয়েছ ঈশ্বর করুন তোমার শ্রীবৃদ্ধি হক্।

সুকুমার। রামজীবন! এই জন্যই কি এসেছ?

রামজীবন। (ঈষৎ হাসিয়া) আপনি ঠিক অনুমান করেছেন, যদি আর কোন দরকার না থাক্‌তো তা হলে বোধ হয় আমি আস্‌তেম কি না সন্দেহ। আপনার বাপের কাছে আমি ১০।১২ বছর জমীদারীর খাজনা আদায় করেছি, বোধ হয় শুনে থাক্‌বেন, আমার কাজে আপনার পিতা খুব সন্তুষ্ট ছিলেন, আর সেই জন্যেই তাঁর সমস্ত সম্পত্তি আমার হাতে দিয়েছিলেন।

সুকুমার। সে কথা এখন কেন?

রামজীবন। এখন সব বিষয় অপনার হাতে এসেছে, আমি আবার সেই কাজ কত্তে চাই। আমার অনেক লোক্‌-সান হয়েছে।

সুকুমার। তুমি কাজের লোক তার আর সন্দেহ নাই কিন্তু আর এক জন এই কাজ কত্তে চায়।

রামজীবন। হতে পারে কত্তে ইচ্চে করে, কিন্তু আপনি ত তাকে হুকুম দেন নি।

সুকুমার। তুমি কেমন করে বুঝলে আমি হুকুম দিই নি।

রামজীবন। সুকুমার! সে দিনের কথা মনে আছে কি? তার জন্যে যে তুমি আমার কিছুই করবে না এ কখনই বিশ্বাস হয় না।

সুকুমার। রামজীবন! তোমার কাজের যথেষ্ট পুরস্কার পেয়েছ। শোন রামজীবন! ঐ জন্যেই আমি তোমাকে সে কাজ দিতে রাজি নহি। তোমার ভয়ই আমার অধিক; তোমার জন্য আমার খেয়ে সুখ নাই, শুয়ে সুখ নাই, সংসারের কিছুতেই সুখ নাই। কোন কাজ করবার আগেই তোমাকে মনে পড়ে। সেই তোমাকে আমি ঘরে রাখবো? যত্ন করে পুষে রাখবো না না, তা কখনই পারবো না।

রামজীবন। তোমার কোন ভয় নাই।

সুকুমার। না না, তা কখনই পারবো না। গলার কাঁটা গলায় রাখবো, তা পারবো না।

রামজীবন। নশীরাম ত আর নাই।

সুকুমার। আমার কাছে সেই জুয়াচোর, দস্যু নশী-রামের নাম কত্তে তোমার সাহস হ'ল?

রামজীবন। তার কথা কিছু বলবো বলে নাম কল্লেম।

সুকুমার। আমায় সেই কথা বলবে? না বুঝে যে কাজ করেছিলুম তাই মনে করে দিতে চাও? দাও, তায় কোন ক্ষতি নাই। আমি হার বন্ধক দিয়ে তার কাছে টাকা নিয়েছিলুম, দাদা যে হ্যাণ্ডনোট লিখেছিলেন সে হ্যাণ্ডনোট, সেই চোর, চুরি করেছিল।

রামজীবন। মনে পড়ে যখন হ্যাণ্ডনোট নিয়ে আমার কাছে এসেছিলে? যাই বল্লুম আমি গরীব আমার অত টাকার সঙ্গতি নাই তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা কল্লে কে এত টাকা ধার দিতে পারে? আমি নশীরামের নাম করেছিলুম বটে কিন্তু,তখনই বারণ করেছিলুম, তুমি শুন্‌লে না তবু তুমি সেখানে গেলে,তার পরামর্শে পড়ে তোমাদের খিড়কি দরজা খুলে, তোমার মার ঘর খুলে, হার চুরি করে অজ্ঞান হয়ে তোমাদের খিড়কির বাগানে পড়। তোমার বাবা যখন তোমার দাদাকে চোর বলে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেন তখন তুমি সেখানে থেকেও কিছু বল নি।

সুকুমার। (বক্ষস্থিত ছুরি দূরে নিক্ষেপ করিয়া) একথা তোমাকে বল্লে কে নশীরাম? সেই দস্যু সেই জুয়াচোর বলেছে?

রামজী। নশীরাম জেলে আমাকে সব কথা বলেছে।

সুকুমার। রামজীবন! শীঘ্র বল এ কথা আমার—সে সময়ে আর কেউ তোমার সঙ্গে ছিল?

রামজী। তোমার বাপের কথা বল্‌চ—কি জানি শুনে-চেন কি না?

সুকুমার। রামজীবন! ঐটা কি পড়ে আছে দেখতে পাচ্চ? বোধ হয় তুমি দেখে থাকবে, এর কিছু আগে আমিই ঐ ছুরি খানা ফেলে দিয়েছি; কেন রেখেছিলুম বুঝতে পেরেছ?

রামজীবন। আমাকে মারবার জন্য।

সুকুমার। কেন?

রামজীবন। কেন, কেন সুকুমার? আপনার এ পাপ কথা জগতে আর কেউ জানে না, সেই কথা আমি জানি তাই আমাকে দেখে আপনার ভয় হয়, তাই আমার নাম মনে হলেও আপনার বুক কেঁপে উঠে; যদি আমার মৃত্যু হয় তা হ'লে আপনার সে পাপ কথা আর কেহ জানতে পারবে না। তাই ও ছুরি আমার জন্যেই ছিল।

সুকুমার। আমি অনেক ভেবেছি, শেষ ঠিক করেছি যে তোমাকে মাল্লেও আমার নিস্তার নাই। যারা আমার এই পাপ কথা জানে, তারা সকলে যদি মরে যায় তা হ'লেও আমার বিশ্বাস এই যে, আমি কখনই সময়ের মুখ ঢাকতে পারবো না; মরা মানুষেও আমার এই পাপ কথা প্রকাশ করবে। তুমি এই মাত্র যে কথা বল্লে ঠিক তাই বলবে; যদি এ কথা প্রকাশ হয় তা হ'লে আমার পক্ষে বাঁচা বড় কষ্টকর হবে। অন্য লোকের মুখ থেকে যখন এই কথা বেরুবে তখন তাতে আমার প্রাণে যে কি ভয়ানক লাগবে তা আমি তোমার মুখে শুনে বুঝেতে পেরেছি। তোমার যা ইচ্ছা চাও আমি এখনি দিচ্চি; কিন্তু তোমাকে মিনতি করে বলচি এ কথা আর মুখে এননা।

রামজীবন। আমি প্রতিজ্ঞা কচ্চি এ কথা আর মুখে আন্‌বো না। তবে আমি এখন চল্লেম।

সুকুমার। রামজীবন! যেও না; আমি তোমাকে আমার অর্দ্ধেক সম্পত্তি লিখে দিচ্চি, তুমি আমার দাদাকে খুঁজে এনে দাও। আমার জীবনের কোন ঠিক নাই। যাও আর দেরি কর না, এ বিষয় সমস্ত তাঁর; আর আমি প্রতারক, দস্যু, চোর। চোর বিষয়ের অধিকারী হতে পারে না। যে নিজের মান হারিয়েছে সে পরের কাছে কেমন করে সম্মান পাবে?

রামজীবন। আমি প্রতিজ্ঞা কল্লেম যদি আপনার দাদা বেঁচে থাকেন তাঁকে বাড়ীতে আন্‌বো।

প্রস্থান।

সুকুমার। আর কেন? চোরের জীবন আর কেন? আর এ বোঝা বইচি কেন? পাপের বোঝা বইবার আর দরকার কি? সব ত ফুরালো, সকল আশাইত পুরেছে। লোক জেনেছে, তবে এ পুণ্যের সংসারে পাপ কেন? (ভূমি হইতে ছুরি লইয়া)। তুমিই আমার এক মাত্র বন্ধু, জগতে আর বন্ধু নাই, আমার এ কলঙ্ক ধূতে পারে এমন আর কেহ নাই। আর কেউ আমার যন্ত্রণা দূর কত্তে পারবে না, কেউ আমাকে সাধু বলে পরিচয় দিতে পারবে না, আমার বিশ্বাস তুমিই আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কত্তে পারবে, বন্ধুর কাজ কত্তে পারবে; সকল দুঃখ মন থেকে দূর কত্তে পারবে। আর না এই সময়, এই সময় আর অধিক যাব না, পাপের

বোঝা আর বইব কেন? অনেক হয়েছে (বক্ষে ছুরিকাঘাত ও পতন।) মা মা! কোথায় তুমি?

বিভার প্রবেশ।

বিভা। মা মা! আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে।

সুকুমার। কে বিভা এলে? তোমার কিসের সর্ব্বনাশ? তোমার স্বামী চোর ছিল, যার হার চুরি করেছিল, তাতে সর্ব্বনাশ হয় নাই, সেই চোর মচ্চে তাতে সর্ব্বনাশ হচ্চে? না না তা নয়; তুমি কেঁদ না; আমি চোর; হার চুরি করে অবধি আমার প্রাণ বড় খারাপ ছিল, তোমাকে যত্ন কত্তে পারিনি, আমোদে আমার মন যেত না, দাদাকে আমি দুঃখ দিয়েছি। ওঃ জল দাও। না না আমার মুখে জল দিও না। তাতে তোমার পাপ হ'বে। জল দিয়ে পাপকে বাঁচিও না, আমি মরি সেই ভাল।

বিভা। তোমার মুখে জল দিলে আমার পাপ হবে? আমি পাপকে ভয় করি নি, (জল আনায়ন) এই জল খাও।

বেগে বিরজার প্রবেশ।

বিরজা। হা হা বাজা, বাজা; চোর ধরা পড়েছে; মার মার, হার চুরি! ছেলে তাড়ান, কর্ত্তাকে মেরে ফেলা। পাজি! সুকুমারকে ডাক্, যোগেশকে ডাক, কর্ত্তাকে ডাক্। কৈ আমার যোগেশ! বাবা তুমি কোথায়? কে তুই, চোর? চোর ধরিচিস পাহারওলা ডাক্, বেটাকে জেলে দিক। কর্ত্তা ফিরে আসুক, আমার বাবা ফিরে আসুক। দেখব, বেটাকে দেখবো।

বিভা। মা মা! তোমার কি সর্ব্বনাশ হচ্চে কিছুই বুঝতে পাচ্চ না। আমার যদি মার মত জ্ঞান যেত, তা হ'লে আমার ভাল ছিল এত দুঃখ সহ্য কত্তে হত না।

(ক্রন্দন)।

বিরজা। তবু বক্‌চিস্, আমার ছেলে আস্‌বে তা দেখ্‌তে পারবি নি, তাই বুঝি কাঁদচিস্। দাঁড়া কর্ত্তা আসুক তোকে দূর করে দিচ্চি। হা হা, বাজা বাজা। নে যা, ধরে নে যা, তবু উঠলিনি, তবু উঠলিনি, পাজি নচ্ছার।

সুকুমার। মা ওঃ মা প্রাণ যায়।—চোর—চোর (মৃত্যু)।

বিভা। মা! একবার দেখ আমার কি সর্ব্বনাশ হল।

(মূর্চ্ছা)।

বিরজা। হা হা! সব বাঁধ, সব বাঁধ; দে পুলীশে খবর দে। কর্ত্তা জেলে যে মরেছে। যোগেশ বৌমা ডুবে মরেছে, বেশ হয়েছে দে আমায় খাবার দে। এই না সে চোরটা, মার মার। খাবার দিলি নি! আমায় খেতে দিবি নি! আচ্ছা দেখি কর্ত্তাকে ডেকে আনি।

প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বন।

বৃক্ষতলে যোগেশ ও লীলা।

যোগেশ। লীলা! এখন কেমন আছ?

লীলা। আমার ত আর অসুখ নাই।

যোগেশ। যখন তুমি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলে, আমার মনে হ'ল তুমিও আমাকে ছেড়ে যাবে। যদি সেই অবধূত না আস্‌তো তা হলে ঐ নদীতেই ডুবে মরতাম। সেই অবধূতই তোমায় প্রাণ দিয়েছেন।

লীলা। তিনি কোথায় গেছেন?

যোগেশ। এখনই আসবেন বলে গেছেন। যিনি তোমার প্রাণ দিয়েছেন তাঁর কাছে স্বীকার করেছি কিছু দেবো; কিন্তু আমাদের ত কিছুই নাই, কি দেবো? যাদের খাবার সঙ্গতি নাই; ভিক্ষে করে যারা খায়, ভিক্ষে করে যারা পরে, বনের কাট কুড়িয়ে যারা আগুণ করে তারা কি দেবে? তাঁর ঔষধ খাওয়াবার ২৪ ঘণ্টার পর তুমি যখন মা বলে চীৎকার কল্লে, তখন একবার সেই অবধূত আমার মুখেরদিকে চেয়ে দেখ্‌লেন; আমি তাঁর পায়ে জড়িয়ে বল্লেম ঠাকুর! তোমার জন্যেই আমার লীলা প্রাণ পেলে, তুমি কিছু নাও। কি দিতুম তা জানি না। তিনিও আমার কথা শুনে বল্লেন দেখ দেবার সময় যেন পেছিও না, আমি তাঁর কাছে প্রতিজ্ঞা কল্লেম, ঠাকুর তাই শুনেই বল্লেন, আমার এখনও পূজা হয় নাই, পূজার পর আসবো, তোমার প্রতিজ্ঞা

তুমি রক্ষা করো। লীলা! তিনি যোগীবর, আমি দরিদ্র, আমি কি দেব তাই ভাবচি।

লীলা। যখন প্রতিজ্ঞা করেছ, তিনি যা চাইবেন তাই দেব।

যোগেশ। কোথায় পাব লীলা! আমাদের কি আছে তা দেব; টাকা নাই, বস্ত্র নাই, গহনা নাই, বাড়ী নাই কি দেবো? বসবার আসনও নাই তবে কি দেব?

লীলা। তুমি যখন প্রতিজ্ঞা করেছ, তখন আমি তা যোগাড় করে দেব?

যোগেশ। লীলা! কি বল্‌চো তুমি? আমার প্রাণ যে তাই ভেবেই কেঁদে কেঁদে উঠচে। তিনি কি চাইবেন? আমি কি দেব? ঐ তিনি আস্‌চেন।

এক জন ছদ্মবেশী পুরুষের প্রবেশ।

ছ পু। তোমার স্ত্রী বেশ আরোগ্য হয়েছেন?

যোগেশ। আজ্ঞে হাঁ, সে আপনার কৃপায়।

ছ পু। তোমার মিষ্টি কথায় আমি ভুলবো না; তুমি প্রতিজ্ঞা করেছ আমি যা চাইব তাই দেবে।

লীলা। আপনার কিরূপ ইচ্ছা বলুন?

ছ পু। তুমি স্ত্রীলোক তুমি পারবে কেন?

লীলা। যদি আমার দ্বারা না হয় আমার স্বামী আছেন, তাঁকে যা বল্‌বেন তিনি কিম্বা আমি দিতে স্বীকার আছি। স্বামী অসক্ত হলে স্ত্রী তাহা সম্পন্ন করবে। যোগীবর! স্বামীর প্রতিজ্ঞা আমি প্রাণপণে পূর্ণ করিতে চেষ্টা করবো।

ছ পু। দেবতার প্রসাদ যে ফল-মুল তোমাদের আমি দিয়েছি তা খেয়েছ?

যোগেশ। অমৃত আহার করে তাই আমরা রোগহীন হয়েছি; আপনার প্রসাদ না পেলে বোধ হয় এত দিনে এ জীবন ত্যাগ কত্তে হত, শৃগাল কুকুরের পেটে যোগেশ ও লীলা পরিপক্ব হত।

ছ পু। এখন তোমার প্রতিজ্ঞা পালন কর?

যোগেশ। আপনার কিরূপ অভিমত বলুন; আমি যখন প্রতিজ্ঞা করেছি তা পূর্ণ কত্তে এখনই স্বীকার আছি।

ছ পু। তোমার নাম যোগেশ?

যোগেশ। আজ্ঞে হাঁ।

ছ পু। ইনি তোমার স্ত্রী।

যোগেশ। আজ্ঞে হাঁ—

ছ পু। তোমার পিতা তোমাকে দোষী মনে করে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন?

যোগেশ। কার কথা মিথ্যা, কেমন করে বল্‌বো, তিনি যা শুনেছেন তা সত্য বলে বিবেচনা হয়েছিল তাই তাই—

ছ পু। তুমিই বল, তুমি দোষী কি না?

যোগেশ। না।

ছ পু। তবে তোমার বাপের কাছে প্রকাশ কল্লে না কেন?

যোগেশ। আমি স্থকুমারের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম তার সম্বন্ধে কোন কথা প্রকাশ করবো না, তাই—

ছ পু। এখন তোমার সকল প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয়েছে; তোমার বাড়ী যাওয়ার কোন আপত্তি আছে ?

যোগেশ। আমাকে ক্ষমা করবেন; যাকে চোর বলে একবার বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন সে আবার কোন মুখে সেই বাড়ীতে ঢুকবে? আপনাকে অনুনয় কচ্চি ও আজ্ঞা আমায় করবেন না।

ছ পু। আমার সঙ্গে এস।

সকলের প্রস্থান।

রামলোচন। এ বেটা নিশ্চয়ই চর; এত কথা কোথা থেকে জান্‌লে; গোয়েন্দা, নিশ্চয় গোয়েন্দা, বেটা সেজে এসেছে; যাই হউক আমার কিন্তু দেখ্‌তে হবে। বেটা এদের নিয়ে কোথায় যায় তাও দেখ্‌তে হবে। যদি সুবিধে বুঝি যোগেশটাকে খুন করবো, অবধূত বেটাকেও খুন করবো। বাবা! টাকা আমায় নিতেই হবে, নশীরামের সঙ্গে অনেক খুন করেছি, না হয় আর একটাই খুন কল্লেম। টাকা এলেই হল। টাকায় খুন লুকিয়ে ফেলব। সেই ভাল, আড়ালে আড়ালে থেকে কাজ শেষ কত্তে হবে। বেটা সন্নিসী সেজেছে, বেটা খুব চালাক, বেটা কেমন দুটোকে এক কথায় নিয়ে গেল। যাঃ শালা, আমিও তোর পেছু পেছু আছি। দেখি বেটারা কোথায় গেল।

প্রস্থান।

ছদ্মবেশী পুরুষ, যোগেশ ও লীলার প্রবেশ।

ছ পু। তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা কর।

যোগেশ। বলুন কি করবো? যদি প্রাণ দিলেও আপনার প্রতিজ্ঞা পালন কত্তে পারি, আমরা তাতেও প্রস্তুত আছি।

ছ পু। ছি ছি, প্রাণকে কি তোমরা এতই তুচ্ছ বলে মনে কর?

যোগেশ। অন্য কোন বিষয়ে নহে, কিন্তু প্রতিজ্ঞা পালন কত্তে যদি তাও দরকার হয় বোধ হয় যোগেশ তাতেও কুণ্ঠিত নয়।

ছ পু। আমার তার প্রয়োজন নাই?

যোগেশ। আপনার কি প্রয়োজন বলুন?

ছ পু। আমার এই ইচ্ছা যে তোমরা আবার বাড়ী যাও, আবার সংসারে থেকে সংসারী হও।

যোগেশ। আপনি ওরূপ আজ্ঞে করবেন না; আপনি অন্য কিছু চান আমি ভিক্ষা করে দেব।

ছ পু। আমি যোগী অর্থে আমার প্রয়োজন নাই, তুমি আমার নিকট প্রতিজ্ঞা করেছ ইচ্ছা হয় পালন কর, না হয় আমি চল্লেম; বুঝলাম তোমার প্রতিজ্ঞা কথা মাত্র।

যোগেশ। আপনার নিকট ভিক্ষা চাচ্চি আপনি অন্য কিছু আদেশ করুন—আমি অকাতরে তাহা পালন করবো। আমি বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি বাড়ীতে থাক্‌বো না।

হে যোগীবর! আপনি কি আমার সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কর্ত্তে বলেন?

ছ পু। যদি তোমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ না হয় তা হলে আমি যা বল্‌চি স্বীকার করবে?

যোগেশ। তাই স্বীকার কল্লেম; কিন্তু আপনি কে? কেন আমাকে সেই দারুণ কষ্টে ফেল্‌তে চান?

ছ পু। কারণ আছে। দেখ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কর না।

(ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া।)

এখন চিন্‌তে পার?

যোগেশ। রামজীবন! রামজীবন! তুমি এখানে কেন?

ছ পু। এখন বাড়ী চল সব পরে বল্‌বো।

যোগেশ। যখন প্রতিজ্ঞা করেছি, বিশেষ যখন তোমার জন্যেই, আমার লীলার প্রাণ পেয়েছি, তখন অবশ্যই তা পালন কর্‌বো। লীলা! চল আবার বাড়ী যাই।

লীলা। আমরা ত পথ জানি না।

ছ পু। আমি দেখিয়ে নিয়ে যাব।

যোগেশ। চল।

সকলের প্রস্থান।

রামলোচনের প্রবেশ।

রামলোচন। খুব ফন্দি, বেটাকে দেখেই আমার সন্দেহ হয়েছিল; সঙ্গে সঙ্গে যেতে হ'ল কথা গুলো শুনে যা হয় করা যাবে, যদি সুবিধে বুঝি আমিও ওদের পেছু পেছু যাব। বাড়ী কত দিন হ'ল ছেড়েচি। আমি কি করবো আমার ত বাড়ী যাবার যো নাই, আমি ত প্রতিজ্ঞা করেছি না মাল্লে

টাকা নেব না, তবে কি করবো? বাড়ী যাব না, এই খানেই থাকবো, না খেয়ে মরবো। না না আমার প্রতিজ্ঞা পালন করবো, যোগেশকে ধরবো, বিষয়ের অধিকারী হব। যাই, যাই সঙ্গে যাই।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

সুকুমারের শয়নঘর।

বিভা শয্যায় শায়িত।

যোগেশ ও লীলার প্রবেশ।

যোগেশ। লীলা! কেন আমরা আবার বাড়ীতে এলাম; এ শ্মশান পুরীতে আর থাকতে ইচ্ছা করে না। বাবা প্রাণত্যাগ করেছেন, সুকুমার জীবন ত্যাগ করেছে, মা শোকে পাগলিনী হয়েছেন, বৌমা মৃতপ্রায়, ধাই মা নাই, এই মহাশ্মশানে কেমন করে থাকবো?

লীলা। তুমি মার শুশ্রুষা কর, বিভার জন্য আমি উপায় কচ্চি? মাকে দেখে আমার প্রাণ কেঁদে কেঁদে উঠে। হায় বিভা! পতিহীনা!

বিভা। দিদি! এসেছ; আমি চল্লেম, স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে চল্লেম; দিদি! আমার অপরাধ ক্ষমা কর, আমি পূর্ব্ব জন্মে মহাপাপ করেছি।

লীলা। একি! বিভা এমন কচ্চে কেন?

বিভা। দিদি! আজ আর লজ্জা কি? আমি যাই, আমার স্বামী আমাকে নিতে এসেছেন; আমি স্বামীর সঙ্গে যাব তাই তার উপায় করেছি আমি বিষ—

লীলা। ওগো! শীঘ্র একজন ডাক্তার ডাক; বিভা! বুঝি বিষ খেয়েছে?

যোগেশ। তাই বোধ হচ্চে, তবে আমি চল্লেম।

প্রস্থান।

বিভা। দিদি! আমি অন্যায় করেছি, যদি আর একঘণ্টা আগে আস্‌তে তা হ'লে আমার এ সর্ব্বনাশ হত না। দিদি! আমি যাই, আমার ক্ষমা কর—আমায়—বিভা বলে, ভগ্নী বলে মনে কর। আমি অপরাধী—তাই—আশীর্ব্বাদ—কর (মৃত্যু)।

বিরজার প্রবেশ।

বিরজা। একি লীলা! বিভা এখানে পড়ে কেন? বিভাও কি মরেছে, সুকুমারও মরেছে? আমি মেরে ফেলেচি। আর কেন?—আমার ছেলে আমি মেরেচি, আর দেখ্‌তে পারি না। মৃত্যু কৈ তুমি এস এস। এলে না, এখনও এলে না, আচ্ছা আমিই যাচ্চি। বেগে প্রস্থান।

যোগেশের প্রবেশ।

যোগেশ। একি! বৌমাও মরেচেন, হায়! শ্মশানে থাক্‌বার জন্যই কি রামজীবন আমাকে নিয়ে এল? এই দারুণ যন্ত্রণা সহ্য করবার জন্যই কি আমার জীবন রৈল?

যবনিকা পতন।